জাতীয় দাওয়াহ কৌশল রূপকল্প

ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)

প্রকাশক
ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
House 17, Road No. 6/A, Sector-5, Uttara, Dhaka 1230, Bangladesh
ওয়েবসাইট: www.fsdbd.org

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০২৬

গ্রন্থস্বত্ব © ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)

এই গ্রন্থের সর্বস্বত্ব ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)-এর অধিকারভুক্ত। এই গ্রন্থের সফট কপি www.fsdbd.org থেকে যে কেউ বিনামূল্যে ডাউনলোড, পাঠ ও ডিজিটালভাবে বিতরণ করতে পারবেন। তবে যে কোনো কারণেই মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ বা বাণিজ্যিক বিতরণের জন্য FSD-এর লিখিত পূর্বানুমতি আবশ্যক।

প্রচ্ছদ: মোঃ আরিফুল ইসলাম
গ্রাফিক্স ও অলংকরণ: হুইসেল
মুদ্রণ: আহান প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৯ (২য় তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য: বিক্রয়ের জন্য নয়, বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত

এই গ্রন্থ অলাভজনকভাবে প্রকাশিত ও বিতরণকৃত। পুনর্মুদ্রণ, বিতরণ ও পরবর্তী গবেষণায় সহযোগিতা করতে চাইলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। দ্বীনের কল্যাণ ও উপকারী গবেষণার প্রসারে আপনার অংশগ্রহণ আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন এবং তা আপনার জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে গণ্য করুন।

মোবাইল / হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭১১৫০৪৮৬২
ই-মেইল: info.fsd.bd@gmail.com

তত্ত্বাবধান, প্রস্তুতি ও কৃতজ্ঞতা

তত্ত্বাবধানে

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সভাপতি, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. খাজা ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ

সদস্য সচিব, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
উপ-উপাচার্য, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

রূপকল্প, গবেষণা ও প্রধান রচনা

মো. সাইফুল্লাহ আল রাশেদী

সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
জেনারেল সেক্রেটারি, মসজিদ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট
প্রকৌশলী ও ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি পেশাজীবী, কাতার

সহযোগী গবেষণা ও পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জুনায়েদুল মুনির
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
ডিরেক্টর, ইএমবিএ, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

মুহাম্মদ শামিম আহসান
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
কোষাধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

ড. ফয়সাল বিন আলম
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স

ডা. সৈয়দ মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
উপ-পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর

মুহাম্মদ আবদুল বারী
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
সিনিয়র আইটি লিডার ও ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন বিশেষজ্ঞ

আদিল ইফতেখার
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
অডিট, রিস্ক ও ইনভেস্টিগেশন লিডার

খালেদ মাহমুদ শাহরিয়ার
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
সহকারী অধ্যাপক, সিএসই, বুয়েট

মোতাহারুল ইসলাম
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
মেরিন ক্যাপ্টেন

ইয়াসির আরাফাত
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
সিনিয়র মানবসম্পদ ও পেরোল ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল

সৈয়দ ইয়াসির আরাফাত
সদস্য, ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)
টেলিকম অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড: জরিপ ফলাফল বিশ্লেষণ 1
কৃতজ্ঞতা 2
১. সারসংক্ষেপ 3
২. ভূমিকা 3
৩. পটভূমি ও পদ্ধতি 5
জরিপ পরিচালনা ও উত্তর বাছাই প্রক্রিয়া 6
বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও শতাংশ গণনার পদ্ধতি 6
উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পদ্ধতি 6
৪. জনমিতিক প্রোফাইল 7
৫. দাওয়াহর বর্তমান প্রেক্ষাপট 8
৫.১ সাধারণ মানুষ ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণ 8
৫.২ দাওয়াহর অপূর্ণ মানচিত্র: সেগমেন্টেশন ও অগ্রাধিকারের ঘাটতি 9
৫.৩ দাওয়াহর উপেক্ষিত শ্রেণি ও প্রান্তচ্যুত মুসলিম সমাজ 9
৫.৪ অগ্রাধিকারের বিপর্যয়: কাঠামো নির্মাণে ব্যস্ত, চিন্তা গঠনে উদাসীন 10
৫.৫ কৌশলগত চ্যালেঞ্জ 10
৫.৬ নাস্তিকতা ও ধর্মবিমুখতা মোকাবিলায় দুর্বলতা 11
৬. দাওয়াহর নেতৃত্বসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ 12
৬.১ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রোল-মডেল সংকট 12
৬.২ দাওয়াহ নেতৃত্বের মানসিক ও বাস্তব সংকট 12
৬.৩ আলেমদের কোন গুণাবলিকে মানুষ সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয় 13
৬.৪ বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ, অথচ নেতৃত্বহীন উম্মাহ 14
৬.৫ চাহিদা ও প্রস্তুতির ব্যবধান 14
৬.৬ হক বললেই হবে না, হককে পৌঁছাতে জানতে হবে 15
৬.৭ ইসলামি নেতৃত্ব: বিচ্ছিন্ন এক শ্রেণি, নাকি উম্মাহর পথপ্রদর্শক? 15
৭. দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা 16
৭.১ সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক দাওয়াহর প্রধান দুর্বলতা? 16
৭.২ দাওয়াহ কনটেন্ট কি তরুণদের বাস্তবতা বোঝে? 16
৭.৩ উম্মাহর সবচেয়ে বড় ফিতনাহ: প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয় 17
৭.৪ আগামী পাঁচ বছর: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য দাওয়াহ কৌশল 18
৭.৫ মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে একতার প্রয়োজনীয়তা 18
৮. দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা 20
৮.১ মাদ্রাসাগুলো কেন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল হতে পারছে না? 20
৮.২ মাদ্রাসা কি জাতির হাল ধরার নেতৃত্ব তৈরি করতে পারছে? 20
৯. জরিপের সীমাবদ্ধতা 21
উপসংহার 22

দ্বিতীয় খণ্ড: কৌশলগত রূপরেখা ও সুপারিশমালা.....23
এই কৌশলপত্র সম্পর্কে ও কীভাবে পড়বেন.....25
নির্বাহী সারসংক্ষেপ.....26
ভূমিকা.....27
জরিপ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ও সততা-নোট.....27
জরিপ: সমস্যা থেকে সমাধান সেতুবন্ধন.....28
অডিয়েন্স সেগমেন্টেশন: লক্ষ্যভিত্তিক দাওয়াহ পরিকল্পনা.....31
সেগমেন্টেশন ব্যবহারের নীতিমালা.....33
১. উলামা ও দাঈদের কৌশলগত নেতৃত্ব ও দায়িত্ব.....34
২. মসজিদ ও দাওয়াহ কেন্দ্রসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর.....39
৩. ডিজিটাল দাওয়াহ ও মিডিয়া সংযুক্তির কৌশল.....43
৪. ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও সমন্বিত উন্নয়ন.....46
৫. পেশাদার মুসলিম ও সাধারণ জনগণের দাওয়াহ সক্ষমতা বৃদ্ধি.....49
৬. ইসলামি গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা.....51
৭. কমিউনিটি সম্পৃক্ততা ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো.....54
৮. তরুণ ও শিক্ষিত শ্রেণিকে দাওয়াহর কার্যকর অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলা.....56
৯. মাঠপর্যায়ে সামাজিক দাওয়াহ ও আউটরিচ কার্যক্রম.....58
আদর্শ মডেলসমূহ.....60
আদর্শ মসজিদ মডেল.....60
আদর্শ দাওয়াহ ইনস্টিটিউট / সেন্টার মডেল.....61
কনটেন্ট কাউন্সিল মডেল.....63
কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরাম মডেল.....64
পাইলট মডেল ও বাস্তবায়ন টেমপ্লেট.....65
পরিশিষ্ট ক: জরিপ ও সুপারিশ সংযোগ-সারণি.....69
পরিশিষ্ট খ: বাস্তবায়নের ন্যূনতম প্রস্তুতি-তালিকা.....72
পরিশিষ্ট গ: উন্মুক্ত গবেষণা-রূপরেখা (উম্মাহর জন্য সম্ভাব্য উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্র).....73
উপসংহার.....78

প্রথম খণ্ড: জরিপ ফলাফল বিশ্লেষণ

কৃতজ্ঞতা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী ও রাসূলদের শ্রেষ্ঠজন, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি। আল্লাহর অশেষ রহমতে জাতীয় দাওয়াহ কৌশল-রূপকল্প প্রস্তুতের এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। এই কৌশলগত দলিল প্রস্তুতকরণে ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ (FSD)-এর সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট আলেম, গবেষক, দাঈ, পেশাজীবী ও শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা কর্মশালায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান, ধারণা বিনিময় এবং খসড়া পর্যালোচনার মাধ্যমে এই কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই প্রচেষ্টাকে দ্বীনের খেদমত, উম্মাহর কল্যাণ এবং কার্যকর দাওয়াহ পুনর্গঠনের একটি উপকারী মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

১. সারসংক্ষেপ

এই প্রতিবেদনটি একটি দেশব্যাপী ইসলামি দাওয়াহ জরিপের ফলাফল তুলে ধরছে, যেখানে ৫৪৮ জন বিভিন্ন বয়স, পেশা ও ধর্মীয় অনুশীলনের স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশে বর্তমান দাওয়াহ প্রচেষ্টাগুলোর সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, সীমাবদ্ধতা ও কৌশলগত ঘাটতি চিহ্নিত করা।

জরিপের ফলাফল ইঙ্গিত করে যে, মানুষ এখন শুধু মুখের বয়ান নয়, বরং কাজভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও ঐক্যবদ্ধ দাওয়াহ প্রত্যাশা করছে।

মূল পর্যবেক্ষণসমূহ:

১. আগামী পাঁচ বছরে দাওয়াহ কীভাবে বদলানো উচিত, এ প্রশ্নে সর্বোচ্চ ৮২% উত্তরদাতা "সুন্নাহ অনুসরণে সেবামূলক ও মানবিক কাজ"-কে সমর্থন করেছেন।

২. ৯৫% অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থের ইস্যুতে মুসলিম ঐক্য তথা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদারের পক্ষে মত দিয়েছেন।

৩. আলেম সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংযোগের ঘাটতি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে।

৪. সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা, লিবারালিজম ও এলজিবিটিকিউ মতাদর্শের প্রবণতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে।

এই ফলাফলগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, দাওয়াহ কার্যক্রমে প্রাসঙ্গিকতা, সমন্বয় ও নেতৃত্বের সংকট রয়েছে। তাই এখন প্রয়োজন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রযুক্তি-সমন্বিত ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

২. ভূমিকা

ইসলামি দাওয়াহ, যা মানবজাতিকে ইসলামের চিরন্তন সত্যের দিকে আহ্বান জানায়, মুসলিম সমাজের একটি মৌলিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব। Pew Research Center-এর ২০২০ সালের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭–৮ শতাংশ বাংলাদেশে বসবাস করে। এই বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীর নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নে দাওয়াহ কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও প্রভাব বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তবে আধুনিক সমাজের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ, যেমন সেক্যুলারিজমের বিস্তার, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া, মুসলিমদের ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও প্রযুক্তির প্রভাব দাওয়াহ কার্যক্রমকে নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ইসলামি দাওয়াহর বর্তমান শক্তি ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন এবং ভবিষ্যতের জন্য কার্যকর কৌশল প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি।

এই প্রতিবেদনটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালাগুলোতে উঠে আসা মতামত, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ইসলামি দাওয়াহ কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, প্রধান ঘাটতি এবং সামনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোকে সামগ্রিকভাবে বোঝার চেষ্টা করা। জরিপ ও কর্মশালার আলোচনায় উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে দাওয়াহর বর্তমান বাস্তবতা, আউটরিচ, নেতৃত্ব, কনটেন্ট ও রিসোর্স সংক্রান্ত প্রধান চ্যালেঞ্জ, সেই সঙ্গে নতুন চাহিদা ও সম্ভাব্য সমাধানের দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা আশা করি, এই বিশ্লেষণ শুধু বর্তমান পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্রই তুলে ধরবে না; বরং বাংলাদেশের দাওয়াহ কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, সমন্বিত ও সময়োপযোগী করার জন্য বাস্তবভিত্তিক আলোচনা ও উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে, ইন-শা-আল্লাহ।

এটি জরিপভিত্তিক একটি প্রাথমিক গবেষণা-প্রয়াস ও বেসরকারি কৌশলগত রূপরেখা, যা কর্মশালা এবং বিভিন্ন অংশীজনের অভিজ্ঞতা ও মতামতের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি কোনো আনুষ্ঠানিক একাডেমিক গবেষণাপত্র, সরকারি কৌশলপত্র বা পরিসংখ্যানগতভাবে জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল জরিপ নয়।

এই উদ্যোগ কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে প্রণীত নয় এবং এতে উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনাগুলোও একমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচ্য নয়। এর উদ্দেশ্য দাওয়াহর কিছু বাস্তবতা, ঘাটতি, সম্ভাবনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্র সামনে আনা, যাতে প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও দাওয়াহ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত জরিপ, গভীর বিশ্লেষণ এবং পরিণত ও আনুষ্ঠানিক গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

৩. পটভূমি ও পদ্ধতি

এই উদ্যোগের শুরু কোনো তাত্ত্বিক ধারণা থেকে নয়; বরং আমাদের চারপাশের কিছু বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ থেকে। আমরা লক্ষ্য করি, জুমার সালাতে মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের এত বেশি সমাগম হয় যে অনেক সময় মসজিদের ভেতরে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বাইরে বা রাস্তায় কাতার করতে হয়। অথচ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে একই মসজিদে মুসল্লিদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আরও দেখা যায়, নিয়মিত মসজিদে আসেন এমন অনেক মুসল্লির মধ্যেও দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। গ্রামাঞ্চল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ সংকট আরও গভীর; অনেকেই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ভালোভাবে জানেন না; এমনকি কেউ কেউ কালেমাও শুদ্ধভাবে পড়তে পারেন না।

আরও একটি বিষয় আমাদের ভাবিয়ে তোলে তা হলো, আমাদের অধিকাংশ দাওয়াহ কার্যক্রম মসজিদ, ওয়াজ-মাহফিল ও প্রচলিত দ্বীনি আয়োজনকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। ফলে যারা আগে থেকেই এসব স্থানে আসেন, দাওয়াহ মূলত তাদের কাছেই পৌঁছায়। কিন্তু যারা মসজিদে নিয়মিত আসেন না, দ্বীনচর্চায় অনিয়মিত অথবা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, তাদের কাছে পরিকল্পিত ও কার্যকরভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্যোগ তুলনামূলকভাবে খুবই সীমিত।

এই বাস্তবতা থেকেই আমরা একটি জরিপ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিই। উদ্দেশ্য ছিল দাওয়াহর বর্তমান অবস্থা, মানুষের প্রত্যাশা, বিদ্যমান ঘাটতি এবং দাওয়াহর আওতার বাইরে থেকে যাওয়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ধারণা লাভ করা। এ জরিপে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৫৪৮ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে: বাংলাদেশে দাওয়াহ কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ এর শক্তি, সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনগুলো কীভাবে দেখছেন।

জরিপের ফলাফলে দাওয়াহ কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত ঘাটতি উঠে আসে। পাশাপাশি সমাজের এমন কিছু জনগোষ্ঠী চিহ্নিত হয়, যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অথবা যাদের কাছে কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক দাওয়াহ যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না।

এরপর জরিপে উঠে আসা সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধান খুঁজতে একাধিক অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি: দাওয়াহর বিদ্যমান ঘাটতিগুলো কীভাবে পূরণ করা যায়, উপেক্ষিত বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে কীভাবে কার্যকরভাবে পৌঁছানো যায়, এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি দাওয়াহ কৌশলের রূপরেখা কেমন হতে পারে।

কর্মশালাগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের বৈচিত্র্য। এতে অংশ নেন আলেম, দাঈ, গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, নারী প্রতিনিধি, পেশাজীবী এবং সাধারণ মানুষ। এর উদ্দেশ্য ছিল কোনো একটি বিশেষ শ্রেণির

দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও বাস্তবমুখী প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসা।

জরিপ, কর্মশালা ও বিভিন্ন পরামর্শ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, অভিজ্ঞতা ও সুপারিশগুলো একাধিক ধাপে পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের মাধ্যমে এই কৌশলগত রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই এটি কোনো একক ব্যক্তির মতামত নয়; বরং একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। ইন-শা-আল্লাহ, এটি দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, মসজিদ কর্তৃপক্ষ, আলেম-উলামা, দাঈ এবং দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত সকলের জন্য একটি নির্দেশিকা ও সহায়ক রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।

জরিপ পরিচালনা ও উত্তর বাছাই প্রক্রিয়া

জরিপটি ২০২৫ সালের জুলাই থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত Google Form-এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এটি উন্মুক্ত রাখা হয় এবং দাওয়াহ, সামাজিক ও পেশাজীবী বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জরিপের লিংক প্রচার করা হয়। মোট ৬০০টি উত্তর জমা পড়লেও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত ৫৪৮টি উত্তরই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সময়সীমা শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত ৫২টি উত্তর মূল বিশ্লেষণে রাখা হয়নি। প্রতিবেদনের সব পরিসংখ্যান, ভিন্নভাবে উল্লেখ না থাকলে, এই ৫৪৮টি বৈধ উত্তরের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপটি অনলাইন ও উন্মুক্ত অংশগ্রহণভিত্তিক হওয়ায় এটি বাংলাদেশের সব জেলা বা সব শ্রেণি-পেশার মানুষের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব করে না। এখানে "দেশব্যাপী" বলতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণকারী পাওয়াকে বোঝানো হয়েছে; এটি পরিসংখ্যানগতভাবে প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় নমুনার দাবি করে না।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও শতাংশ গণনার পদ্ধতি

জরিপের কিছু প্রশ্ন ছিল বহুনির্বাচনী, যেখানে উত্তরদাতারা একাধিক বিকল্প নির্বাচন করতে পেরেছেন। এ ধরনের প্রশ্নে প্রতিটি বিকল্পের শতাংশ মোট ৫৪৮ জন উত্তরদাতার ভিত্তিতে পৃথকভাবে হিসাব করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে প্রদর্শিত শতাংশগুলোর যোগফল ১০০ শতাংশের বেশি হতে পারে।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পদ্ধতি

জরিপটি Google Form-এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হয়েছে, যা উত্তরদাতাদের কাছে সহজে পৌঁছানো ও প্রাথমিক পরিসংখ্যান সংকলনে সহায়ক হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত, উন্মুক্ত মতামত ও কর্মশালার বিক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো, শ্রেণিবদ্ধ করা ও প্রতিবেদন-কাঠামোয় উপস্থাপনের কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-ভিত্তিক সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রযুক্তি এখানে সংকলন, বিন্যাস ও উপস্থাপনার গতি বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে; তবে বিষয়বস্তুর নির্বাচন, ব্যাখ্যা, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গবেষক ও সংশ্লিষ্ট আলেম-দাঈদের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত হয়েছে।

৪. জনমিতিক প্রোফাইল

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের জনমিতিক তথ্য: বয়স, লিঙ্গ, পেশা ও দ্বীনের সঙ্গে তাদের আত্ম-পরিচয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে ফলাফলের প্রেক্ষাপট এবং কোন জনগোষ্ঠীর মতামত এতে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে তা বোঝা যায়। মোট অংশগ্রহণকারী ৫৪৮ জন, যা দাওয়াহ-ভিত্তিক অনলাইন জরিপের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

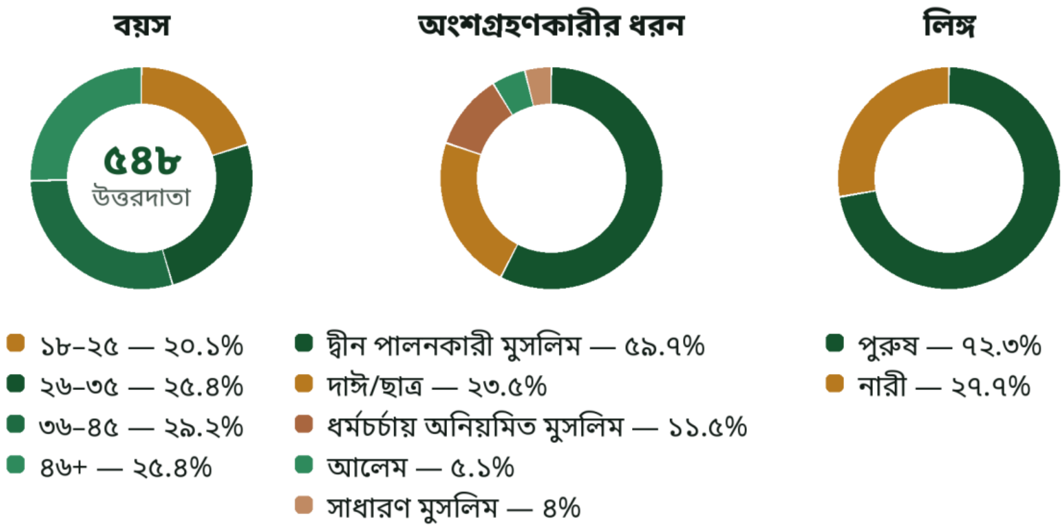

চিত্র ১: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বয়স, আত্ম-পরিচয় ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস (মোট ৫৪৮ জন)

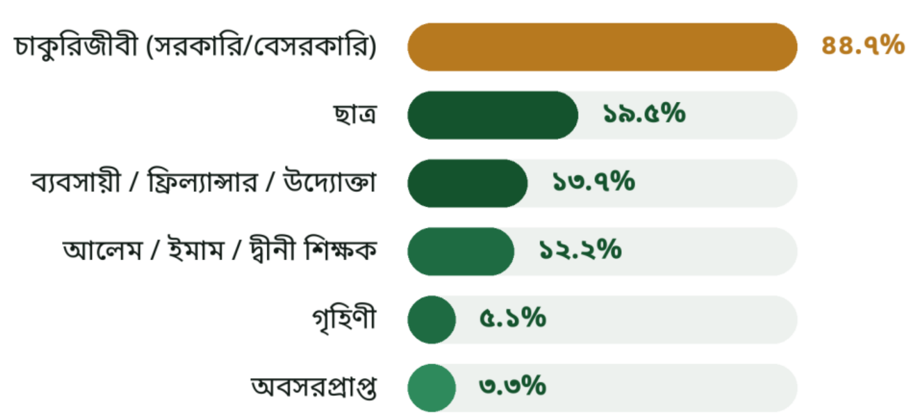

চিত্র ২: অংশগ্রহণকারীদের পেশাভিত্তিক বিভাজন

এই তথ্যসমূহ ইঙ্গিত করে, অংশগ্রহণকারীদের একটি বড় অংশ দ্বীনের ব্যাপারে সচেতন ও অনুশীলনকারী। তবে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম (২৭.৭%), যা দাওয়াহ কার্যক্রমে নারী-কেন্দ্রিক পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

৫. দাওয়াহর বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণ এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দাওয়াহ কার্যক্রমের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।

৫.১ সাধারণ মানুষ ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণ

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ৮টি কারণের মধ্যে ৩টি প্রধান কারণ বাছাই করতে বলা হয়েছিল। ৫টি কারণকে প্রায় অর্ধেক বা তার বেশি অংশগ্রহণকারী প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—এর মধ্যে ৩টি রাষ্ট্রীয় কাঠামো-সংশ্লিষ্ট, ১টি দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট ও ১টি মাদ্রাসা-সংশ্লিষ্ট।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত সমস্যা

১. জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি শিক্ষার অপ্রতুলতা - ৭৫%

২. সেক্যুলার মিডিয়া ও বিনোদনের প্রভাব - ৫৭%

৩. সেক্যুলারিজমে আক্রান্ত সমাজ ও রাজনৈতিক চাপ - ৪৬%

দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট

৪. খুতবা ও ওয়াজের বাইরে পর্যাপ্ত দাওয়াতি কার্যক্রম না থাকা - ৫০%

মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট

৫. মাদ্রাসাগুলো প্রকৃত মুসলিম তৈরি করতে না পারা - ৪৫%

চিত্র ৩: সাধারণ মানুষের ইসলাম থেকে দূরে থাকার শীর্ষ কারণসমূহ

জরিপের ফলাফলে স্পষ্ট, মুসলিমদের ইসলাম থেকে বিচ্যুতির মূল কারণ ব্যক্তিগত নয়, বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক প্রভাব ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতায় গভীরভাবে প্রোথিত। রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায়

ইসলামি মূল্যবোধের সীমিত উপস্থিতির কারণে নতুন প্রজন্মের চিন্তা ও চরিত্র গঠনে দ্বীনের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে মিডিয়া ও সংস্কৃতির একটি বড় অংশ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদী জীবনধারার দিকে প্রভাবিত করছে। অন্যদিকে রাজনীতি ও প্রশাসনে সেক্যুলার চিন্তার প্রাধান্য অনেক ক্ষেত্রে ইসলামি চিন্তাচর্চাকে মূলধারা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এবং কখনো কখনো সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার পরিবেশ তৈরি করছে।

অন্যদিকে দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোও জনগণের পরিবর্তিত বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্ব বুঝে কার্যকর রূপরেখা দাঁড় করাতে পারেনি; ফলে দাওয়াহ অনেক ক্ষেত্রে ওয়াজ-মাহফিল ও প্রচলিত আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। মাদ্রাসাগুলোও প্রকৃত মুসলিম গঠনে সামগ্রিকভাবে সফল হতে না পারায় এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করছে যারা জীবিকার প্রতিযোগিতায় আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে কখনো দ্বীনের ক্ষেত্রে ছাড় দিচ্ছে, কখনো সমাজে প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই ইসলামবিমুখতার মূল কারণ যদি কাঠামোগত হয়, দাওয়াহকেও হতে হবে কাঠামোগত, যুগোপযোগী ও জনগণের মনস্তত্ত্বে প্রবেশে সক্ষম।

৫.২ দাওয়াহর অপূর্ণ মানচিত্র: সেগমেন্টেশন ও অগ্রাধিকারের ঘাটতি

> **৯০%** অংশগ্রহণকারী একমত: যারা দ্বীন ও সালাতবিমুখ, মসজিদ বা দাওয়াহ মাহফিলে আসে না, তাদের ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে বর্তমান দাওয়াহ প্রচেষ্টা সবচেয়ে দুর্বল বা কার্যত ব্যর্থ।

বাংলাদেশের দাওয়াহ অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে: দাওয়াহ মূলত তাদের কাছেই বেশি পৌঁছায়, যারা আগে থেকেই কোনো না কোনোভাবে দ্বীনের সঙ্গে যুক্ত। অথচ যারা সালাত থেকে দূরে, মসজিদে আসেন না বা ইসলামকে নিজের জীবনের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করেন না, তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আলাদা কৌশল ও পরিকল্পিত উদ্যোগ খুবই সীমিত।

এটি শুধু বাস্তবায়নের দুর্বলতা নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা। এর ফলাফল, মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বৃহৎ জনগোষ্ঠী এখন দ্বীন থেকে দূরে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কোনো সেগমেন্টেশন ও অগ্রাধিকার ছাড়া গতানুগতিক মডেলে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি ৬৫.৯% উত্তরদাতা মনে করেন, ধার্মিক মুসলিমদের জন্য দাওয়াতের আয়োজনও যথাযথ নয় এবং সেখানে উন্নতির সুযোগ আছে। অর্থাৎ দাওয়াহ আজ দুদিক থেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট। একদিকে দ্বীন থেকে দূরে থাকা মানুষের জন্য কার্যকর আহ্বান নেই, অন্যদিকে দ্বীনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সাহাবায়ে কেরামের মতো ঈমান, আখলাক ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ার উদ্যোগও দুর্বল।

৫.৩ দাওয়াহর উপেক্ষিত শ্রেণি ও প্রান্তচ্যুত মুসলিম সমাজ

জরিপে বাংলাদেশের দাওয়াহ অঙ্গনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উঠে এসেছে। বর্তমানে দাওয়াহ একটি অসম মানচিত্রে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে কিছু শ্রেণিকে বারবার আহ্বান জানানো হচ্ছে, আর কিছু শ্রেণি চিরকালই পরিকল্পনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। উত্তরদাতাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীগুলো হলো:

চিত্র ৪: দাওয়াহ কার্যক্রমে সবচেয়ে উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী

এই তিনটি শীর্ষ শ্রেণিই সামাজিক ও চিন্তাগতভাবে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে, অথচ বর্তমান দাওয়াহ প্রচেষ্টাগুলো তাদের দিকে সবচেয়ে কম মনোযোগ দিচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের বয়সেই বিশ্বাস, পরিচয় ও জীবনের মানদণ্ড গড়ে ওঠে। এই স্তরে ইসলামের সৌন্দর্য না পৌঁছালে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 'নামে মুসলিম' হয়েও সংশয়বাদী হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক শিক্ষিত তরুণরা প্রশ্ন ও মুক্তচিন্তার জগতে বেড়ে উঠছে, অথচ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রশ্নকে ভয় পায়; ফলে তারা ইউটিউব ও পশ্চিমা ন্যারেটিভের হাতে হারিয়ে যায়। অন্যদিকে গ্রামীণ দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষ দাওয়াহর জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি জনগোষ্ঠী, যদি তাদের বাস্তবতা বুঝে পরিকল্পিতভাবে তাদের কাছে পৌঁছানো যায়।

৫.৪ অগ্রাধিকারের বিপর্যয়: কাঠামো নির্মাণে ব্যস্ত, চিন্তা গঠনে উদাসীন

> **৯৪%** উত্তরদাতা মনে করেছেন, দাওয়াহ খাতে সম্পদ ব্যবহারে গুরুতর ভারসাম্যহীনতা রয়েছে, কারণ দাওয়াহর অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হয় স্থাপনা নির্মাণে (মসজিদ, মাদ্রাসা), অথচ চিন্তা, গবেষণা ও কনটেন্টে বিনিয়োগ খুবই কম। মাত্র ২% এতে বিরুদ্ধমত পোষণ করেছেন।

এটি একটি ভুল অগ্রাধিকারের প্রতিচ্ছবি। আজকের দাওয়াহর প্রধান লড়াই চিন্তা, ভাষা ও মিডিয়ার অঙ্গনে, কিন্তু সেই ফ্রন্টে আমরা দুর্বল। ফলাফল: মসজিদ হচ্ছে আড়ম্বরপূর্ণ স্থাপনা, কিন্তু ঈমান থেকে যাচ্ছে ঠুনকো; যত্রতত্র মাদ্রাসা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধি তৈরি হচ্ছে না।

৫.৫ কৌশলগত চ্যালেঞ্জ

জরিপের ভিত্তিতে দাওয়াহর সবচেয়ে বড় কৌশলগত ও কনটেন্ট-সম্পর্কিত চারটি চ্যালেঞ্জ:

১. সাধারণ মানুষের সঙ্গে কার্যকরভাবে সংযোগে সক্ষম দক্ষ ও প্রশিক্ষিত দাঈর অভাব (৬৮.৮%), আধুনিক জ্ঞান ও সামাজিক সচেতনতার ঘাটতি দাওয়াহকে দুর্বল করছে।
২. রাসূল ﷺ-এর আদর্শ অনুযায়ী সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে দ্বীনের সৌন্দর্য প্রচারের ঘাটতি (৬৮.৮%); সেবা, সহমর্মিতা ও মানবিক কাজ দাওয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও তা আজ অনেকাংশে অনুপস্থিত।
৩. দাওয়াহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা ও জাতীয় কৌশলের অভাব (৬৩.৫%), যা দাওয়াহকে অগোছালো ও বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমে পরিণত করছে।
৪. আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে সংযোগে সক্ষম দাঈর অভাব (৫৯.৫%), বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধুনিক চিন্তার ঘাটতিতে শিক্ষিত শ্রেণির প্রশ্নের সমাধান দেওয়া যাচ্ছে না।

চিত্র ৫: দাওয়াহর প্রধান কৌশলগত ও কনটেন্ট-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ

সারকথা, দাওয়াহর প্রধান দুর্বলতা কৌশলগত ও ধারণাগত। তাই কার্যকর দাওয়াহর জন্য প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন, যেখানে দাওয়াহ কেবল বক্তব্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং মানুষের বাস্তব জীবন, প্রশ্ন ও চাহিদার সঙ্গে ইসলামের দিকনির্দেশনাকে অর্থবহভাবে যুক্ত করবে।

৫.৬ নাস্তিকতা ও ধর্মবিমুখতা মোকাবিলায় দুর্বলতা

> **৫৯%** উত্তরদাতা মনে করেন বর্তমান দাওয়াহ প্রচেষ্টা নাস্তিকতা ও ধর্মবিমুখতা মোকাবিলায় দুর্বল; মাত্র ৬% মনে করেন তা “খুব ভালোভাবে” মোকাবিলা করতে পারছে।

আজকের যুক্তিভিত্তিক যুগে দাওয়াহ কনটেন্ট ও কৌশলে বড় ফাঁক রয়েছে। তরুণ সমাজ যুক্তি, প্রজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা চায়, কিন্তু দাওয়াহ এখনও অনেকটা আবেগনির্ভর ও গতানুগতিক। একই রিসোর্স দিয়ে দ্বীনের উচ্চতর শিক্ষা ও নাস্তিকতা মোকাবিলার চেষ্টা হচ্ছে, অথচ এগুলো ভিন্ন ক্ষেত্র। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে সংশয়-নিরসনে আলাদা শাখা, দক্ষ স্কলার বা মানসম্মত কনটেন্ট নেই, ফলে অপ্রস্তুত তরুণরা নাস্তিক্যবাদী যুক্তিতে সহজেই বিভ্রান্ত হচ্ছে।

৬. দাওয়াহর নেতৃত্বসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

উলামাগণ জাতির দিকনির্দেশক, দ্বীনের ব্যাখ্যাকারী এবং সমাজের নৈতিক অভিভাবক। তবে মানুষ তাঁদের ভূমিকা ও কার্যকারিতাকে কীভাবে দেখছে, তা জানতে হলে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার দিকে তাকানো জরুরি। কারণ দাওয়াহর প্রধান গ্রহণকারী তারাই। দাওয়াহ তখনই সফল হয়, যখন তা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে, চিন্তায় প্রভাব ফেলে এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। এই অংশে উলামা-সমাজের গুণাবলি, কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উপলব্ধি তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রশংসা বা সমালোচনা নয়; বরং আত্মপর্যালোচনা, উন্নতির সুযোগ চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতের জন্য বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশ খুঁজে বের করা।

৬.১ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রোল-মডেল সংকট

> **৭৩%** উত্তরদাতা মনে করেন অধিকাংশ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে দেখে সাধারণ বা দ্বীনবিমুখ মানুষ দ্বীনের পথে আসার আগ্রহ অনুভব করে না; এর মধ্যে ১০% মনে করেন মানুষ বরং দূরে সরে যায়।

এই ফলাফল সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'রোল-মডেল' কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে; চরিত্রমাধুর্য, আচরণ ও আধুনিক সমাজের সঙ্গে সংযোগের ঘাটতি দাওয়াহর ভিত্তিকেই দুর্বল করছে। রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের দাওয়াহ কেবল ভাষণ ছিল না, ছিল চরিত্র, বিশ্বাসযোগ্যতা, নিরহংকার জীবন ও আত্মত্যাগ। তাই দাওয়াহর সফলতায় কেবল কনটেন্ট বা কৌশল নয়, দাঈদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকার উন্নয়নও অপরিহার্য।

৬.২ দাওয়াহ নেতৃত্বের মানসিক ও বাস্তব সংকট

উত্তরদাতাদের মতে দাওয়াহর নেতৃত্বসংক্রান্ত প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো:

1. দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানের ভারসাম্যপূর্ণ দাঈর অভাব (৬৬%); দ্বীনের ভাষায় পারদর্শী হলেও অনেকে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও নতুন প্রজন্মের জীবনের ভাষা বোঝেন না।
2. উলামাদের মধ্যে দলাদলি ও বিদ্বেষ (৬৩%); বিভেদে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়, ইসলামের শত্রুরা সুযোগ পায় এবং দাওয়াহর শক্তি কমে।
3. ভুল দেখলে আন্তরিক সংশোধনের বদলে বিদআতি/খারেজী/মুশরিক ট্যাগ দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া (৬১%); এতে সংশোধনের সম্ভাবনা শেষ হয় এবং দাওয়াহ উল্টো মানুষকে দূরে সরায়।
4. মাদ্রাসা-শিক্ষিত আলেমদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার দূরত্ব (৫৭%); বাস্তব জীবনের সমস্যা ও ভাষার ব্যবধান দাওয়াহকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে।

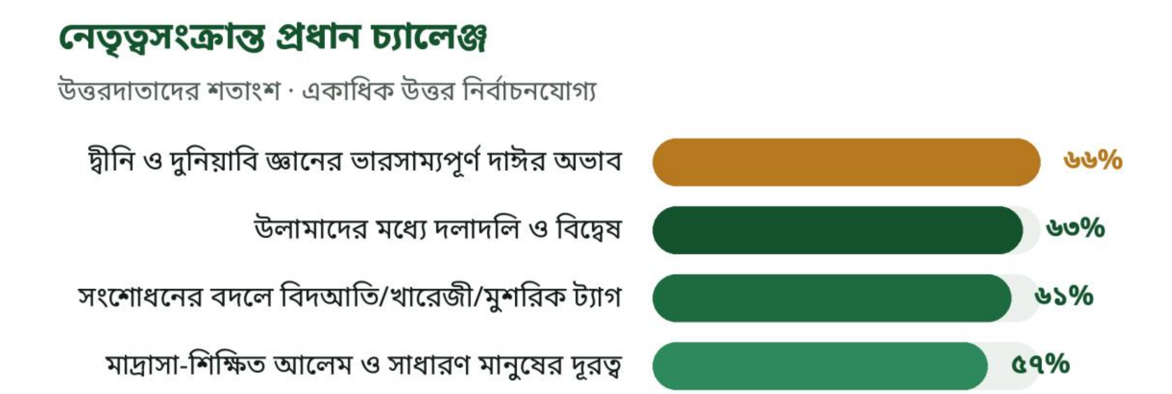

চিত্র ৬: দাওয়াহর নেতৃত্বসংক্রান্ত প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

৬.৩ আলেমদের কোন গুণাবলিকে মানুষ সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়

কোন গুণাবলিসম্পন্ন আলেমগণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন: জরিপে উঠে আসা শীর্ষ গুণাবলি

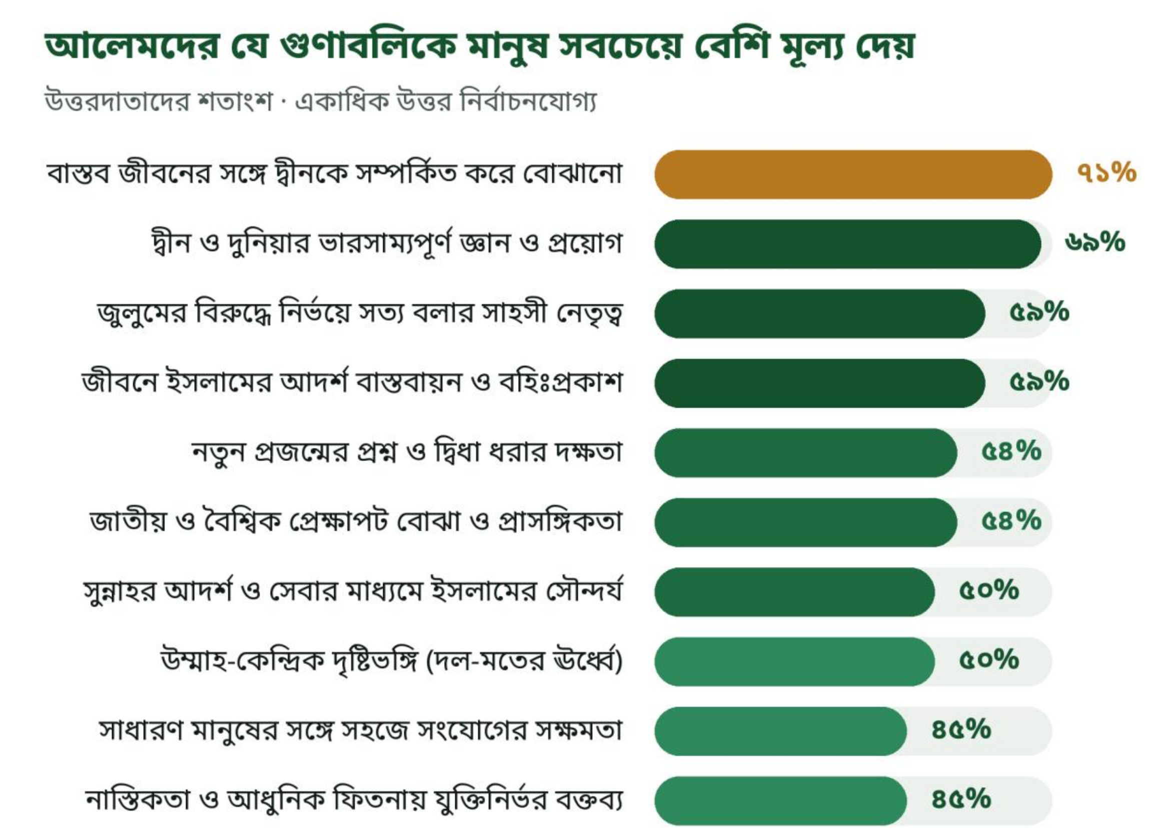

চিত্র ৭: সমাজ পরিবর্তনে সক্ষম আলেমের জন্য মানুষের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি

এই ফলাফল কেবল পরিসংখ্যান নয়, মানুষ আলেম-দাঈর কাছে কী প্রত্যাশা করে তারই প্রতিফলন। উল্লেখযোগ্য যে, "শুধু দ্বীনের তাত্ত্বিক জ্ঞানই যথেষ্ট" এই বিকল্পটি বেছেছেন মাত্র ৩.৮% উত্তরদাতা। বিপরীতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বেছেছেন উপস্থাপন কৌশল, দ্বীন-দুনিয়ার ভারসাম্যবোধ এবং প্রায়োগিক ও চারিত্রিক গুণাবলি, যা স্পষ্ট করে, মানুষ আলেমের কাছে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব প্রজ্ঞা ও সমাজ-সংশ্লিষ্টতাও প্রত্যাশা করে।

৬.৪ বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ, অথচ নেতৃত্বহীন উম্মাহ

> উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ মনে করেন উলামায়ে কেরাম ইসলামোফোবিয়া, সেক্যুলারিজম ও নাস্তিক্যবাদের মতো জটিল বিষয়ে এখনও পূর্ণ প্রস্তুত নন, তাদের মধ্যে **৪৫.৯%** বলেছেন "প্রধানত অপ্রস্তুত, দক্ষতার উন্নতি প্রয়োজন" এবং **৪৪.৬%** বলেছেন "কিছুটা প্রস্তুত, তবে আরও প্রশিক্ষণ ও বাস্তব জ্ঞান প্রয়োজন"।

আজকের ফিতনাহ এসেছে নতুন রূপে: বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন, ন্যারেটিভ নির্মাণ ও চিন্তা দখলের যুদ্ধে। এই যুদ্ধ মিম্বারের চেয়ে মিডিয়ায়, মাঠের চেয়ে মগজে। এই ঘাটতি পূরণ না হলে উম্মাহর নেতৃত্বের মঞ্চ অন্য কেউ দখল করে নেবে, আর উলামা সমাজ ক্রমে বক্তৃতা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবেন।

৬.৫ চাহিদা ও প্রস্তুতির ব্যবধান

দাওয়াহকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্ম থেকে যে রিসোর্স দরকার বলে মানুষ মনে করেন, আর বাস্তবে যা তৈরি হচ্ছে, এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট অমিল:

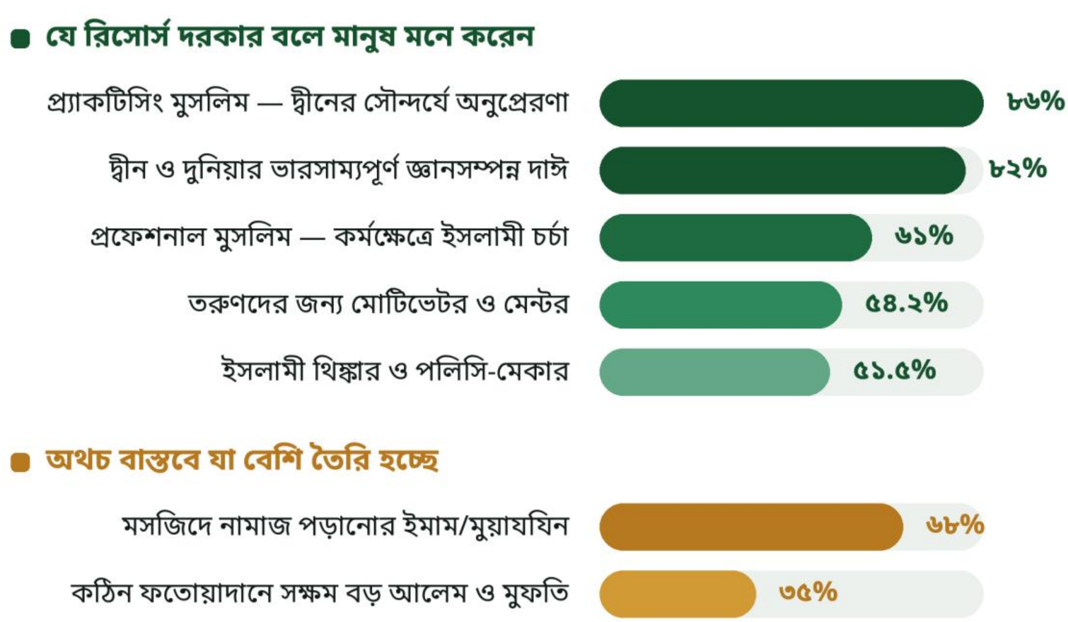

চিত্র ৮: নতুন প্রজন্ম থেকে কাঙ্ক্ষিত রিসোর্স বনাম বাস্তবে যা তৈরি হচ্ছে

প্রায় ৮৮% উত্তরদাতা, নতুন প্রজন্ম থেকে বেশি তৈরি করা প্রয়োজন এমন রিসোর্স হিসেবে বড় আলেম-মুফতি বা ইমাম-মুয়াজ্জিনকে নির্বাচন করেননি, অথচ এটাই বর্তমানে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি তৈরি করছে। অন্যদিকে যে রিসোর্সগুলো বর্তমান বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মানুষ মনে করেন, সে ধরনের রিসোর্স তৈরির উদ্যোগ খুবই অপ্রতুল। চাহিদা ও বাস্তবতার এই তীব্র ব্যবধান প্রমাণ করে, প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় রিসোর্স তৈরি করছে না। এই ব্যবধান দূর না হলে দাওয়াহ আরও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে পারে।

৬.৬ হক বললেই হবে না, হককে পৌঁছাতে জানতে হবে

> **৯৭%** উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাভাষী আলেমদের আধুনিক প্রশিক্ষণ (কমিউনিকেশন স্কিল, আধুনিক উপস্থাপনা, অডিয়েন্স এনগেজমেন্ট ইত্যাদি) প্রয়োজন; ৭৮% একে আবশ্যক মনে করেন।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বাণী শুধু সত্য হলেই যথেষ্ট নয়, কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত শ্রেণি উপস্থাপনার ভাষা ও গুণে অভ্যস্ত। তাই দাওয়াহ অঙ্গনে পেশাদারিত্ব ও প্রশিক্ষণ অপরিহার্য, হক কথা বলার পাশাপাশি হককে দক্ষ ও প্রভাবশালীভাবে উপস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন সময়ের দাবি।

৬.৭ ইসলামি নেতৃত্ব: বিচ্ছিন্ন এক শ্রেণি, নাকি উম্মাহর পথপ্রদর্শক?

আলেমগণ কি মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের বাইরেও স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো খাতে সক্রিয়, এ প্রশ্নে মাত্র ৭.৭% মনে করেন তাঁরা সক্রিয়; ৪৭.৯% মনে করেন কম বা সীমিতভাবে সক্রিয়; ৩৯.৩% মনে করেন মোটেও সক্রিয় নন। ৫.১% মন্তব্য করেননি। এই পরিসংখ্যান দেখায়, সামাজিক নেতৃত্বে আলেমদের প্রভাব ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। ইসলাম কেবল কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান; সমাজ, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তায় আলেমদের কার্যকর উপস্থিতি না থাকলে ইসলামের দিকনির্দেশনা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হবে না। তাই আলেমদের প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি ও দায়িত্বের পরিধি পুনঃনির্ধারণের এখনই সময়।

৭. দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা

৭.১ সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক দাওয়াহর প্রধান দুর্বলতা?

উত্তরদাতাদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচালিত দাওয়াহ কার্যক্রমে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা রয়েছে:

১. দাওয়াহর চেয়ে একে অপরকে দোষারোপেই বেশি মনোযোগ (৫৯%)।

২. সমসাময়িক ইস্যুতে প্রাসঙ্গিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াহর অভাব (৫৮%)।

৩. এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে পরাজিত ও অপমান করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় (৫৫%)।

৪. বিভিন্ন সেগমেন্টকে টার্গেট করে আলাদা কনটেন্ট না থাকা (৪৮%)।

৫. কনস্ট্রাকশনে প্রচুর ব্যয় হলেও মানসম্মত কনটেন্টে বিনিয়োগের অভাব (৪৫%)।

৬. প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়হীনতায় অনেক বিষয়ে কনটেন্ট না থাকা (৪৫%)।

৭. প্রফেশনাল কনটেন্ট ক্রিয়েশনের ঘাটতি (৪০%)।

পারস্পরিক বিরোধ ও বিভাজনের এই সংস্কৃতি দাওয়াহর পরিবেশকে আস্থা, ভালোবাসা ও হিকমাহর পরিসর থেকে সংঘাত ও তিক্ততার দিকে নিয়ে যায়। ফলে একজন অনুসন্ধানী মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য ও দিকনির্দেশনার আগে মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই বেশি দেখতে পায়।

অন্যদিকে ইসলামবিরোধী ন্যারেটিভ, সেক্যুলার-লিবারেল চিন্তাধারা ও নাস্তিক্যবাদ সুসংগঠিত কৌশল, আধুনিক ভাষা এবং পেশাদার কনটেন্টের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাজগতে প্রভাব বিস্তার করছে। তাই এই বিভাজন ও সমন্বয়হীনতা দূর করা না গেলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়াভিত্তিক দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা আরও গভীর হতে পারে।

৭.২ দাওয়াহ কনটেন্ট কি তরুণদের বাস্তবতা বোঝে?

> **৭৪%** উত্তরদাতা মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়া ও বিনোদনের আসক্তি তরুণদের দাওয়াহ গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে; ৬৫% মনে করেন শিক্ষিত তরুণদের সঙ্গে আলেমদের চিন্তাধারার মিল নেই; ৫২% মনে করেন দ্বীনি কনটেন্ট তাদের জীবনের সঙ্গে সংযোগ তৈরিতে ব্যর্থ।

আজকের তরুণরা প্রযুক্তিনির্ভর, প্রশ্নপ্রবণ এবং বিপুল তথ্যের মধ্যে বেড়ে উঠছে। তারা ইসলামকে জানতে চায় যুক্তি, প্রাসঙ্গিকতা ও জীবনঘনিষ্ঠ ভাষায়। কিন্তু অনেক দাঈ এখনো প্রচলিত ও একমুখী পদ্ধতিতে কথা বলেন। ফলে তরুণদের একটি অংশ উত্তর খুঁজতে ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার, মোটিভেশনাল স্পিকার ও লাইফ কোচদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বর্তমান দাওয়াহ কনটেন্টের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো, এটি প্রায়ই বলে, "কী করা উচিত", কিন্তু তরুণরা বাস্তবে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কী নিয়ে সংগ্রাম করছে বা কী প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, তা

যথেষ্টভাবে শোনে না। এই যোগাযোগের দূরত্ব কমানো না গেলে একটি প্রজন্ম শুধু দ্বীন থেকে দূরে নয়, বরং ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে।

এ ছাড়া ৪৫% উত্তরদাতা মনে করেন, অনেক দাঈর নেতৃত্বদক্ষতা, সহমর্মিতা ও কোমল আচরণের ঘাটতি তরুণদের সঙ্গে মানসিক সংযোগ তৈরিতে বাধা দেয়।

৭.৩ উম্মাহর সবচেয়ে বড় ফিতনাহ: প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয়

জরিপের ভিত্তিতে শীর্ষ উদ্বেগজনক ফিতনাহসমূহ:

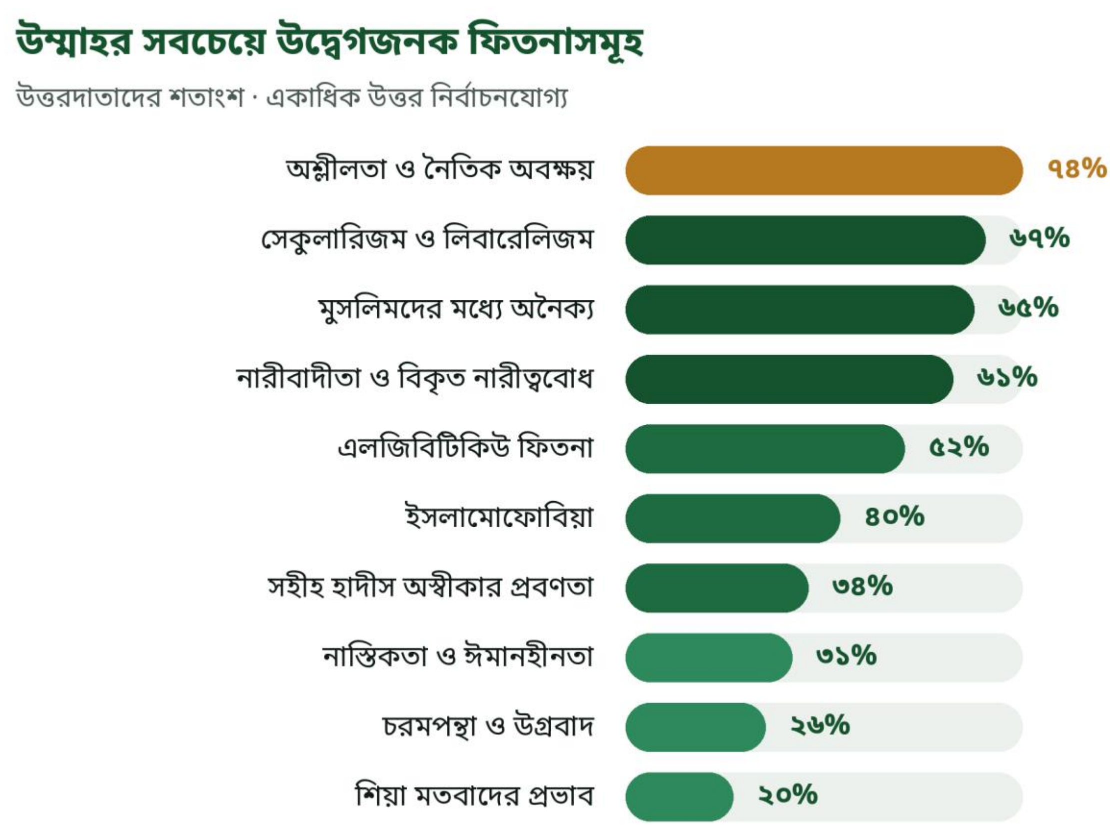

চিত্র ৯: উম্মাহর জন্য সবচেয়ে উদ্বেগজনক ফিতনাহসমূহ

সবচেয়ে বেশি মানুষ মনে করেন অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয় ভয়াবহ হারে বিস্তার লাভ করছে, অথচ এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেই। সেক্যুলার-লিবারেল প্রভাব শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে ধর্মহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে; অনৈক্য দাওয়াহকে দুর্বল করে শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে; নারীবাদ ও এলজিবিটিকিউ প্রবণতা পরিবার-কাঠামোয় ভারসাম্যহীনতা আনছে। প্রতিটি ফিতনাহকে নির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক কৌশলে মোকাবিলায় ফিতনাহ-ভিত্তিক ও সেগমেন্টেড কর্মপরিকল্পনা এখন জরুরি।

৭.৪ আগামী পাঁচ বছর: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য দাওয়াহ কৌশল

ইসলাম থেকে দূরে থাকা সাধারণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আগামী পাঁচ বছরে দাওয়াহ কীভাবে বদলানো উচিত বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন:

চিত্র ১০: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আগামী পাঁচ বছরে প্রস্তাবিত দাওয়াহ রূপান্তর

উল্লেখযোগ্য যে, বেশি ওয়াজ-মাহফিল এবং মাদ্রাসা-মসজিদ নির্মাণকে মাত্র ৩% উত্তরদাতা বর্তমান বাস্তবতায় আগামী পাঁচ বছরের প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং বাকি ৯৭% উত্তরদাতা এটিকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেননি। অথচ বাস্তবে দাওয়াহর সিংহভাগ সম্পদ এখনো এখানেই ব্যয় হচ্ছে। এটি বর্তমান দাওয়াহ কার্যক্রমের অগ্রাধিকার ও মানুষের প্রত্যাশার মধ্যে একটি বড় ব্যবধানের ইঙ্গিত দেয়।

৭.৫ মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে একতার প্রয়োজনীয়তা

> **৯৫%** - পুরো জরিপে সর্বোচ্চ সমর্থনপ্রাপ্ত প্রস্তাব। মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে (নিরাপত্তা, ইসলামোফোবিয়া, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন, এলজিবিটিকিউ ফিতনাহ, অশ্লীলতা প্রভৃতি ইস্যুতে) ন্যূনতম ঐক্যের পক্ষে মত দিয়েছেন ৯৫% উত্তরদাতা; এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন মাত্র ০.৪% উত্তরদাতা, অর্থাৎ ১% মানুষও বিরোধিতা করেননি।

প্রশ্নটি ছিলো: ২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের পরে দেশে যখন কোন পুলিশ ছিলো না, তখন পাড়ায় মহল্লায় সবাই পাহারা বসিয়েছিলো, সকলের নিরাপত্তার জন্য। সেখানে বিভিন্ন ভাবধারার মুসলিমগণ বৃহত্তর স্বার্থে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলো এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিপদটাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলাম।

বর্তমান বাস্তবতায় যখন মুসলিমদের বিভিন্ন গ্রুপ বিভেদ ও কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত হচ্ছে, তখন মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে অন্ততপক্ষে উপরের উদাহরণের মত একসাথে কাজ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কি? যেমন, বাংলাদেশের মুসলিমদের নিরাপত্তা ইস্যুতে, বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইত্যাদি।

এই বাস্তব উদাহরণের আলোকেই অভাবনীয় ঐক্যমত্য এসেছে। এখানে “ঐক্য” বলতে কোনো আকীদাহগত, মাযহাবগত বা মানহাজগত আপস বোঝানো হয়নি; বরং ইসলামের সাধারণ স্বার্থ, মুসলিমদের নিরাপত্তা ও যৌথ হুমকির ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর্মসমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে বোঝানো হয়েছে, বিশেষ করে যখন এই বিভেদের সুযোগে ইসলামের শত্রুরা মুসলিম পরিবারের সন্তানদের ঈমান চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই মুসলিম ভূখণ্ডের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন এখন সবার সামনে, আমাদের উলামা, নেতৃবৃন্দ ও অগ্রজগণ কি এই আহ্বানে সাড়া দেবেন, নাকি আবারও বিদ্বেষের চক্রে উম্মাহকে নিঃশেষ হতে দেখব?

৮. দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা

৮.১ মাদ্রাসাগুলো কেন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল হতে পারছে না?

ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধি ও সমাজে প্রভাব রাখতে সক্ষম মুসলিম তৈরিতে মাদ্রাসাগুলোর কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল হতে না পারার প্রধান কারণ:

১. শিক্ষকদের আখলাক ও রোল-মডেল না হওয়া (৬৮%)।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা রাসূল ﷺ-এর যুগের মতো জীবন্ত ও প্রায়োগিক না হওয়া (৬৭%)।

৩. মার্কস-সার্টিফিকেট দ্বীন পালনের চেয়ে মুখ্য হয়ে যাওয়া (৬০%)।

৪. নৈতিক পরিবেশের ঘাটতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড রোধে ব্যর্থতা (৫২%)।

যেখানে মাদ্রাসা হওয়ার কথা ছিল রাসূল ﷺ-এর জীবন্ত আদর্শের প্রতিচ্ছবি, সেখানে অনেক প্রতিষ্ঠান মার্কশিট ও সার্টিফিকেট-ভিত্তিক সিস্টেমে পরিণত হয়েছে, যা চরিত্র নয় পেশা উৎপাদনে ব্যস্ত। দ্বীনের শিক্ষায় নৈতিকতা সবচেয়ে শক্ত ভিত্তি হওয়ার কথা, অথচ ৫২% মানুষ মনে করেন মাদ্রাসা নৈতিক পরিবেশ গড়তে সফল নয়। মাদ্রাসার পরিশুদ্ধি কেবল সংস্কারের বিষয় নয়, এটি উম্মাহর ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রশ্ন।

৮.২ মাদ্রাসা কি জাতির হাল ধরার নেতৃত্ব তৈরি করতে পারছে?

> মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এমন নেতৃত্ব তৈরিতে কতটা সফল, যাঁরা ফতোয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তায় দেশের হাল ধরতে পারেন, এ প্রশ্নে **৬৪.১%** মনে করেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ, **২৫.১%** মনে করেন আংশিক সক্ষম। এর বিপরীতে মাত্র **৩%** মনে করেন সফল এবং **৭.৮%** মন্তব্য করেননি।

আজ দ্বীনি শিক্ষা যেন এক আত্মনির্বাসিত দ্বীপে বন্দি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন। ইসলামিক জ্ঞান আছে, কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের জ্ঞানের দৌড়ে পিছিয়ে। এই শূন্যতা পূরণ না হলে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোই চিন্তা, নীতিনির্ধারণ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্র পূরণ করবে, আর ইসলামকে কেবল আধ্যাত্মিক রুটিনে আবদ্ধ করে ফেলা হবে, যা রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

৯. জরিপের সীমাবদ্ধতা

এই জরিপের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিলেও কিছু সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা প্রয়োজন:

১. অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ দ্বীনপ্রবণ, শিক্ষিত ও অনলাইন-সচেতন হওয়ায় প্রান্তিক, প্রযুক্তিবিমুখ এবং দ্বীনচর্চায় অনিয়মিত জনগোষ্ঠীর মতামত তুলনামূলকভাবে কম প্রতিফলিত হয়েছে।

২. নারী অংশগ্রহণ প্রায় ২৭.৭% হওয়ায় তাঁদের দাওয়াহ-চাহিদা ও চ্যালেঞ্জের প্রতিফলন তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল।

৩. জরিপটি বাংলা ভাষায় এবং অনলাইনে পরিচালিত হওয়ায় প্রযুক্তির বাইরে থাকা ও বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দ নন-এমন ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়েছে।

৪. স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে দাওয়াহ-সচেতন ও আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হতে পারে।

৫. অধিকাংশ প্রশ্ন মাল্টিপল চয়েস ও স্কেলভিত্তিক হওয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিস্তারিত মতামত গভীরভাবে উঠে আসার সুযোগ সীমিত ছিল।

৬. উপাত্ত সংকলন ও বিন্যাসে প্রযুক্তিগত সহায়তা নেওয়া হলেও প্রতিটি ব্যাখ্যা, শারঈ মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত মানবিক তত্ত্বাবধানে যাচাই করা হয়েছে; ফলে প্রযুক্তির ভূমিকা ছিল সহায়ক, নির্ধারক নয়।

৭. যেহেতু জরিপটি সম্ভাবনা-ভিত্তিক নমুনায়ন নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত অংশগ্রহণভিত্তিক, তাই আনুষ্ঠানিক ত্রুটি-সীমা (margin of error) নির্ণয় করা যায় না এবং কয়েক শতাংশ বিন্দুর পার্থক্যকে অর্থবহ ব্যবধান হিসেবে ধরা উচিত নয়।

তাই এই ফলাফলকে চূড়ান্ত নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক চিত্র হিসেবে গ্রহণ করা উচিত; মাঠপর্যায়ের মতামত, নারী ও তরুণদের পৃথক ইনপুট এবং শারঈ যাচাইয়ের ভিত্তিতে এটি নিয়মিত হালনাগাদযোগ্য।

উপসংহার

জরিপের ফলাফল থেকে গভীর ও স্পষ্ট যে বার্তাটি পাওয়া যায়, তা হলো বাংলাদেশের ইসলামি দাওয়াহ কার্যক্রম বর্তমানে একটি গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সংকট কেবল কৌশল বা কনটেন্টের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে চিন্তাধারা, নেতৃত্ব, দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ঘাটতিও গভীরভাবে যুক্ত। তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদনের দিকে ঝুঁকছে এবং গতানুগতিক দাওয়াহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আলেমদের জন্য আধুনিক যোগাযোগ দক্ষতা, প্রাসঙ্গিক কনটেন্ট ও বাস্তবমুখী নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এই পরিবর্তন ছাড়া দাওয়াহ একটি নির্দিষ্ট বয়সের গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, যা উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। এই জরিপ-পর্যালোচনার ভিত্তিতেই দ্বিতীয় খণ্ডে ঘাটতিগুলো পূরণের সুনির্দিষ্ট করণীয় ও আদর্শ মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: কৌশলগত রূপরেখা ও সুপারিশমালা

এই কৌশলপত্র সম্পর্কে ও কীভাবে পড়বেন

এই কৌশলপত্রটি একটি উন্মুক্ত, সাধারণ রূপরেখা; কোনো একক সংস্থার বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন-পরিকল্পনা নয়। এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোনো প্রকল্প পরিচালনা নয়, বরং দাওয়াহ ময়দানের ঘাটতিগুলো এবং সেগুলো পূরণের সম্ভাব্য পথ সবার সামনে তুলে ধরা। দেশের যেকোনো দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, মসজিদ, সংগঠন, দাঈগণ, আলেম সমাজ কিংবা আগ্রহী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য, অগ্রাধিকার ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এর যে অংশ প্রাসঙ্গিক মনে করবেন, তা স্বাধীনভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

এই কারণে কৌশলপত্রটিতে কোনো বাধ্যতামূলক ক্রম, সময়সীমা বা একক বাস্তবায়নকারী নির্ধারণ করা হয়নি; অগ্রাধিকার ও পর্যায়ক্রম প্রতিষ্ঠানভেদে ভিন্ন হবে। প্রতিটি সুপারিশের সঙ্গে যুক্ত "দায়িত্ব" অংশটি কেবল ইঙ্গিত করে কোন ধরনের পক্ষ এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে এবং এটি কোনো দায়িত্ব বরাদ্দ নয়, বরং সম্ভাব্য অংশীদারদের নির্দেশনা।

এই রূপরেখা একটি সরল ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। জরিপে উঠে এসেছে যে, দাওয়াহর দুর্বলতা কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ঘাটতিতে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে কৌশল, সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাও যুক্ত। তাই সমাধানও শুধু ব্যক্তিনির্ভর না হয়ে কাঠামোগত ও সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন। যদি আলেম-দাঈ, মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী, তরুণ ও গবেষণাকেন্দ্র প্রত্যেকে নিজ অবস্থান থেকে এই রূপরেখার প্রাসঙ্গিক অংশ গ্রহণ করেন, তবে বিচ্ছিন্ন ও গতানুগতিক দাওয়াহ ধীরে ধীরে একটি প্রাসঙ্গিক, সেবামুখী, ঐক্যবদ্ধ ও যুগোপযোগী দাওয়াহ-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হবে।

পাঠের সুবিধার্থে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে একটি "জরিপ-সংযোগ" বাক্স রাখা হয়েছে। সেখানে প্রথম খণ্ডের কোন কোন ফলাফলের আলোকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সুপারিশগুলো প্রণীত হয়েছে, তা সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে। বইয়ের শেষে সংযোজিত "জরিপ ও সুপারিশ সংযোগ-সারণি" পুরো রূপরেখাকে জরিপের ফলাফলের সঙ্গে এক নজরে মিলিয়ে দেখার সুযোগ দেয়।

প্রথম খণ্ডের জরিপ-প্রতিবেদন এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কৌশলগত রূপরেখা, দুটি খণ্ডকে একটি অভিন্ন গ্রন্থের পরস্পর-সম্পূরক অংশ হিসেবে পড়তে হবে। এই কৌশলপত্রের পদ্ধতিগত ভিত্তি হলো মাঠপর্যবেক্ষণ, দেশব্যাপী জরিপ, বহুমাত্রিক পরামর্শ-কর্মশালা এবং বিভিন্ন স্তরের পর্যালোচনা, যা প্রথম খণ্ডের "পটভূমি ও পদ্ধতি" অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

এই কৌশলপত্রটি বাংলাদেশে ইসলামি দাওয়াহ নিয়ে পরিচালিত একটি দেশব্যাপী জরিপের (এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড) ধারাবাহিকতায় রচিত। জরিপটি ৫৪৮ জন অংশগ্রহণকারীর মতামতের ভিত্তিতে দাওয়াহ ময়দানের মূল ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করেছে; এই দ্বিতীয় খণ্ডে সেই ঘাটতিগুলো পূরণে সম্ভাব্য করণীয় ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সুপারিশসমূহ নয়টি প্রধান ক্ষেত্রে বিন্যস্ত হয়েছে: (১) উলামা ও দাঈদের কৌশলগত নেতৃত্ব; (২) মসজিদ ও দাওয়াহ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর; (৩) ডিজিটাল দাওয়াহ ও মিডিয়া কৌশল; (৪) ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার; (৫) পেশাদার ও সাধারণ মুসলিমের দাওয়াহ সক্ষমতা; (৬) ইসলামি গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব; (৭) কমিউনিটি সম্পৃক্ততা ও জবাবদিহিতা; (৮) তরুণ ও শিক্ষিত শ্রেণিকে দাওয়াহর কার্যকর অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলা; এবং (৯) মাঠপর্যায়ে সামাজিক দাওয়াহ ও আউটরিচ। প্রতিটি ক্ষেত্রের শুরুতে সংশ্লিষ্ট জরিপ-ফলাফলের সংযোগ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি সুপারিশ কোন বাস্তব সমস্যার জবাব দিচ্ছে তা পাঠকের কাছে দৃশ্যমান থাকে।

দলিলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো দাওয়াহকে শুধু বয়ান, মাহফিল বা বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নেতৃত্ব, প্রতিষ্ঠান, কনটেন্ট, গবেষণা, সমাজসেবা, তরুণ প্রজন্ম এবং মাঠপর্যায়ের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার আলোকে পুনর্বিবেচনা করা। এ উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ মসজিদ, আদর্শ দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, কনটেন্ট কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরামের উচ্চপর্যায়ের মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে; পাশাপাশি পাইলট বাস্তবায়ন টেমপ্লেট, জরিপ-সুপারিশ সংযোগ-সারণি এবং ন্যূনতম প্রস্তুতি-তালিকাও সংযোজিত হয়েছে।

পরিশেষে, “উন্মুক্ত গবেষণা-রূপরেখা” অধ্যায়ে ইসলামি দাওয়াহ, সমাজ, শিক্ষা, নেতৃত্ব ও নীতি-পর্যায়ে ভবিষ্যৎ উচ্চতর গবেষণার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৌশলপত্রটি কেবল তাৎক্ষণিক করণীয়ের তালিকা নয়; বরং বাংলাদেশে গবেষণানির্ভর, সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি দাওয়াহ-চিন্তা এবং পরিকল্পনা বিকাশের একটি প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করার প্রত্যাশা রাখে।

ভূমিকা

ইসলামিক দাওয়াহ কার্যক্রমকে আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কার্যকরভাবে এগিয়ে নিতে একটি সমন্বিত ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রথম খণ্ডের জরিপ-পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে শুধুমাত্র খুতবা ও ওয়াজের প্রচলিত সীমাবদ্ধতায় সমাজের বৃহত্তর অংশ দাওয়াহর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; নেতৃত্বের ঘাটতি, যুবসমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে সংযোগহীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দাওয়াহ প্রচেষ্টাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে।

এই রূপরেখায় দাওয়াহ উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় ও সুপারিশসমূহ নয়টি প্রধান ক্ষেত্রে শ্রেণিবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও সম্ভাব্য অংশীদার চিহ্নিত করা হয়েছে, যেন একটি সুসমন্বিত ও যুগোপযোগী দাওয়াহ রূপরেখা গড়ে ওঠে। প্রধান নয়টি ক্ষেত্র হলো: (১) উলামা ও দাঈদের কৌশলগত নেতৃত্ব; (২) মসজিদ ও দাওয়াহ কেন্দ্রসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর; (৩) ডিজিটাল দাওয়াহ ও মিডিয়া সংযুক্তির কৌশল; (৪) ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও সমন্বিত উন্নয়ন; (৫) পেশাদার মুসলিম ও সাধারণ জনগণের দাওয়াহ সক্ষমতা বৃদ্ধি; (৬) ইসলামি গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা; (৭) কমিউনিটি সম্পৃক্ততা ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো; (৮) তরুণ সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণিকে দাওয়াহ উদ্ভাবনে রূপান্তর; এবং (৯) মাঠপর্যায়ে সামাজিক দাওয়াহ ও আউটরিচ কার্যক্রম। নিম্নে প্রতিটি ক্ষেত্রের সুপারিশ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হলো।

জরিপ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ও সততা-নোট

এই কৌশলপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো অনলাইনভিত্তিক দাওয়াহ জরিপ ও পরবর্তী কর্মশালা। তবে দাওয়াহর মতো বিস্তৃত সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে কোনো একক জরিপকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তাই এখানে জরিপের ফলাফলকে “তথ্য-অবহিত দিকনির্দেশনা” হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ এটি বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে, কিন্তু সব শ্রেণির মুসলিম সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব দাবি করে না।

সুতরাং এই সুপারিশগুলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি প্রাথমিক কৌশলগত রূপরেখা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে মাঠপর্যায়ের মতামত, স্থানীয় আলেমদের পরামর্শ, নারী ও তরুণদের পৃথক ইনপুট, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা এবং শারঈ যাচাইয়ের ভিত্তিতে এটি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

> **নীতি:** জরিপ দিক নির্দেশ করে; আলেমদের তত্ত্বাবধান, মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও নিয়মিত মূল্যায়ন কৌশলকে পরিণত করে।

জরিপ: সমস্যা থেকে সমাধান সেতুবন্ধন

এই অংশের উদ্দেশ্য জরিপের ফলাফলকে সরাসরি কৌশলগত সমাধানের সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে বোঝা যায়: এই রূপরেখা কেবল মতামতভিত্তিক নয়, বরং জরিপে উঠে আসা বাস্তব সংকট ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত। (প্রতিটি ক্ষেত্রের শতকরা সংযোগ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের "জরিপ-সংযোগ" বাক্সেও বিস্তারিত দেওয়া আছে)

চিহ্নিত সমস্যা	জরিপে প্রতিফলন	কৌশলগত অর্থ	বাস্তব করণীয়
দাওয়াহ-গ্রহণকারীর মানচিত্র অস্পষ্ট	বর্তমান দাওয়াহ মূলত মসজিদ, মাহফিল ও দ্বীনি পরিবেশে আগত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সালাতবিমুখ, মসজিদবিমুখ ও দ্বীন থেকে দূরে থাকা মুসলিমদের জন্য আলাদা কৌশল ও কার্যক্রম প্রায় অনুপস্থিত	"যারা আসে" তাদের কেন্দ্রিক দাওয়াহ থেকে বের হয়ে "যারা আসে না" তাদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যভিত্তিক আউটরিচ পরিকল্পনা তৈরি করা	অডিয়েন্স সেগমেন্টেশন তৈরি করা; সালাতবিমুখ, মসজিদবিমুখ ও দ্বীন থেকে দূরে থাকা মুসলিমদের জন্য আলাদা সেগমেন্ট চিহ্নিত করে তাদের বাস্তবতা অনুযায়ী কনটেন্ট, ভাষা, মাধ্যম, মাঠপর্যায়ের যোগাযোগ ও ফলো-আপ কার্যক্রম নির্ধারণ করা
দাওয়াহ মূলত মসজিদ, খুতবা ও মাহফিলকেন্দ্রিক	খুতবা ও ওয়াজের বাইরে পর্যাপ্ত দাওয়াতি কার্যক্রমের ঘাটতি উঠে এসেছে	মসজিদকে শুধু সালাতের স্থান নয়, স্থানীয় দাওয়াহ ও সুন্নাহ ভিত্তিক সামাজিক সেবার প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তর	মসজিদ ভিত্তিক সাপ্তাহিক মৌলিক ইসলাম ক্লাস (নাস্তা সহ), যুব হালাকা, নারী সাপোর্ট সার্কেল, দরিদ্র সহায়তা ডেস্ক, পরিবার পরামর্শ, স্থানীয় আউটরিচ ও মসজিদভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল চালু করা
দাওয়াহর সবচেয়ে উপেক্ষিত ফ্রন্ট: কিশোর-কিশোরী ও শিক্ষিত তরুণ	তরুণ, শিক্ষিত শ্রেণি ও নতুন প্রজন্মকে দাওয়াহর সবচেয়ে উপেক্ষিত শ্রেণির মধ্যে দেখা হয়েছে	তরুণদের শুধু শ্রোতা নয়, দাওয়াহ উদ্ভাবনের অংশীদার বানানো	ইউথ দাওয়াহ ফেলোশিপ, ইসলামিক আইডেন্টিটি প্রোগ্রাম, ক্যাম্পাসভিত্তিক আলোচনা, সংশয়-নিরসন সেশন, শর্ট ভিডিও/রিলস/অ্যানিমেশন টিম এবং তরুণ কনটেন্ট ক্রিয়েটর নেটওয়ার্ক তৈরি

চিহ্নিত সমস্যা	জরিপে প্রতিফলন	কৌশলগত অর্থ	বাস্তব করণীয়
বাংলাভাষী আলেমদের আধুনিক উপস্থাপনা ও শ্রোতা-সম্পৃক্ততার প্রশিক্ষণ ঘাটতি	দাওয়াহ ও লেকচারের শ্রোতাদের প্রায় সর্বসম্মত মূল্যায়ন হলো: বাংলাভাষী আলেমদের আধুনিক উপস্থাপনা, যোগাযোগ ও শ্রোতা-সম্পৃক্ততার প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।	দাঈ তৈরিকে ব্যক্তিগত আগ্রহের ওপর না রেখে আধুনিক প্রশিক্ষণভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া করা	দাঈ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি; যেখানে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান, আকীদাহ, আখলাক, আধুনিক উপস্থাপনা, কমিউনিকেশন, স্টোরিটেলিং, শ্রোতার মনস্তত্ত্ব, সমাজবাস্তবতা, ডিজিটাল মিডিয়া ও সংশয়-নিরসন অন্তর্ভুক্ত থাকবে
আলেম সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দূরত্ব	জরিপে আলেমগণের সামাজিক সংযোগ, সমকালীন বাস্তবতা অনুধাবন এবং নেতৃত্ব সক্ষমতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ উঠে এসেছে	আলেমগণকে মানুষের বাস্তবতা, সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও উম্মাহর প্রয়োজনের সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা	আলেম-দাঈ লিডারশিপ প্রোগ্রাম, পেশাজীবী-আলেম সংলাপ, উলামাদের পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন বৈঠক, মতভিন্নতার আদব, জনসম্পৃক্ততা ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে দিকনির্দেশনার কাঠামো তৈরি
কনটেন্ট ও মিডিয়া কৌশলের দুর্বলতা	সেক্যুলার মিডিয়া, বিনোদন ও নাস্তিক্য বা ধর্মবিমুখতার প্রভাব জরিপে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াহ-চ্যালেঞ্জ হিসেবে এসেছে	দাওয়াহ কনটেন্টকে আবেগনির্ভর বক্তব্য থেকে গবেষণানির্ভর, শ্রোতাভিত্তিক ও মিডিয়া-উপযোগী রূপ দেওয়া	কনটেন্ট কাউন্সিল গঠন; শারঈ রিভিউ, গবেষণা, স্ক্রিপ্ট, ভিজ্যুয়াল ডিজাইন, শর্ট ভিডিও, আর্টিকেল, শিশু-কিশোর কনটেন্ট, সংশয়-নিরসন সিরিজ এবং প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কনটেন্ট পরিকল্পনা করা
শিক্ষাব্যবস্থার দ্বৈত সংকট	জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি শিক্ষার অপ্রতুলতা এবং মাদ্রাসার সীমাবদ্ধতা জরিপে উঠে এসেছে	মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে সমাজোপযোগী ইসলামি শিক্ষা নির্মাণ	মাদ্রাসায় ভাষা, প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, নেতৃত্ব ও দাওয়াহ স্কিল যুক্ত করা; সাধারণ শিক্ষিতদের জন্য মৌলিক ইসলাম কোর্স, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিবারভিত্তিক ইসলাম শিক্ষা এবং শিশু-কিশোর কারিকুলাম তৈরি

চিহ্নিত সমস্যা	জরিপে প্রতিফলন	কৌশলগত অর্থ	বাস্তব করণীয়
দাওয়াহ ও সাদাকাহ তহবিল ব্যবহারে অগ্রাধিকারের সংকট	স্থাপনা নির্মাণে অনেক বেশি ব্যয় হলেও গবেষণা, কনটেন্ট ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ অনেক কম, এমন ধারণা শক্তিশালীভাবে উঠে এসেছে	ভবনকেন্দ্রিক বিনিয়োগ থেকে মানুষ, কনটেন্ট, গবেষণা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রিক বিনিয়োগে রূপান্তর	সাদাকাহ ও ওয়াকফের একটি বড় অংশ গবেষণা, দাঈ প্রশিক্ষণ, কনটেন্ট প্রডাকশন, ডিজিটাল দাওয়াহ, রিভার্ট কেয়ার, নারী-তরুণ প্রোগ্রাম ও মাঠপর্যায়ের আউটরিচে বরাদ্দ করা
দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব	মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা জরিপে অত্যন্ত শক্তভাবে উঠে এসেছে	বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের বদলে সমন্বিত দাওয়াহ ইকোসিস্টেম তৈরি	কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরাম, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কাজের মানচিত্র, যৌথ কনটেন্ট ব্যাংক, জেলা পর্যায়ের সমন্বয়, অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিমালা তৈরি
মাঠপর্যায়ে সামাজিক দাওয়াহ দুর্বল	সুন্নাহ ভিত্তিক সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা জরিপে স্পষ্ট হয়েছে	দাওয়াহকে শুধু বক্তব্য নয়, সুন্নাহ ভিত্তিক সেবা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্বের মাধ্যমে দৃশ্যমান করা	দরিদ্র সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, শ্রমজীবী আউটরিচ, কিশোর-কিশোরী সহায়তা, পরিবার কাউন্সেলিং, ঋণমুক্তি সহায়তা, কর্জে হাসানাহ, শীতবস্ত্র বিতরণ, রমাদান ইফতার সরবরাহ, দরিদ্রদের জন্য মাছের পোনা অবমুক্তকরণ এবং মসজিদ-ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু করা।

অডিয়েন্স সেগমেন্টেশন: লক্ষ্যভিত্তিক দাওয়াহ পরিকল্পনা

দাওয়াহর একটি বড় দুর্বলতা হলো সব মানুষকে একই রকম শ্রোতা ধরে নেওয়া। বাস্তবে একজন সালাতবিমুখ যুবক, একজন গ্রামীণ শ্রমজীবী, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, একজন মা, একজন পেশাজীবী, একজন নতুন মুসলিম ও একজন নিয়মিত মুসল্লির প্রশ্ন, ভাষা, প্রয়োজন ও গ্রহণক্ষমতা এক নয়। তাই লক্ষ্যভিত্তিক দাওয়াহ পরিকল্পনার জন্য জনগোষ্ঠীভিত্তিক এই শ্রেণিবিন্যাস সহায়ক হতে পারে।

১. সালাত ও দ্বীন থেকে দূরে থাকা মুসলিম

বাস্তবতা ও সংকট: বিচ্ছিন্নতা, দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা, নেতিবাচক অভিজ্ঞতা ও বিচারভীতির কারণে দূরত্ব।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: মমতা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বাস্তব সহায়তা; ভাষা হবে দোষারোপ নয়, প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: স্থানীয় ইমাম, বিশ্বস্ত প্রতিবেশী, যুব স্বেচ্ছাসেবক, পরিবার-বন্ধু নেটওয়ার্ক।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: টি-স্টল সংলাপ, মাসিক খোঁজখবর, বিপদে পাশে দাড়ানো, সহজ সালাত-পুনরারম্ভ নসিহাহ, পরিচিত মানুষকে মসজিদে যুক্ত করা।

২. স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরী

বাস্তবতা ও সংকট: পরিচয় গঠনের নাজুক বয়স; সোশ্যাল মিডিয়া, গেমিং, পপ কালচার ও সহপাঠী-প্রভাবের কারণে মূল্যবোধের টানাপোড়েন; ইসলামের ভাষা কঠিন বা দূরের মনে হওয়া; দ্বীনের সঙ্গে আনন্দময়, হৃদয়গ্রাহী ও বয়সোপযোগী সংযোগের অভাব।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: গল্প, সাহাবিদের জীবন, আত্মসম্মান, আল্লাহর ভালোবাসা, আধুনিক জীবনসংশ্লিষ্ট ও দায়িত্ববোধ।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: প্রশিক্ষিত তরুণ মেন্টর, শিক্ষক, পিতা-মাতা, শিশু-কিশোর কনটেন্ট টিম।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: কিশোর হালাকা, অ্যানিমেশন/শর্ট ভিডিও, স্কুল ক্লাব, প্যারেন্টিং গাইড।

৩. কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় তরুণ

বাস্তবতা ও সংকট: সংশয়, নাস্তিকতা, লিবারালিজম, ক্যারিয়ার চাপ এবং পরিচয় সংকট।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: বুদ্ধিবৃত্তিক, সংলাপভিত্তিক, প্রশ্নবান্ধব, যুক্তিনিষ্ঠ, প্রমাণভিত্তিক, সংশয়-নিরসনমূলক, জীবনঘনিষ্ঠ, ক্যারিয়ার-ঈমান সংযোগভিত্তিক, সমকালীন বাস্তবতাসংশ্লিষ্ট, আত্মবিশ্বাসনির্মাণমূলক, প্রজ্ঞাভিত্তিক।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: আলেম-পেশাজীবী টিম, ক্যাম্পাস মেন্টর, মুসলিম গবেষক, তরুণ দাঈ।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: ইউথ ফেলোশিপ, সংশয়-নিরসন ক্লিনিক, পডকাস্ট, বইপাঠ সার্কেল, ক্যারিয়ার-ঈমান সেশন।

৪. গ্রামীণ দরিদ্র ও শ্রমজীবী মুসলিম

বাস্তবতা ও সংকট: সময় ও অর্থনৈতিক চাপ, মৌলিক দ্বীনি জ্ঞানের ঘাটতি, দ্বীনি মজলিসে অনাগ্রহ।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: সহজ ভাষা, আন্তরিকতা ও জীবিকার বাস্তবতার সঙ্গে দ্বীনের সংযোগ।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: স্থানীয় ইমাম, মুয়াজ্জিন, দাতা, যুব স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম কমিটি।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: মসজিদে নাশতাসহ সাপ্তাহিক মৌলিক ইসলাম ক্লাস, সেবা-দাওয়াহ, স্বাস্থ্যক্যাম্প, কর্জে হাসানাহ, শীতবস্ত্র বিতরণ।

৫. নারী, মা ও পরিবার ব্যবস্থাপক

বাস্তবতা ও সংকট: পুরুষ আলেমের কাছে প্রশ্নে সংকোচ; পরিবার, সন্তান ও ব্যক্তিগত আমলের জটিলতা।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও নারী-সংবেদনশীল শিক্ষা; পরিবারকে ঈমানি পরিবেশে রূপান্তর।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: প্রশিক্ষিত মহিলা দাঈ, আলেমার তত্ত্বাবধান, নারী সংগঠন, পরিবার কাউন্সেলর।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: নারী প্রশ্নোত্তর সেবা, মা-মেন্টরিং সার্কেল, পরিবার দারস, প্যারেন্টিং গাইড, নিরাপদ অনলাইন সাপোর্ট।

৬. পেশাজীবী ও করপোরেট মুসলিম

বাস্তবতা ও সংকট: সময় ও কর্মক্ষেত্রের চাপ, হালাল-হারাম সিদ্ধান্ত, প্রভাবের সুযোগ অপচয়।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: পেশাগত সততা, আমানতদারিতা, কর্মক্ষেত্রে ইসলাম এবং জ্ঞান-সম্পদের মাধ্যমে দাওয়াহ।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: মুসলিম পেশাজীবী নেটওয়ার্ক, আলেম-এক্সপার্ট ফোরাম, করপোরেট দাঈ।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: লাঞ্চ-আওয়ার সার্কেল, প্রফেশনাল এথিক্স ওয়ার্কশপ, দাওয়াহ স্কিল বুটক্যাম্প।

৭. ইমাম, মুয়াজ্জিন ও স্থানীয় দাঈ

বাস্তবতা ও সংকট: প্রশিক্ষণ, আর্থিক নিরাপত্তা, নেতৃত্ব দক্ষতা ও সামাজিক সেবায় সম্পৃক্ততার ঘাটতি।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: মসজিদ পরিচালনায় নেতৃত্ব, মানুষের কষ্ট বোঝা, তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য ও বিনয়ী সংশোধন।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: আলেম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সিনিয়র আলেম, কমিউনিকেশন কোচ, মসজিদ কমিটি, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: দাঈ উন্নয়ন প্রোগ্রাম, সামাজিক সেবায় সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব, কমিউনিটি লিডারশিপ কোর্স, খুতবা রিভিউ, ফিল্ড প্র্যাকটিস।

৮. নতুন মুসলিম ও আগ্রহী অমুসলিম

বাস্তবতা ও সংকট: একাকিত্ব, সামাজিক চাপ, মৌলিক শিক্ষা ও মেন্টরশিপের অভাব।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা, ধাপে ধাপে শেখা ও সহায়তা।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: রিভার্ট কেয়ার টিম, অভিজ্ঞ দাঈ, মুসলিম পরিবার নেটওয়ার্ক।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: মেন্টর নিয়োগ, ১২-সপ্তাহ বেসিক ইসলাম গাইড, সাপোর্ট গ্রুপ, মাসিক ফলো-আপ।

৯. মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও তরুণ আলেম

বাস্তবতা ও সংকট: আধুনিক বাস্তবতা বোঝা, ভাষা, গবেষণা ও মিডিয়া দক্ষতার সীমাবদ্ধতা।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইলমকে সমকালীন বাস্তবতা, গবেষণা, সমাজ-মনস্তত্ত্ব ও মিডিয়া-উপস্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রভাবী দাওয়াহ নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: মাদ্রাসা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ইনস্টিটিউট, পেশাজীবী মেন্টর।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: কমিউনিকেশন স্কিল, সমসাময়িক চিন্তা, গবেষণা পদ্ধতি ও ডিজিটাল কনটেন্ট প্রশিক্ষণ।

১০. ধার্মিক ও নিয়মিত মুসল্লি

বাস্তবতা ও সংকট: শুধু শ্রোতা হয়ে থাকা; সমাজে আলো পৌঁছানোর প্রস্তুতির ঘাটতি।

বার্তার ভাষা ও ফোকাস: নিজে আমল, পরিবারে প্রভাব, সমাজে সেবা এবং আলেমের নেতৃত্বে সহায়ক দাঈ হওয়া।

বিশ্বস্ত বার্তাবাহক: ইমাম, মসজিদ কমিটি, মুসল্লি স্বেচ্ছাসেবক দল।

প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম/ফলো-আপ: মাসিক স্বেচ্ছাসেবক মিটিং, পরিবার দাওয়াহ, অসুস্থ মুসল্লি সহায়তা, প্রতিবেশীর খোঁজখবর।

সেগমেন্টেশন ব্যবহারের নীতিমালা

১. প্রতিটি দাওয়াহ উদ্যোগের আগে লক্ষ্য শ্রেণি নির্ধারণ করতে হবে; “সাধারণ মানুষ” একক কৌশলগত শ্রোতা নয়।

২. প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা ভাষা, উদাহরণ, কনটেন্ট-ফরম্যাট, বার্তাবাহক ও ফলো-আপ মডেল ঠিক করতে হবে।

৩. দাওয়াহর উদ্দেশ্য মানুষকে জয় করা, বিতর্কে হারানো নয়; তাই শ্রেণিভেদে ভাষার কোমলতা ও দৃঢ়তা নির্ধারণ করতে হবে।

৪. নিয়মিত মতামত সংগ্রহ করে দেখতে হবে কোন শ্রেণি কোন কনটেন্টে বাস্তব পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছে। যেসব শ্রেণি দাওয়াহ থেকে সবচেয়ে দূরে, তাদের জন্য বেশি ধৈর্য, বেশি সম্পর্ক, বেশি সেবা ও বেশি ফলো-আপ দরকার।

১. উলামা ও দাঈদের কৌশলগত নেতৃত্ব ও দায়িত্ব

জরিপ-সংযোগ: এই অধ্যায়টি জরিপের দাওয়াহর নেতৃত্ব-সংক্রান্ত মূল ফলাফলগুলোর জবাব দেয়: ৭৩% মনে করেন বর্তমান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের দেখে মানুষ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় না (রোল-মডেল সংকট); ৬৬% মনে করেন দ্বীন ও দুনিয়ার ভারসাম্য বোঝেন এমন দাঈর অভাব; ৯০% মনে করেন আলেমগণ ইসলামোফোবিয়া-সেক্যুলারিজম-নাস্তিকতার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জে পুরোপুরি প্রস্তুত নন; ৯৭% আধুনিক যোগাযোগ-প্রশিক্ষণকে আলেমগণের জন্য প্রয়োজনীয়/আবশ্যক মনে করেন। মানুষ আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়: বাস্তব জীবনের সঙ্গে দ্বীনকে সম্পর্কিত করার দক্ষতা (৭১%), দ্বীন-দুনিয়ার ভারসাম্য (৬৯%) ও সাহসী সত্যনিষ্ঠ নেতৃত্ব (৫৯%)।

ইসলামি দাওয়াহর সম্মুখসারিতে আলেম ও দাঈগণ কেবল বক্তা নন; তাঁরা মানুষের কাছে দ্বীনের জীবন্ত উদাহরণ। সাধারণ মানুষ অনেক সময় ইসলামের সৌন্দর্য, ভারসাম্য ও বাস্তবতা আলেমগণের চরিত্র, আচরণ, ভাষা ও নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই অনুভব করে। তাই যারা দ্বীন থেকে দূরে আছে বা সরে যাচ্ছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে আলেম ও দাঈগণের শুধু বক্তব্যের ওপর নির্ভর না করে ইলমকে চরিত্র, সহমর্মিতা, প্রজ্ঞা, জীবনঘনিষ্ঠ ভাষা ও বাস্তব কর্মধারার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় ও জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা আবশ্যক। এই বাস্তবতা থেকেই নিম্নলিখিত কৌশলগত পদক্ষেপগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আলেম ও দাঈদের গুণাবলি, দক্ষতা ও কর্মধারাকে সমকালীন দাওয়াহ অঙ্গনের অনিবার্য প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলবে ইন-শা-আল্লাহ:

১.১ দাওয়াহর বর্তমান প্রভাব নিয়ে সম্মিলিত আত্মপর্যালোচনা: আলেম ও দাঈ সমাজ দাওয়াহর ময়দানে সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ অংশীদার। তাঁদেরই নেতৃত্বে একটি সহানুভূতিশীল ও মর্যাদাপূর্ণ আত্মপর্যালোচনার সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে আমরা সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করব, প্রচলিত কিছু দাওয়াহ পদ্ধতি বর্তমান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনকে প্রত্যাশিত মাত্রায় স্পর্শ করতে পারছে কি না। জরিপের ফলাফল ইঙ্গিত করে, জীবনঘনিষ্ঠ উপস্থাপনার ঘাটতি অনেক মানুষকে দ্বীনের নিকটবর্তী হতে বাধাগ্রস্ত করছে। এটি কোনো অভিযোগ নয়, বরং উন্নয়নের সুযোগ; জরিপের তথ্য ও বাস্তব উদাহরণকে সামনে রেখে আলেমসমাজ নিজেরাই নিজেদের দাওয়াহ কৌশল আরও প্রভাবশালী ও যুগোপযোগী করে তুলতে পারেন।

দায়িত্ব: *ইসলামি গবেষণা সংস্থা ও আলেমগণের নেতৃত্ব।*

১.২ সেবা ও সহমর্মিতাভিত্তিক দাওয়াহ: দাওয়াহকে শুধু বক্তব্য বা মঞ্চকেন্দ্রিক উপস্থাপনায় সীমাবদ্ধ না রেখে, সুন্নাহর আলোকে মানুষের বাস্তব দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ, বঞ্চনা ও দৈনন্দিন সমস্যার পাশে দাঁড়িয়ে সেবার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে হবে। এভাবেই ইসলাম মানুষের জীবনে প্রাসঙ্গিক থাকবে এবং দাওয়াহ হবে আরও জীবন্ত, বিশ্বাসযোগ্য ও প্রভাবশালী। দরিদ্রের খাদ্য সহায়তা, অসুস্থের চিকিৎসা সহায়তা, দুর্যোগে ত্রাণ, ঋণগ্রস্তের পাশে দাঁড়ানো, এতিম-অসহায়দের সহযোগিতা, কর্জে হাসানাহ প্রকল্প, যাকাতের মাধ্যমে

দরিদ্র মুসলিমদের জীবিকার ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণ, খাল খনন, জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ এবং শ্রমজীবী মানুষের সমস্যায় সহমর্মিতা, এসব দাওয়াহর শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন আমাদের দেখায়, উত্তম আচরণ, সেবা, সহমর্মিতা ও কল্যাণমূলক কাজ মানুষের হৃদয়ে ইসলামের সৌন্দর্য পৌঁছে দিয়েছে এবং বহু মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে অনুপ্রাণিত করেছে। এ ধরনের কল্যাণমূলক কাজে আলেম ও দাঈদের দৃশ্যমান সম্পৃক্ততা মানুষের হৃদয়ে আস্থা তৈরি করবে এবং দ্বীনের আহ্বানকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।

দায়িত্ব: *আলেম ও দাঈ সমাজ, মসজিদ কমিটি, দাওয়াহ সংগঠন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যুব স্বেচ্ছাসেবক দল, চিকিৎসক ও পেশাজীবী মুসলিম নেটওয়ার্ক।*

১.৩ জনসম্পৃক্ত আউটরিচ ও সংলাপ: আলেম ও দাঈদের সঙ্গে সাধারণ জনগণের দূরত্ব কমাতে মাঠপর্যায়ে নিয়মিত আউটরিচ জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, মাসে একদিন 'টি-স্টল সংলাপ' (Tea with Imam) আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে ইমাম/আলেমগণ অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে রিকশাচালক, দিনমজুর ও তরুণ প্রজন্মসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা শুনবেন ও প্রশ্নের জবাব দেবেন। একইভাবে প্রতি ত্রৈমাসিকে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে তরুণ, শিক্ষিত ও পেশাজীবী শ্রেণি তাঁদের জিজ্ঞাস্য উপস্থাপন করবেন এবং আলেমরা মনোযোগ দিয়ে শুনে ইসলামের আলোকে পরামর্শ দেবেন। এ ধরনের উদ্যোগ আলেম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা, আন্তরিকতা ও সরাসরি যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

দায়িত্ব: *স্থানীয় ইমাম ও মসজিদ কমিটি, দাওয়াহ সংগঠন, ইসলামিক থিংকট্যাঙ্ক ও তরুণ সংগঠন।*

১.৪ আদর্শ চরিত্র ও জীবন্ত রোল-মডেল হওয়া: আলেম ও দাঈদের কেবল বক্তৃতায় নয়, নিজের বাস্তব জীবনাচরণে ইসলামের নৈতিক আদর্শের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে হবে। আমানতদারিতা, সময়ানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা ও বিনয়: এই গুণাবলি বাস্তবায়ন করে তাঁরা সমাজের জীবন্ত রোল-মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন। কথার সঙ্গে কাজের অমিল দাওয়াহর প্রভাব ক্ষুণ্ন করে; তাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আমল, শিষ্টাচার ও পেশাগত আচরণ এমন হতে হবে যা ইসলামের সৌন্দর্য বাস্তবে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষ শুধু খ্যাতনামা আলেম নয়, বরং আশপাশের দাঈদের জীবনযাত্রা দেখেই ইসলামের মূল্যায়ন করে।

দায়িত্ব: *আলেমগণের নিজস্ব সচেতনতা ও ইসলামি সংগঠনসমূহের পরামর্শ।*

১.৫ ঈমানি ভ্রাতৃত্ব ও মতভিন্নতার শিষ্টাচার: আলেম ও দাঈদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকতেই পারে; তবে তা যেন পারস্পরিক সম্মান, ঈমানি ভ্রাতৃত্ব ও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আলোচনার সীমায় থাকে। হক স্পষ্ট করা আলেমদের দায়িত্ব; কিন্তু কোনো বক্তব্যকে ভুল বলা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জনসমক্ষে 'বিচ্যুত' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এক বিষয় নয়। দ্বিতীয়টির জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক অবস্থান, বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ, প্রেক্ষাপট ও প্রমাণের মাত্রা সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, যা খুব সহজ বিষয় নয়।

আগের যুগের আলেমগণের এমন কোনো বক্তব্য বা সতর্কীকরণকে বর্তমান যুগে প্রয়োগ করতে হলে তার শ্রোতা, পরিসর ও যোগাযোগব্যবস্থাও বিবেচনায় নিতে হবে। সীমিত ইলমি

মজলিসে জ্ঞানী শিক্ষার্থীদের সামনে বলা কথা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুসলিম-অমুসলিম, জ্ঞানী-অজ্ঞ ও ইসলামবিদ্বেষীসহ সবার সামনে প্রচারিত বক্তব্যের প্রভাব একই রকম নয়। ডিজিটাল পরিসরে বক্তব্য স্থায়ী ও খণ্ডিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে; বিরোধীরা তা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। অল্প ইলমের মানুষ দলিলের সূক্ষ্মতা না বুঝলেও আলেমদের সংঘাতটি স্পষ্টভাবে দেখে; ফলে সে হক-বাতিলের পার্থক্য শেখার পরিবর্তে বিভ্রান্তি, দলাদলি ও আলেমদের প্রতি অনাস্থা শিখতে পারে।

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত কাউকে দ্বীনের পরিসর থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়, বরং আন্তরিকভাবে তাকে হকের দিকে ফিরিয়ে আনা। তাই ভিন্নমতের ক্ষেত্রে হেয় করা বা দ্রুত নেতিবাচক পরিচয়ে চিহ্নিত করার পরিবর্তে ব্যক্তিগত নসিহাহ, বিনয় ও ইলমি আলোচনা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এতে আলেমসমাজের মর্যাদা রক্ষা পাবে, তাদের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়বে এবং দাওয়াহর পরিবেশ আরও পরিণত, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রভাবশালী হবে; অন্যথায় আলেমসমাজের প্রকাশ্য বিরোধ ও পারস্পরিক কাদা-ছোড়াছুড়ি সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি ও আলেমগণের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি করতে পারে। ফলে আলেমগণের নসিহাহ, দাওয়াহ ও সামাজিক আবেদন মানুষের কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে।

দায়িত্ব: *জাতীয় আলেম সমাজ ও ইসলামি চিন্তাবিদবৃন্দ।*

১.৬ মাঠপর্যায়ে সামাজিক সেবায় অংশগ্রহণ: বক্তৃতা ও লেখনীর পাশাপাশি সরাসরি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে আলেম-দাঈগণ দাওয়াহর নতুন দিগন্ত খুলতে পারেন। মাসে অন্তত একদিন রক্তদান কর্মসূচি, হাসপাতাল পরিদর্শন, দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ, পথশিশুদের শিক্ষা সহায়তা বা পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিলে মানুষ ইসলামকে বক্তৃতার বদলে কর্মে দেখতে পায়। এ ধরনের সেবামূলক কাজে দাঈদের উৎসাহিত করতে নিয়মিত সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *আলেম ও দাঈ ব্যক্তিগণ; স্থানীয় যুব সমাজ ও দাতব্য সংস্থার সহযোগিতা।*

১.৭ দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞান সমন্বয় ও হালনাগাদ থাকা: দাওয়াহর সফলতার জন্য আলেমদের ধর্মীয় গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। তাঁদের বক্তব্য ও ফতোয়া যেন তাত্ত্বিক জ্ঞানে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব জীবনের কার্যকর সমাধান দেয়। সমসাময়িক জ্ঞানার্জনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং খুতবা-দাওয়াহে কুরআন-হাদিসের পাশাপাশি আধুনিক উদাহরণ, পরিসংখ্যান ও তথ্য-প্রমাণ যুক্ত করার দক্ষতা বাড়াতে হবে।

দায়িত্ব: *আলেমগণের নিজ উদ্যোগ; ইসলামিক দাওয়াহ ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটসমূহের অবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ।*

১.৮ উলামা-এক্সপার্ট সংলাপ ও পরামর্শ: আলেমদের জ্ঞানকে আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে বহুমুখী বিশেষজ্ঞ দলের ফোরাম গঠন করা উচিত। অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি পেশার বিশেষজ্ঞদের আলেমদের সঙ্গে নিয়ে ইন্টারডিসিপ্লিনারি চর্চা চালু করা গেলে জটিল সমসাময়িক বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ উন্নত

করা যাবে। বড় কোনো ফতোয়া বা সামাজিক ইস্যুতে মতামত দেওয়ার আগে এমন ফোরামে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিলে সিদ্ধান্ত আরও বাস্তবভিত্তিক হবে। মাসিক/ত্রৈমাসিক রাউন্ডটেবিল বৈঠকে নতুন উদ্ভূত ফিতনাহ ও চ্যালেঞ্জের বিশ্লেষণ ও করণীয় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক থিংকট্যাঙ্ক, ফতোয়া বোর্ড, আলেম সমাজ, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী সংগঠনসমূহ।*

১.৯ সুনির্দিষ্ট দাওয়াহ কৌশল প্রণয়ন: দাওয়াহকে আরও কার্যকর ও প্রভাবশালী করতে প্রতিটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা জরুরি। সমাজের যে শ্রেণিগুলো ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের বাস্তবতা ও সংকট বিবেচনায় নিয়ে পৃথক দাওয়াহ কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এতে দাওয়াহ সাধারণ বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের প্রয়োজন, মানসিকতা ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে আরও প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত হবে।

দায়িত্ব: *দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, দাঈগণ ও আলেমসমাজ*

১.১০ ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও নিরন্তর শিক্ষা: আলেম ও দাঈগণের জীবনভর শিক্ষার চর্চা থাকা জরুরি, যাতে তাঁরা পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। এজন্য নিয়মিত অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দরকার; নতুন জ্ঞান অর্জন, বইপাঠ, গবেষণা ও সমসাময়িক বিষয়ে অবহিত থাকতে তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোর্স ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে হবে।

দায়িত্ব: *ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান ও বড় মাদ্রাসাসমূহ (Continuing Education প্রোগ্রাম)।*

১.১১ গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ ও বিনয়ী নেতৃত্ব: আলেমদের মধ্যে এমন নেতৃত্বগুণ তৈরি করতে হবে যাতে তাঁরা আত্মতুষ্টিতে না ভুগে সর্বদা উন্নতির প্রচেষ্টা করেন এবং অন্যের গঠনমূলক পরামর্শ খোলা মনে গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে কেউ ভুল ধরলে বা কঠিন প্রশ্ন করলেও রাগান্বিত না হয়ে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে উত্তর দেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। এতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি দাওয়াহ অঙ্গনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

দায়িত্ব: *আলেমগণের স্ব-প্রয়াস; সিনিয়র আলেমদের তত্ত্বাবধানে জুনিয়রদের পরামর্শচক্র।*

১.১২ সত্য বলার সাহস ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা: আলেমদের অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের চাপ বা জীবিকার ভয়ে সত্য বলার সাহস কমে যায়। এই বাধা দূর করতে কমিউনিটির পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ বা ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেন ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে গিয়ে কেউ জীবিকা হারানোর উদ্বেগে না ভোগেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী আলেমরাই নির্ভয়ে ইসলামের সঠিক বক্তব্য তুলে ধরতে পারবেন।

দায়িত্ব: *সমাজের সম্পদশালী মুসলিম, ওয়াকফ বোর্ড ও ইসলামি সংস্থা।*

১.১৩ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও সফট-স্কিল উন্নয়ন: আলেম ও দাঈগণের আধুনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে দ্বীনি বিষয়ের পাশাপাশি পাবলিক স্পিকিং, উপস্থাপন কৌশল, শ্রোতার মনস্তত্ত্ব বোঝা ও ডিজিটাল মিডিয়া

ব্যবহারের প্রশিক্ষণ থাকবে। নিয়মিত সফট-স্কিল বুটক্যাম্পের মাধ্যমে শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ, আকর্ষণীয় উপস্থাপন ও অনলাইন উপস্থিতির কৌশল শেখানো যাবে; এতে বিনয়ী নেতৃত্ব, ইতিবাচক মনোভাব ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বৃদ্ধির ওপরও জোর দিতে হবে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক প্রশিক্ষণ একাডেমি; দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, দক্ষ আলেম ও কমিউনিকেশন কোচগণ।*

১.১৪ তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য ও "জানি না" বলার নৈতিকতা: আলেম ও দাঈদের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় তথ্যনিষ্ঠতা, সততা ও "জানি না" বলার সাহসকে দাওয়াহ সংস্কৃতির অংশ করতে হবে। নিশ্চিত জ্ঞান না থাকলে অনুমান, গুজব বা অপরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে বক্তব্য দেওয়া দাওয়াহর ক্ষতি করে। দাওয়াহর ভাষা হতে হবে দলিলভিত্তিক, যাচাইকৃত ও দায়িত্বশীল। কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে "এই বিষয়ে আমি যাচাই করে বলব" বলা দুর্বলতা নয়, বরং ইলমি আমানতদারিতা।

দায়িত্ব: *আলেম সমাজ, দাওয়াহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও শারঈ যাচাই বোর্ড।*

১.১৫ সীরাতভিত্তিক নেতৃত্ব ও আখলাক আলোচনা: রাসূল ﷺ-এর সীরাতের বাস্তব দিকগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সামনে আনতে হবে। তাঁর দাওয়াহ পদ্ধতি, নেতৃত্ব, ধৈর্য, সহনশীলতা, সামাজিক সেবা, বিরোধীদের সঙ্গে আচরণ, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও উত্তম আখলাক নিয়ে নিয়মিত আলোচনা, কর্মশালা, খুতবা-সিরিজ, বই-পুস্তিকা ও মিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করা জরুরি। এতে মানুষ ইসলামকে চরিত্র, সৌন্দর্য, প্রজ্ঞা ও মানবিক নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে দেখতে পারবে।

দায়িত্ব: *আলেম ও দাঈ সমাজ, মসজিদ কমিটি, ইসলামিক রিসার্চ প্রতিষ্ঠান, খতিব ও মিডিয়া কনটেন্ট টিম।*

এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলেম ও দাঈ সমাজ একটি সুদূরপ্রসারী কৌশলগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাবেন এবং জনগণের কাছে আস্থাভাজন, প্রজ্ঞাবান ও অনুসরণযোগ্য নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন, যা বাংলাদেশের দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য দৃঢ় ভিত্তি রচনা করবে।

২. মসজিদ ও দাওয়াহ কেন্দ্রসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর

জরিপ-সংযোগ: ৫০% উত্তরদাতা মনে করেন খুতবা ও ওয়াজের বাইরে পর্যাপ্ত দাওয়াতি কার্যক্রম নেই; ৮২% সেবামূলক মানবিক কাজকে দাওয়াহর সবচেয়ে কার্যকর পথ মনে করেন; ৭৩% ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দক্ষ দাঈ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন; এ ছাড়া ৪৩.৪% উত্তরদাতা গ্রামীণ দরিদ্র ও শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে দাওয়াহ কার্যক্রমে সবচেয়ে উপেক্ষিত মনে করেন। জরিপে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ২৭.৭%, যা নারী ও পরিবারকেন্দ্রিক দাওয়াহর চাহিদা সম্পর্কে পৃথক ও গভীরতর মতামত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। একই সঙ্গে ৯৪% উত্তরদাতার মতে, অবকাঠামোর তুলনায় কনটেন্ট ও গবেষণায় বিনিয়োগ পর্যাপ্ত নয়।

মসজিদ ও দাওয়াহ কেন্দ্র মুসলিম সমাজের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে ইবাদতের পাশাপাশি শিক্ষা, সামাজিক সংহতি ও জনসেবার বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে দাওয়াহকে সম্প্রসারিত করতে নিচে কয়েকটি কৌশলগত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো:

২.১ মসজিদকে ইবাদত, দাওয়াহ ও সামাজিক কল্যাণের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা: মসজিদকে শুধু সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে নয়, বরং স্থানীয় দাওয়াহ, সুন্নাহভিত্তিক সামাজিক সেবা এবং মানুষের আস্থা ও সহায়তার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মানুষ যখন ব্যক্তিগত কষ্ট, দ্বীনি প্রশ্ন, পারিবারিক সংকট বা মানসিক অস্থিরতার সময় মসজিদকে নিরাপদ ও সহায়ক আশ্রয় হিসেবে পায়, তখন মসজিদের সঙ্গে তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত দারস, সালাত-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত জীবনঘনিষ্ঠ আলোচনা, ইফতার ও দরিদ্র সহায়তা, অসুস্থ মুসল্লিদের খোঁজখবর, পরিবার ও তরুণদের জন্য পরামর্শসেশন, সহজ নিকাহ সহায়তা, দাম্পত্য সমস্যায় প্রাথমিক পরামর্শ, কর্জে হাসানাহ তহবিল এবং মাসিক শ্রবণচক্র চালু করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী এসব কার্যক্রমের সঙ্গে চিকিৎসক, কাউন্সেলর, আইনজীবী ও শিক্ষকদের যুক্ত করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *ইমাম ও খতিব, মসজিদ কমিটি, স্থানীয় আলেম, দ্বীনদার পেশাজীবী মুসল্লি, সমাজসেবী সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবক দল।*

২.২ দ্বীনদার মুসল্লিদের দাওয়াহ কার্যক্রমে সক্রিয় সম্পৃক্ততা: মসজিদে নিয়মিত উপস্থিত, দ্বীনদার ও সমাজে গ্রহণযোগ্য মুসল্লিদের শুধু শ্রোতা হিসেবে না রেখে মসজিদভিত্তিক দাওয়াহ কার্যক্রমের সক্রিয় সহযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আলেম ও ইমামের নেতৃত্বে তাদের পাঠচক্র, নতুন মুসল্লিদের খোঁজখবর, যুবকদের সঙ্গে সম্পর্ক, পরিবারভিত্তিক দাওয়াহ, সামাজিক সেবা ও ইভেন্ট ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এতে আলেমদের ইলমি নেতৃত্বের সঙ্গে শিক্ষিত দ্বীনদার মুসল্লিদের সামাজিক দক্ষতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা একসঙ্গে কাজে লাগবে।

দায়িত্ব: *ইমাম ও খতিব, মসজিদ কমিটি, স্থানীয় আলেম সমাজ, দ্বীনদার পেশাজীবী মুসল্লি ও যুব স্বেচ্ছাসেবক দল।*

২.৩ ইমামদের নেতৃত্ব উন্নয়ন: মসজিদের ইমামদের শুধু ইবাদতের নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের নৈতিক, পারিবারিক ও কমিউনিটি নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা জরুরি। এজন্য খুতবা পরিকল্পনা, জনসম্পৃক্ততা, তরুণদের সঙ্গে সংযোগ, মৌলিক কাউন্সেলিং, সংকট মোকাবিলা ও মসজিদভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। এতে ইমামগণ স্থানীয় সমাজের আস্থা, দিকনির্দেশনা ও দাওয়াহর কার্যকর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারবেন।

দায়িত্ব: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ধর্ম মন্ত্রণালয়, মসজিদ কমিটি, ইসলামি দাওয়াহ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।*

২.৪ ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক স্থানীয় দাওয়াহ ও সমাজসেবা সক্রিয় করা: গ্রাম ও মফস্বলে ইমাম-মুয়াজ্জিনরা মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা দ্বীনি প্রতিনিধি। তাই তাঁদের নেতৃত্বে মসজিদকে স্থানীয় দাওয়াহ, আখলাক গঠন ও মানবসেবার সক্রিয় কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। যাকাত-সাদাকাহ বিতরণ, শীতবস্ত্র ও ত্রাণ সহায়তা, কুরবানির মাংস বিতরণ, কর্জে হাসানাহ, অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তরুণদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ; এসব কার্যক্রম মসজিদকেন্দ্রিকভাবে পরিচালিত হতে পারে। এতে ইমাম-মুয়াজ্জিনগণ মানুষের দুঃসময়ের ভরসা ও জীবনের প্রভাবক হয়ে উঠবেন; ফলে তাঁদের নসিহাহ ও দাওয়াহ মানুষের হৃদয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করবে; ইসলাম থেকে দূরে থাকা মানুষদের মনেও ইসলাম সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে।

দায়িত্ব: *স্থানীয় ইমাম ও মুয়াজ্জিন, মসজিদ কমিটি, আলেম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যাকাত-সাদাকাহ ফান্ড ও যুব স্বেচ্ছাসেবক দল।*

২.৫ গ্রামীণ মসজিদে নাশতাসহ সাপ্তাহিক মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা: প্রতিটি গ্রামীণ মসজিদে সপ্তাহে একদিন "প্রাথমিক ইসলাম" নামে সহজ ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে সালাত, আকীদাহ, আখলাক, হালাল-হারাম ও পারিবারিক জীবনের সহজ শিক্ষা থাকবে; শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশ নিতে উৎসাহিত করার জন্য হালকা নাশতা ও আন্তরিক পরিবেশ রাখা হবে। এতে অনেক দরিদ্র ও শ্রমজীবী মুসলিম, যারা দারিদ্র্য বা অসচেতনতার কারণে মসজিদ ও দ্বীন থেকে দূরে থাকে, তারা মসজিদমুখী হবে; যারা কালেমা, সালাত ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত, তারা আবশ্যিক দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাবে এবং ধীরে ধীরে সচেতন ও আমলমুখী মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে। ফলে মসজিদ স্থানীয় শিক্ষা, সংশোধন ও দাওয়াহর জীবন্ত কেন্দ্রে পরিণত হবে।

দায়িত্ব: *স্থানীয় ইমাম ও মুয়াজ্জিন, মসজিদ কমিটি, দাওয়াহ সংগঠন, যাকাত-সাদাকাহ ফান্ড, দাঈ সমাজ ও দাতা সদস্য।*

২.৬ প্রতিটি জেলায় দাওয়াহ কেন্দ্র স্থাপন: দাওয়াহকে তৃণমূলে পৌঁছাতে প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে সম্পূর্ণকালীন ইসলামিক দাওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে ইসলামি পাঠাগার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা কক্ষ, যুবদের জন্য কার্যক্রম এবং কমিউনিটি সেবার ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এসব কেন্দ্র অঞ্চলের দাওয়াহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নতুন আগ্রহীদের তথ্যসেবা দেবে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক সংগঠন, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন; অর্থায়নে ওয়াকফ ও দাতা প্রতিষ্ঠান।*

২.৭ মসজিদ ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক নেটওয়ার্ক: প্রত্যেক এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা ও দাওয়াহ কেন্দ্রের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে অভিজ্ঞতা ও সম্পদের বিনিময় ঘটানো যেতে পারে। এতে একটি প্রতিষ্ঠানের সফল উদ্যোগ অন্যরাও শেখার সুযোগ পাবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারবে।

দায়িত্ব: *দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, মসজিদ কমিটি, স্থানীয় আলেম পরিষদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন।*

২.৮ দ্বীন থেকে দূরে থাকা মানুষের জন্য সহায়তা-কেন্দ্রিক দাওয়াহ: যারা মসজিদে আসে না বা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে, তাদের কাছে পৌঁছাতে শুধু নসিহত যথেষ্ট নয়। অনেক সময় তাদের দূরে থাকার পেছনে থাকে অর্থনৈতিক চাপ, পারিবারিক অস্থিরতা, মানসিক কষ্ট বা খারাপ অভিজ্ঞতা। তাই তাদের সঙ্গে সহমর্মিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, নিয়মিত খোঁজ নেওয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সহায়তা, কর্জে হাসানাহ, পেশাগত দিকনির্দেশনা বা পরামর্শসেবা দেওয়া যেতে পারে। আস্থা ও সম্পর্ক তৈরি হলে দ্বীনি কথা গ্রহণের পথও সহজ হয়।

দায়িত্ব: *ইমাম ও খতিব, মসজিদ কমিটি, দাওয়াহ সংগঠন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সমাজনেতৃবৃন্দ।*

২.৯ নারীদের জন্য বিশেষায়িত দাওয়াহ কাঠামো: দাওয়াহকে সমাজব্যাপী করতে নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ দাওয়াহ কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। অনেক নারী পারিবারিক বা ব্যক্তিগত দ্বীনি প্রশ্ন নিয়ে সরাসরি পুরুষ আলেমদের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না; ফলে একটি বড় অংশ কার্যকর পরামর্শসেবা থেকে বঞ্চিত থাকে। এজন্য প্রশিক্ষিত মহিলা দাঈ তৈরি, নারীদের জন্য পৃথক ওয়ার্কশপ, প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা, কমিউনিটি সেন্টারে আলাদা দাওয়াহ বুথ এবং অনলাইন/ফোনভিত্তিক পরামর্শসেবা চালু করা যেতে পারে। এই কাঠামো নারীবাদ-প্রবণতা ও বিকৃত নারীত্ববোধের ফিতনাহর বিপরীতে ইসলামি নারীত্বের সৌন্দর্য তুলে ধরতেও সহায়ক হবে।

দায়িত্ব: *মহিলা দাঈ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও দাওয়াহ কমিটি, ইসলামি নারী সংগঠন ও অভিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধান।*

২.১০ সামাজিক অনুষ্ঠান, হাসপাতাল ও স্ট্রিট-লেভেল দাওয়াহ: দাওয়াহকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্পর্শবিন্দুতে পৌঁছে দিতে হবে: বিবাহ, পারিবারিক জমায়েত, হাসপাতাল, বাজার, বাসস্ট্যান্ড ও শ্রমজীবী এলাকায় সংক্ষিপ্ত, কোমল ও প্রাসঙ্গিক দাওয়াহ চালু করা যেতে পারে। হাসপাতালভিত্তিক দাওয়াহতে অসুস্থ মানুষ ও তাদের পরিবারের পাশে সান্ত্বনা, দুআ ও তাওয়াক্কুলের বার্তা পৌঁছানো যেতে পারে; স্ট্রিট দাওয়াহতে পোস্টার, বুকলেট, প্রশ্নোত্তর বুথ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য তুলে ধরা যায়।

দায়িত্ব: *স্থানীয় মসজিদ, দাওয়াহ সেন্টার, স্বেচ্ছাসেবী দল ও প্রশিক্ষিত দাঈগণ।*

২.১১ নতুন মুসলিম ও দ্বীন থেকে দূরে থাকা মানুষের ফলো-আপ ব্যবস্থা: দাওয়াহর বড় দুর্বলতা হলো প্রাথমিকভাবে স্পর্শ করার পর ধারাবাহিক ফলো-আপের অভাব। নতুন মুসলিম, অনিয়মিত মুসল্লি বা আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য ব্যক্তিগত সাপোর্ট সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে; একজন নির্ভরযোগ্য মেন্টর, নিয়মিত যোগাযোগ, নিরাপদ অনলাইন সহায়তা গ্রুপ, সহজ আকীদাহ ও ইবাদত শিক্ষা এবং ধাপে ধাপে জীবনযাপনের নির্দেশিকা এর অংশ হতে পারে।

দায়িত্ব: *দাওয়াহ সেন্টার, রিভার্ট কেয়ার টিম, অভিজ্ঞ দাঈ, স্থানীয় ইমাম ও মেন্টরশিপ কমিটি।*

২.১২ গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা-দাওয়াহ মডেল: গ্রাম, দরিদ্র এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে দাওয়াহ পৌঁছাতে তাদের বাস্তব জীবন ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। খাদ্য সহায়তা, বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সহায়তা, কর্জে হাসানাহ এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণের মতো উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর এ দৃষ্টিভঙ্গি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর বাস্তব প্রতিফলনও বটে। দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামই প্রধান বাস্তবতা; ফলে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা বা নসিহতের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছানো সব সময় সহজ নয়। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেউ যখন আন্তরিকভাবে তাদের কষ্ট লাঘবে পাশে দাঁড়ায়, তখন তারা ইসলামের শিক্ষা শুধু কথায় নয়, আচরণ ও সেবার মধ্যেও দেখতে পায়। এতে ইসলামের রহমত, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তাদের কাছে আরও জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, ইসলামের প্রতি তাদের ইতিবাচক আগ্রহ তৈরি হয় এবং দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ, মসজিদের সঙ্গে সংযোগ ও দ্বীনের পথে ফিরে আসার পথ সহজ হয়।

দায়িত্ব: *দাতব্য ফাউন্ডেশন, স্থানীয় মসজিদ কমিটি, গ্রামীণ দাওয়াহ সেন্টার, ওয়াকফ তহবিল ও চিকিৎসক-স্বেচ্ছাসেবক দল।*

২.১৩ কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরাম গঠন: বিচ্ছিন্ন দাওয়াহ প্রচেষ্টাকে সমন্বিত ও প্রভাবশালী করতে একটি কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরাম গঠন করা যেতে পারে। এর কাজ হবে দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংযুক্ত রাখা, উম্মাহর প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং একই কাজের পুনরাবৃত্তি কমিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা। (এই ফোরামের বিস্তারিত রূপরেখা "আদর্শ মডেলসমূহ" অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।)

দায়িত্ব: *সিনিয়র আলেম পরিষদ, ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দাওয়াহ সংগঠন, পেশাজীবী মুসলিম নেটওয়ার্ক ও দাতা প্রতিষ্ঠান।*

২.১৪ দাওয়াহ অর্থায়নে দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলগত বিনিয়োগ: আমাদের সমাজে দান-অনুদানের বড় অংশ সাধারণত ভবন নির্মাণ ও অবকাঠামোতে ব্যয় হয়; অথচ মানসম্মত কনটেন্ট, দাঈ ও ইমাম প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ডিজিটাল মিডিয়া ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ অনেক কম। ফলে কোটি টাকার ভবন দাঁড়িয়ে থাকলেও তা সচল করার মতো কার্যকর প্রোগ্রাম থাকে না এবং ভবন অপর্যাপ্তভাবে ব্যবহৃত (underutilized) থেকে যায়। তাই দাতা ও আলেমদের মধ্যে উপলব্ধি তৈরি করতে হবে যে দ্বীনের খেদমত কেবল অবকাঠামো নয়, বরং মানুষ গঠন, ইলম প্রচার, গবেষণা, কনটেন্ট ও প্রশিক্ষণও দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের ক্ষেত্র। প্রাথমিকভাবে ভাড়া ভবন বা শেয়ারড স্পেস ব্যবহার করে কার্যক্রম শুরু করে, গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হলে ধাপে ধাপে নিজস্ব অবকাঠামোতে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

দায়িত্ব: *দাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, দাওয়াহ সংগঠন, আলেম পরিষদ, ওয়াকফ ও ফান্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্বচ্ছ গভর্ন্যান্স বোর্ড।*

এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে মসজিদ ও দাওয়াহ কেন্দ্রগুলো যুগোপযোগী সমাজকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে, যেখানে সাধারণ মানুষ মসজিদকে কেবল ইবাদতের স্থান নয়, বরং সমস্যার সমাধান ও কল্যাণের আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখবে।

৩. ডিজিটাল দাওয়াহ ও মিডিয়া সংযুক্তির কৌশল

জরিপ-সংযোগ: ৭৪% উত্তরদাতা মনে করেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিনোদনের প্রতি আসক্তি তরুণদের দাওয়াহ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে; ৫২% মনে করেন, প্রচলিত দাওয়াহ কনটেন্ট তরুণদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ তৈরিতে ব্যর্থ; ৪৮% মনে করেন বিভিন্ন সেগমেন্টের জন্য আলাদা কনটেন্ট নেই; একই সঙ্গে ৫৯% উত্তরদাতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাঈদের পারস্পরিক দোষারোপের প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন এবং সমসংখ্যক উত্তরদাতা নাস্তিকতা মোকাবিলায় বর্তমান দাওয়াহ প্রচেষ্টাকে অপর্যাপ্ত মনে করেন।
ফিতনাহ-সংযোগ: শীর্ষ ফিতনাহসমূহ (প্রাসঙ্গিক কয়েকটি): অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয় (৭৪%), সেক্যুলারিজম-লিবারেলিজম (৬৭%), নারীবাদ (৬১%) ও এলজিবিটিকিউ (৫২%)।

বর্তমানে মানুষের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের বড় অংশ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দ্বারা প্রভাবিত। তাই দাওয়াহকে শুধু মসজিদ ও মাহফিলে সীমাবদ্ধ রাখলে তরুণ, শিক্ষিত ও অনলাইন-নির্ভর মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন হবে। এজন্য সুসংগঠিত, শারঈভাবে যাচাইকৃত ও audience-specific ডিজিটাল কৌশল জরুরি:

৩.১ লক্ষ্যভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট কৌশল: এক ধরনের কনটেন্ট সব শ্রেণির ওপর একইভাবে প্রভাব ফেলে না। শিশু, কিশোর, তরুণ, অভিভাবক, পেশাজীবী, দ্বীন থেকে দূরে থাকা মুসলিম ও সংশয়গ্রস্ত শিক্ষিত শ্রেণি; প্রত্যেকের ভাষা ও প্ল্যাটফর্ম আলাদা। তাই প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা ফরম্যাট দরকার। যেমন- শিশুদের জন্য অ্যানিমেশন ও গল্প, কিশোরদের জন্য রিলস/শর্টস, তরুণদের জন্য পডকাস্ট ও ক্যারিয়ার-আইডেন্টিটি কনটেন্ট, অভিভাবকদের জন্য প্যারেন্টিং গাইড এবং শিক্ষিত শ্রেণির জন্য প্রমাণভিত্তিক প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক সিরিজ। এই সেগমেন্টেশন অশ্লীলতা, সেক্যুলার-লিবারেল প্রভাব ও পরিচয়সংকটের মতো শ্রেণিভিত্তিক ফিতনাহর বিপরীতে ও কার্যকর।

দায়িত্ব: *কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি টিম, আলেম ও গবেষক দল, তরুণ কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ডিজিটাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ও শারঈ যাচাই বোর্ড।*

৩.২ সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় ও শেয়ারযোগ্য কনটেন্ট: বর্তমান সময়ে মানুষের মনোযোগের সময় কম; তাই দীর্ঘ লেকচারের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ও সহজে শেয়ারযোগ্য কনটেন্ট দরকার। রিলস, শর্টস, ক্যারোসেল পোস্ট, ইনফোগ্রাফিক, পডকাস্ট ক্লিপ, প্রশ্নোত্তর ভিডিও, অ্যানিমেশন ও ছোট storytelling ব্যবহার করে ইসলামের বার্তা মোবাইল স্ক্রিনে পৌঁছাতে হবে। তবে আকর্ষণীয় করার নামে কনটেন্ট যেন হালকা বা শারঈভাবে দুর্বল না হয়; সংক্ষিপ্ত হলেও তা হবে দলিলভিত্তিক, শালীন ও হৃদয়গ্রাহী।

দায়িত্ব: *ভিডিও এডিটর, গ্রাফিক ডিজাইনার, স্ক্রিপ্ট রাইটার, আলেম-রিভিউ টিম ও সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার।*

৩.৩ কেন্দ্রীয় ইসলামিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা: বিভিন্ন মসজিদ ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আলাদাভাবে দক্ষ গবেষক, লেখক, ডিজাইনার, ভিডিও সম্পাদক ও শারঈ পর্যালোচক

নিয়োগ করা কঠিন। তাই একটি কেন্দ্রীয় মিডিয়া প্রোডাকশন ও সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেতে পারে, যা তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্ক্রিপ্ট, ভিডিও, পডকাস্ট, ডিজাইন, অনুবাদ ও ক্যাম্পেইন উপকরণ তৈরি করে দেবে। সদস্যতা, প্রকল্পভিত্তিক ফি ও যৌথ অর্থায়নের মাধ্যমে পরিচালিত এই প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব পরিচয় ও শ্রোতার উপযোগী কনটেন্ট সরবরাহ করবে, ফলে কম খরচে নিয়মিত, পেশাদার ও শারঈভাবে যাচাইকৃত কনটেন্ট তৈরি সম্ভব হবে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক রিসার্চ প্রতিষ্ঠান, দাওয়াহ সংগঠন, মিডিয়া প্রোডাকশন টিম, আলেম পরিষদ ও দাতা প্রতিষ্ঠান।*

৩.৪ **গবেষণা, ডেটা ও AI-সমর্থিত কনটেন্ট পরিকল্পনা:** কোন বিষয় মানুষ বেশি খুঁজছে, কোন প্রশ্ন তরুণদের মধ্যে বেশি আসছে এবং কোন ফরম্যাট বেশি গ্রহণযোগ্য, তা বুঝতে জরিপ, অ্যানালিটিক্স, কমেন্ট বিশ্লেষণ ও audience research ব্যবহার করতে হবে। কনটেন্ট রিসার্চ, ভাষান্তর, সাবটাইটেল ও খসড়া স্ক্রিপ্টে AI সহায়ক টুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে AI-উৎপাদিত কোনো কনটেন্ট কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের শারঈ যাচাই ছাড়া প্রচার করা যাবে না।

দায়িত্ব: *রিসার্চ টিম, ডেটা অ্যানালিস্ট, AI/টেক টিম, কনটেন্ট এডিটর ও শারঈ যাচাই বোর্ড।*

৩.৫ **Gen-Z ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য তরুণবান্ধব মিডিয়া:** ১০–১৮ বছরের কিশোর-কিশোরী ও Gen-Z প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে তাদের ভাষা ও বাস্তব সমস্যা বুঝে কনটেন্ট তৈরি করতে হবে: “১০ মিনিটে ইসলাম”, পরিচয় সংকট, বন্ধুত্ব, সালাত, হারাম থেকে বাঁচা, আত্মসম্মান, পরিবার, পড়াশোনা ও মানসিক চাপের মতো বিষয়ে শর্ট ভিডিও, অ্যাপ ও পডকাস্ট। শুধু তাদের জন্য কনটেন্ট বানানো নয়, তাদেরকেই আইডিয়া, স্ক্রিপ্ট, ডিজাইন ও feedback প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে।

দায়িত্ব: *তরুণ দাঈ, শিক্ষক, মেন্টর, মিডিয়া টিম, যুব সংগঠন ও অভিভাবক ফোরাম।*

৩.৬ **ইসলামিক প্যারেন্টিং ও ক্যারিয়ার-গাইডেন্স ক্যাম্পেইন:** ডিজিটাল দাওয়াহ শুধু তরুণদের নয়, অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও যুক্ত করতে হবে। বাবা-মাকে কিশোর-কিশোরীর মানসিক, আধ্যাত্মিক ও পরিচয়গত চ্যালেঞ্জ বোঝাতে ইসলামিক প্যারেন্টিং ভিডিও সিরিজ, webinar ও live Q&A চালু করা যেতে পারে। একইভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য হালাল-হারাম, কর্মক্ষেত্রের নৈতিকতা ও দ্বীন-দুনিয়ার ভারসাম্য নিয়ে ইসলামিক career guidance তৈরি করা দরকার।

দায়িত্ব: *আলেম, শিক্ষক, অভিভাবক ফোরাম, মুসলিম পেশাজীবী নেটওয়ার্ক ও ডিজিটাল মিডিয়া টিম।*

৩.৭ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংশয়-নিরসনমূলক ডিজিটাল কনটেন্ট:** অনলাইনে নাস্তিকতা, ধর্মবিমুখতা, ইসলামোফোবিয়া ও সেক্যুলার চিন্তা দ্রুত ছড়ায়। তাই যুক্তি, দলিল, প্রজ্ঞা ও শান্ত ভাষায় বাংলায় মানসম্মত সংশয়-নিরসনমূলক কনটেন্ট জরুরি: ইসলামের যৌক্তিকতা, তাওহীদ, বিজ্ঞান ও ঈমান, রাসূল ﷺ-এর সীরাত, পরিবারব্যবস্থা ও আধুনিক প্রশ্নের ইসলামি উত্তর নিয়ে ভিডিও সিরিজ, পডকাস্ট ও লাইভ আলোচনা। এই কার্যক্রমটি জরিপে চিহ্নিত সেক্যুলারিজম-লিবারেলিজম (৬৭%) ও এলজিবিটিকিউ (৫২%) ফিতনাহর বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দিতে সরাসরি সহায়ক।

দায়িত্ব: *আলেম, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, তরুণ স্কলার, পডকাস্ট টিম ও শারঈ যাচাই বোর্ড।*

৩.৮ বিদ্যমান ভালো কনটেন্টের পুনর্বিন্যাস ও ব্যাপক প্রচার: অনেক সময় ভালো কনটেন্ট আগে থেকেই থাকে, কিন্তু দুর্বল প্রচার বা ভুল প্ল্যাটফর্মে প্রচারের কারণে পৌঁছায় না। তাই বিদ্যমান ভালো লেকচার, বই, প্রবন্ধ ও খুতবাকে নতুনভাবে সম্পাদনা, সংক্ষিপ্তসার তৈরি, সাবটাইটেল সংযোজন, ছোট ক্লিপে রূপান্তর এবং সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে পুনর্বিন্যাস করে মসজিদ, স্কুল, ইউটিউব, ফেসবুক ও কমিউনিটি লাইব্রেরিতে লক্ষ্যভিত্তিক শ্রোতাদের উপযোগী করে ব্যাপকভাবে প্রচার ও বিতরণ করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *কনটেন্ট আর্কাইভ টিম, সম্পাদকীয় বোর্ড, মিডিয়া টিম ও মসজিদ-মাদ্রাসা নেটওয়ার্ক।*

৩.৯ কনটেন্ট ক্রিয়েশন দক্ষতা ও পেশাদার জনবল তৈরি: মানসম্মত ডিজিটাল দাওয়াহর জন্য শুধু ইলমই যথেষ্ট নয়; স্ক্রিপ্ট রাইটিং, গল্প বলার কৌশল, ভিডিও নির্মাণ, ভিডিও সম্পাদনা, গ্রাফিক ডিজাইন এবং শ্রোতাদের সম্পৃক্ত করার দক্ষতাসম্পন্ন জনবল। এজন্য তরুণদের জন্য নিয়মিত মিডিয়া বুটক্যাম্প, কনটেন্ট রাইটিং কর্মশালা এবং ডিজিটাল প্রচারাভিযান ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন।

দায়িত্ব: *ইসলামিক মিডিয়া ইনস্টিটিউট, দাওয়াহ সংগঠন, পেশাদার মিডিয়া trainer ও দাতা প্রতিষ্ঠান।*

৩.১০ কেন্দ্রীয় কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি ও প্ল্যাটফর্ম সমন্বয়: বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একই বিষয় নিয়ে বারবার কাজ করার ফলে শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় হয়; অন্যদিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনালোচিত থেকে যায়। এ সমস্যা সমাধানে একটি কনটেন্ট কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে, যা লক্ষ্যভিত্তিক শ্রোতা বিশ্লেষণ, বিষয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, কনটেন্ট ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন দাওয়াহ প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। (এর বিস্তারিত রূপরেখা “আদর্শ মডেলসমূহ” অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।)

দায়িত্ব: *কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরাম, কনটেন্ট কাউন্সিল, ইসলামিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।*

৩.১১ সোশ্যাল মিডিয়া দাওয়াহ এথিকস: ডিজিটাল দাওয়াহর ভাষা হবে দায়িত্বশীল, শালীন ও গঠনমূলক। অনলাইনে ব্যক্তিগত আক্রমণ, পরনিন্দা, গ্রুপবাজি, clickbait, যাচাইহীন তথ্য ও বিদ্বেষমূলক ভাষা দাওয়াহর কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন করে। জরিপ অনুযায়ী পরস্পরকে দোষারোপই বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া দাওয়াহর অন্যতম বড় দুর্বলতা। তাই কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও উত্তম আখলাকের আলোকে একটি স্বেচ্ছাসম্মত দাওয়াহ আচরণবিধি (Code of Ethics) প্রণয়ন ও বিভিন্ন দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, আলেম, দাঈ ও ইসলামিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে তা গ্রহণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এতে গোপনে নসিহাহ, মতভিন্নতায় শালীনতা, তথ্য যাচাই, ন্যায়পরায়ণতা ও উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

দায়িত্ব: *আলেম পরিষদ, শারঈ যাচাই বোর্ড, সোশ্যাল মিডিয়া টিম ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর নেটওয়ার্ক।*

ডিজিটাল ময়দানে সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত, সেগমেন্টেড ও শারঈভাবে যাচাইকৃত উপস্থিতি গড়ে তুললে দাওয়াহ তরুণ ও শিক্ষিত শ্রেণির বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং প্রতিপক্ষের কৌশলগত প্রচারের বিপরীতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪. ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও সমন্বিত উন্নয়ন

> **জরিপ-সংযোগ:** ৪৫% মনে করেন সামগ্রিকভাবে মাদ্রাসাগুলো সোনালী প্রজন্মের মত প্রকৃত মুসলিম তৈরি করতে পারছে না; সফল না হতে পারার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে শিক্ষকদের আখলাক ও রোল-মডেল না হওয়া (৬৮%), দ্বীন শিক্ষা জীবন্ত ও প্রায়োগিক না হওয়া (৬৭%), মার্কস-সার্টিফিকেট মুখ্য হওয়া (৬০%) ও নৈতিক পরিবেশের ঘাটতি (৫২%)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: ৯০% মনে করেন মাদ্রাসা এমন নেতৃত্ব তৈরিতে সফল নয়, যারা ফতোয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তায় দেশের হাল ধরতে পারে (৬৪% সম্পূর্ণ অসফল মনে করেন)।
> নিচের সুপারিশগুলো বিশেষভাবে এই শিক্ষা, চরিত্র ও জাতীয় নেতৃত্বের ঘাটতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রণীত।

ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামিক নেতা ও দাঈ গড়ে তুলতে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় অপরিহার্য। লক্ষ্য হবে এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা দ্বীনি জ্ঞানে গভীর, চরিত্রে দৃঢ় এবং সমসাময়িক জ্ঞান ও দক্ষতায়ও পারদর্শী। এর মাধ্যমে তারা দাওয়াহ ও ফতোয়ার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও যোগ্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে:

৪.১ দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা মডেল (কারিকুলাম সংস্কার): ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন শিক্ষা কারিকুলাম নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা কুরআন, হাদিস ও শরিয়তের গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি সমসাময়িক বিশ্ব, সমাজ, রাষ্ট্র ও পেশাগত বাস্তবতা সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে এ ধরনের সমন্বিত শিক্ষা রয়েছে, সেখানে এর মান ও কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। আর যেখানে এ ধরনের সুযোগ সীমিত, সেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, ভাষা ও নাগরিক বাস্তবতা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ধীরে ধীরে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। লক্ষ্য হবে শুধু ইমাম বা মুয়াজ্জিন তৈরি নয়; বরং এমন আলেম, দাঈ ও মুসলিম পেশাজীবী গড়ে তোলা, যারা দ্বীনি ও সমসাময়িক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, চরিত্রবান ও কর্মদক্ষ এবং শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন, গণমাধ্যম, প্রযুক্তি ও নীতিনির্ধারণসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। একই সঙ্গে তারা ইংরেজি মাধ্যম ও অনুরূপ শিক্ষাধারা থেকে উঠে আসা তরুণ প্রজন্মের ভাষা, মানসিকতা ও বাস্তব প্রশ্ন বুঝে তাদের কাছে কার্যকরভাবে দাওয়াহ পৌঁছাতে পারবেন।

দায়িত্ব: *শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সংস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা নীতিনির্ধারকবৃন্দ।*

৪.২ মাদ্রাসা শিক্ষায় জীবনমুখী প্রশিক্ষণ: রাসূল ﷺ-এর যুগের ন্যায় বাস্তব জীবনমুখী শিক্ষা মাদ্রাসায় পুনরায় চালু করা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু ওহীর বাণী পড়ে শোনাননি; তিনি বাস্তব জীবনে ইসলামের সৌন্দর্যকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। তাই

মাদ্রাসায় শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানের ইনপুট নয়, ছাত্ররা যেন জীবনে ও সমাজে তা প্রয়োগ করে শেখে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের বয়স ও সক্ষমতা অনুযায়ী সমাজসেবা ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পাঠ্যক্রমের অংশ করা যেতে পারে। এর মধ্যে দরিদ্র শিশুদের পাঠদান, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষা, অসহায় মানুষের সহায়তা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, দুর্যোগকালীন সেবা এবং খাদ্য বা শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি শহর ও জনবহুল এলাকায় পথচারীদের সঙ্গে দ্বীনি কথোপকথন, ইসলাম পরিচিতি কার্যক্রম, বই ও তথ্যপত্র বিতরণ, উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর, স্ট্রিট দাওয়াহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মজীবী মানুষের কাছে লক্ষ্যভিত্তিক দাওয়াহ, হাসপাতাল ও সংশোধনাগারে মানবিক সহায়তা এবং দ্বীন থেকে দূরে থাকা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এসব উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও অর্জিত দক্ষতাকেও মূল্যায়নের অংশ করা যেতে পারে।

এতে ছাত্ররা সোনালী প্রজন্মের মত ইলমকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে শিখবে এবং ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য বাস্তবতায় উপলব্ধি করবে, যা তাদের মধ্যে ইখলাস, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা, আত্মবিশ্বাস, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা ও দলগতভাবে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। ফলে তারা কেবল জ্ঞানসম্পন্ন নয়, বরং বাস্তবমুখী, প্রজ্ঞাবান ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম ও অনুপ্রাণিত আলেম ও দাঈ হিসেবে গড়ে উঠবে।

দায়িত্ব: *মাদ্রাসা প্রশাসন, স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ও দাতাগোষ্ঠী।*

৪.৩ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন: একটি হাইব্রিড শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে যেখানে মাদ্রাসার ছাত্ররা নিকটস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত আধুনিক বিষয় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, কম্পিউটার বিজ্ঞান) অধ্যয়নের সুযোগ পাবে, এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা স্বেচ্ছায় শরিয়াহ ও ইসলামি স্টাডিজের কোর্সে অংশ নিতে পারবে। এই বিনিময় "দ্বীন-দুনিয়া ভারসাম্যপূর্ণ" একটি নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করবে, যা সরাসরি জরিপে চিহ্নিত জাতীয় নেতৃত্বের ঘাটতি পূরণে অবদান রাখবে।

দায়িত্ব: *শিক্ষা নীতিনির্ধারকবৃন্দ, মাদ্রাসা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগ।*

৪.৪ প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক পরিচালনা: প্রতিটি মাদ্রাসায় ত্রৈমাসিক অভিভাবক-শিক্ষক শূরা (Parents-Teachers Shura) বৈঠকের প্রথা চালু করা যেতে পারে, যেখানে অভিভাবকরা অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবেন। একই সঙ্গে একটি Ethics Oversight Committee গঠন করা যেতে পারে, যাতে স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানের আচরণ, নীতি-নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা পর্যবেক্ষণ করে পরামর্শ দেন। এতে জনগণের আস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

দায়িত্ব: *মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদ, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রশাসন।*

৪.৫ স্কাউটিং ও তারবিয়াহ প্রোগ্রাম: ছাত্রদের শৃঙ্খলা, দলীয় কর্মদক্ষতা ও সমাজচেতনা বাড়াতে ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক স্কাউটিং চালু করা যেতে পারে। পাশাপাশি মাদ্রাসার তারবিয়াহ কার্যক্রম কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নিরীক্ষায় গবেষণা পরিচালনা করে, ফলাফলের ভিত্তিতে উন্নত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা বোর্ড।*

৪.৬ আদর্শ ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেল: সরকার ও কমিউনিটির সহযোগিতায় কয়েকটি আদর্শ মডেল ইসলামিক স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে আধুনিক পাঠ্যক্রম ও প্রযুক্তির সঙ্গে ইসলামি মূল্যবোধ, চরিত্রগঠন ও উচ্চমানের শরিয়াহ শিক্ষা সমান গুরুত্ব পাবে। এসব মডেল জাতীয় পর্যায়ে দেখাবে সমন্বিত ও মানসম্পন্ন ইসলামিক শিক্ষা কীরূপ হতে পারে।

দায়িত্ব: *শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ওয়াকফ ও দাতাসংস্থা এবং ইসলামি এনজিওসমূহ।*

৪.৭ শিক্ষকবৃন্দের জীবনমান উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ: শিক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; তাই তাঁদের বেতন-ভাতা ও জীবনমান যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় থাকা শিক্ষক ভালোভাবে শিক্ষাদান ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি, ছাত্র-মনস্তত্ত্ব, প্রযুক্তির ব্যবহার ও ইসলামি নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে নিয়মিত কর্মশালা এবং চারিত্রিক মানোন্নয়নে তারবিয়াহ সেশন দরকার, কারণ শিক্ষক ছাত্রদের জন্য জীবন্ত আদর্শ।

দায়িত্ব: *সরকারি শিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট ওয়াকফ/দানকারীগণ।*

এই সংস্কার ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি প্রজন্ম গড়তে পারবে, ইন-শা-আল্লাহ, যারা ধর্মীয় ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে জাতীয় ও বৈশ্বিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত হবে।

৫. পেশাদার মুসলিম ও সাধারণ জনগণের দাওয়াহ সক্ষমতা বৃদ্ধি

> **জরিপ-সংযোগ:** জরিপ অনুযায়ী দাওয়াহকে এগিয়ে নিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন: প্র্যাকটিসিং মুসলিম যারা জীবনযাপনে দ্বীনের সৌন্দর্য প্রকাশ করে মানুষের মাঝে অনুপ্রেরণা জোগাবেন (৮৬%) এবং প্রফেশনাল মুসলিম যারা কর্মক্ষেত্রে ইসলামি নীতি চর্চা ও দাওয়াহর মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করবেন (৬১%)। অর্থাৎ দাওয়াহকে কেবল আলেমের দায়িত্ব হিসেবে না দেখে প্রতিটি মুসলিমের ভূমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

দাওয়াহকে কেবল আলেম বা বক্তাদের কার্যক্ষেত্র হিসেবে না দেখে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করতে হবে। পেশাজীবী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই নিজ অবস্থানে ভূমিকা রাখলে দাওয়াহর পরিধি বহুগুণে বাড়বে:

৫.১ দাওয়াহর দায়িত্ব সবার এবং বহুমুখী ভূমিকা: মুসলিম সমাজে এই উপলব্ধি গড়ে তুলতে হবে যে দাওয়াহ শুধু কয়েকজন আলেম বা বক্তার কাজ নয়; প্রতিটি মুসলিম নিজ জ্ঞান, সামর্থ্য ও অবস্থান অনুযায়ী দ্বীনের সৌন্দর্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন। তবে সবাই ধর্মীয় বিষয়ে মতামত বা ফতোয়া দেবেন না; জটিল শারঈ প্রশ্ন যোগ্য আলেমদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের চরিত্র, আচরণ, সম্পর্ক ও সেবার মাধ্যমে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

একজন সাধারণ করপোরেট কর্মী কর্মক্ষেত্রে সততা, দায়িত্বশীলতা, সময়ানুবর্তিতা ও সহকর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন। একজন প্রতিবেশী বিপদে পাশে দাঁড়ানো, একজন ক্রেতা-বিক্রেতা ন্যায্যতা বজায় রাখা, একজন অভিভাবক পরিবারে ভালোবাসা ও নৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং একজন তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে শালীন ও সহমর্মী আচরণের মাধ্যমে ইসলামের মূল্যবোধকে দৃশ্যমান করতে পারেন। সততা, প্রতিশ্রুতি পালন, পরিচ্ছন্নতা, আমানতদারি, ক্ষমাশীলতা এবং মতভিন্নতায় শালীনতার চর্চা দেখে মানুষ ইসলামকে শুধু বক্তব্যে নয়, জীবন্ত আচরণেও উপলব্ধি করতে পারবে। এ ধরনের ধারাবাহিক চরিত্রভিত্তিক দাওয়াহ মানুষের মনে আস্থা তৈরি করে এবং দ্বীনের বার্তা গ্রহণের পথ সহজ করে।

এ উদ্যোগকে কার্যকর করতে মসজিদ, মাদ্রাসা ও দাওয়াহ সংগঠনগুলো সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, খুতবা, পারিবারিক ও সামাজিক কর্মশালা, মেন্টরশিপ এবং স্থানীয় প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

দায়িত্ব: *আলেম সমাজ ও দাওয়াহ সংগঠন; কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উদাহরণ স্থাপন করবেন।*

৫.২ পেশাজীবীদের জন্য বিশেষ দাওয়াহ প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন পেশার মুসলিমদের ইসলামের জ্ঞান ও দাওয়াহ কৌশলে পারদর্শী করতে লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে। যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও আইনজীবীদের জন্য “Professional Muslim Leadership Program”, যেখানে নিজ পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামি নেতৃত্বের গুণাবলি ও

দাওয়াহর কলা-কৌশল শেখানো হবে এবং তাঁরা কীভাবে সহকর্মী ও ক্লায়েন্টদের কাছে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছাতে পারেন তা অনুশীলন করানো হবে। প্রশিক্ষণ-পরবর্তী পর্যায়ে পেশাভিত্তিক মুসলিম নেটওয়ার্ক, নিয়মিত মেন্টরিং, কেস স্টাডি আলোচনা এবং যৌথ সামাজিক উদ্যোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত পেশাজীবীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ইসলামি মূল্যবোধের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, ইতিবাচক রোল-মডেল এবং সমাজসেবামুখী দাওয়াহকর্মী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

দায়িত্ব: *ইসলামিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পেশাজীবী সমিতি ও ইসলামিক চিন্তাবিদবৃন্দ।*

৫.৩ মেন্টরশিপ ও সামষ্টিক সহায়তা: পেশাজীবী ও সাধারণ মুসলমানদের দাওয়াহ প্রচেষ্টাকে সুসংগঠিত করতে মেন্টরশিপ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে। অভিজ্ঞ দাঈ বা আলেমদের সঙ্গে তরুণ পেশাজীবীদের যুক্ত করে ব্যক্তিগত পরামর্শ দেওয়া হলে তারা আত্মবিশ্বাসী হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পেশার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়ে দাওয়াহ ক্লাব গঠন করে দলগতভাবে দাওয়াহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক সেন্টার, স্থানীয় মসজিদ ও কমিউনিটি লিডারগণ।*

৫.৪ আদর্শ পেশাজীবী মুসলিমের উদাহরণ তুলে ধরা: সমাজ ও গণমাধ্যমে এমন সফল পেশাজীবী মুসলমানদের গল্প প্রচার করতে হবে যাঁরা নিজ ক্ষেত্রে প্রতিভার পাশাপাশি ইসলামি নীতি-আদর্শ মেনে চলেন। তাঁদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবসেবার দিক তুলে ধরলে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে এবং বুঝবে যে পেশায় শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে দ্বীনদারি বজায় রাখা সম্পূর্ণ সম্ভব।

দায়িত্ব: *ইসলামিক সংগঠনের মিডিয়া উইং, টিভি ও পত্রপত্রিকা এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট।*

এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি ক্ষেত্রের মুসলমান নিজ অবস্থান থেকেই ইসলামকে উপস্থাপন করবেন, ফলে দাওয়াহর পরিধি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষেত্র, পরিবার ও সমাজে ইসলামের মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়বে।

৬. ইসলামি গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

জরিপ-সংযোগ: ৬৩.৫% উত্তরদাতা মনে করেন দাওয়াহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা বা জাতীয় কৌশল নেই; প্রায় ৯০% মনে করেন আলেমগণ সামগ্রিকভাবে ইসলামোফোবিয়া, সেক্যুলারিজম ও নাস্তিকতার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জে প্রস্তুত নন (৪৫% প্রধানত অপ্রস্তুত মনে করেন); এবং ইসলামি থিঙ্কার ও পলিসি-মেকার তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেন ৫১.৫%।
এই অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণাকেন্দ্র, থিংকট্যাঙ্ক ও বিকল্প বয়ান তৈরির কাঠামো জরিপে চিহ্নিত চিন্তাগত চ্যালেঞ্জগুলোর তথ্যভিত্তিক ও সময়োপযোগী জবাব প্রস্তুতে সহায়ক হতে পারে।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সাফল্যের জন্য জ্ঞান, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরেও নেতৃত্ব গড়ে তোলা জরুরি। ইসলামোফোবিয়া, সেক্যুলারিজম ও নাস্তিকতার মতো সমসাময়িক চিন্তাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আবেগনির্ভর প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে গভীর গবেষণা, নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং প্রমাণভিত্তিক ও সময়োপযোগী বয়ান তৈরি করতে হবে:

৬.১ **বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবিলায় ইসলামিক থিংকট্যাঙ্ক:** গবেষণা ও কৌশলগত পরিকল্পনা ছাড়া কোনো দাওয়াহ প্রচেষ্টাই দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর ও টেকসই হতে পারে না। কোন মতাদর্শ, সাংস্কৃতিক প্রবাহ, নীতিগত পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক চাপ মুসলিম সমাজের ঈমান, পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করছে; ইসলামি অগ্রযাত্রার সুযোগ কোথায়; এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের ফিতনাহ ও সংকট দেখা দিতে পারে, তা নিরূপণে ধারাবাহিক গবেষণা অপরিহার্য। অন্যদিকে ইসলামবিরোধী মতাদর্শ ও প্রচারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গবেষণা নির্ভর হওয়ায় এসব চ্যালেঞ্জ বিচ্ছিন্ন বক্তব্য বা আবেগনির্ভর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়; বরং নির্ভরযোগ্য তথ্য, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি এবং সুপরিকল্পিত কৌশলের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে দেশে শক্তিশালী ও স্বাধীন ইসলামি থিংকট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যেখানে আলেমদের পাশাপাশি অর্থনীতি, আইন, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা, প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা সমন্বিতভাবে কাজ করবেন। তাঁরা উম্মাহর সামনে বিদ্যমান ও উদীয়মান ফিতনাহ, ঝুঁকি, সম্ভাবনা এবং সামাজিক ও ভূরাজনৈতিক প্রবণতা নিয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণা করবেন; ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবেন; এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বাংলাদেশের বাস্তবতার উপযোগী বয়ান, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও নীতিবিকল্প তৈরি করবেন।

গবেষণার ফল নীতিপত্র, কৌশলপত্র, আইন ও নীতি পর্যালোচনা, গণমাধ্যম উপকরণ, প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব কর্মসূচির মাধ্যমে নীতিনির্ধারক, আলেম, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাঙ্গন ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর মাধ্যমে উম্মাহ কেবল সংকটের পর প্রতিক্রিয়া জানানো অবস্থায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং ঝুঁকি আগেভাগে শনাক্ত করা,

সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো, জাতীয় আলোচনায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা এবং সমাজের চিন্তা, সংস্কৃতি ও নেতৃত্বে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির সক্ষমতা অর্জন করবে।

দায়িত্ব: *বড় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র; দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মুসলিম সংস্থার তত্ত্বাবধান ও অনুদান।*

৬.২ ইসলামিক রিসার্চ ও মিডিয়া ইনস্টিটিউট: একটি বহুমুখী Islamic Research & Media Institute গঠন করা যেতে পারে, যা একই ছাদের নিচে গবেষণা, মিডিয়া প্রোডাকশন ও দাওয়াহ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে। এটি একদিকে আলেম-দাঈদের জন্য সমসাময়িক বিষয়ে চলমান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে, অন্যদিকে গবেষণা-নির্ভর বই, প্রবন্ধ, অনলাইন কনটেন্ট ও ভিডিও তৈরি করে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেবে, যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন বা সামাজিক অবক্ষয়ে ইসলাম কী সমাধান দেয়, তা বাংলা ও ইংরেজিতে তথ্যচিত্র ও ইনফোগ্রাফিক আকারে প্রচার।

দায়িত্ব: *উদ্যোক্তা ইসলামিক এনজিও, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, বড় মসজিদ কর্তৃপক্ষ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত বোর্ড; অর্থায়নে ওয়াকফ ও দাতা গোষ্ঠী।*

৬.৩ দাওয়াহ রিসার্চ সেন্টার ও ডেটাবেস: আলেম ও দাঈদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে কেন্দ্রীয় দাওয়াহ রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যেখান থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন, কেস স্টাডি ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করা হবে। ইমাম ও দাঈগণ খুতবা প্রস্তুতি আলোচনা, বিতর্ক বা লিখনীতে এ সেন্টারের রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবেন; জটিল বিষয়ে সহজবোধ্য ব্রিফিং নোট ও ইনফোগ্রাফিক তৈরি করে বিতরণ করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বা স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান; দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, বড় মসজিদ কর্তৃপক্ষ, আলেম ও একাডেমিশিয়ানের সমন্বয়।*

৬.৪ দাওয়াহর চাহিদা নিরূপণে গবেষণা: দাওয়াহ অঙ্গনে কোথায় কী ধরনের মানবসম্পদ বা দক্ষতার অভাব রয়েছে তা শনাক্তে বিশেষ গবেষণা উদ্যোগ দরকার, যেমন থিংকট্যাঙ্ক গবেষক, দক্ষ বক্তা, ইসলামিক কাউন্সেলর বা পেশাজীবী মেন্টরের সংকট। এই চাহিদা-মূল্যায়ন গবেষণার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে লক্ষ্য ঠিক করে ঘাটতি পূরণে প্রশিক্ষণ বা নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা যাবে।

দায়িত্ব: *থিংকট্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিশেষজ্ঞ ও দাওয়াহ সংগঠনের পরিকল্পনাবিদ।*

৬.৫ আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞানবিনিময়: দেশের আলেম ও চিন্তাবিদদের বিশ্বপরিসরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। সেমিনার, সম্মেলন ও শিক্ষা সফরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপিত হলে আমাদের আলেমরা জানতে পারবেন অন্যান্য দেশ কীভাবে আধুনিক সমস্যার ইসলামি সমাধান দিচ্ছে এবং জাতীয় জীবনে ইসলামকে প্রাসঙ্গিক রাখছে।

দায়িত্ব: *আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ/ভিজিট প্রোগ্রাম; দেশীয় আলেম সংগঠন।*

৬.৬ উদ্ভাবনী দাওয়াহ কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা: যাঁরা সৃজনশীল উপায়ে ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দাওয়াহর কাজ করছেন, তাঁদের সামাজিকভাবে স্বীকৃতি ও সহযোগিতা দেওয়া উচিত। সফল দাঈ, গবেষক বা বক্তাদের জন্য বার্ষিক দাওয়াহ এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন এবং দাওয়াহমুখী গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগে অনুদান ও ফান্ডিং দিয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দাতা সংস্থা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।*

৬.৭ জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও কৌশলগত পরিকল্পনা: জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা দাওয়াহর বাইরের কোনো বিষয় নয়; বরং কার্যকর দাওয়াহ, দ্বীন পালন এবং একটি সুস্থ মুসলিম সমাজ গঠনের অপরিহার্য পরিবেশগত ভিত্তি। পবিত্র কুরআনে এসেছে: "আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, 'হে আমার রব, এই নগরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।'" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৫

এখানে লক্ষণীয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সবকিছুর আগে নিরাপত্তার জন্য দো'আ করেছেন। কারণ, যদি কোন স্থানে নিরাপত্তার অভাব হয়, সেখানে দ্বীন-দুনিয়ার কোন কাজই সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। [ফাতহুল কাদীর]

তাই ইসলামি গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বকে শুধু তাত্ত্বিক বা ধর্মীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নেও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক, বাস্তবসম্মত ও দূরদর্শী দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় বহিরাগত হুমকি ও আগ্রাসন, ইসলামোফোবিয়া এবং এই মুসলিম ভূখণ্ডের নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষায়িত ইসলামি গবেষণা ও কৌশলগত পরিকল্পনা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

দায়িত্ব: *ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উলামা পরিষদ, ইসলামিক থিংকট্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ও মিডিয়া খাতের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম।*

সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে এই গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত হলে দাওয়াহ বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ও নেতৃত্বে বলীয়ান হবে এবং দেশ-বিদেশে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হবে, ইন-শা-আল্লাহ।

৭. কমিউনিটি সম্পৃক্ততা ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো

জরিপ-সংযোগ: পুরো জরিপে সর্বাধিক সমর্থিত প্রস্তাব ছিল মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে (নিরাপত্তা, ইসলামোফোবিয়া, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন, এলজিবিটিকিউ ফিতনাহ, অশ্লীলতা প্রভৃতি ইস্যুতে) ন্যূনতম ঐক্য, যা ৯৫% উত্তরদাতা সমর্থন করেছেন, বিপরীত মত ছিল প্রায় অনুপস্থিত (০.৪%);
৬৫% অনৈক্যকে উম্মাহর শীর্ষ ফিতনাহগুলোর একটি মনে করেন; ৬১% মনে করেন দাওয়াহর নেতৃত্বসংক্রান্ত অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো, ভুল দেখলে সংশোধনের বদলে বিদআতি/খারেজী/মুশরিক ট্যাগ দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়; এবং ৬৫.৯% মনে করেন ধার্মিক মুসলিমদের জন্য দাওয়াহ আয়োজনেও উন্নতির সুযোগ আছে।

দাওয়াহ জনমুখী ও ফলদায়ক করতে পুরো কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং দাওয়াহ অঙ্গনে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা জরুরি। নিচে কমিউনিটির মতামত গ্রহণ, ঐক্য রক্ষা ও জবাবদিহিতার কাঠামোর সুপারিশ দেওয়া হলো:

৭.১ দাওয়াহ কার্যক্রমে জনগণের মতামত ও ফিডব্যাক: দাওয়াহ বার্তার মান মূল্যায়নে সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ কোনো বার্তা কতটা কার্যকর, বোধগম্য ও উপকারী হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারেন বার্তার গ্রহীতারাই। বক্তা তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য জানেন, কিন্তু শ্রোতারা জানেন সেই বক্তব্য তাঁদের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণে কতটা প্রভাব ফেলেছে। তাই দাওয়াহর সফলতা কেবল বক্তার জ্ঞান বা ভাষার সৌন্দর্যে নয়; বরং শ্রোতার কাছে বার্তাটি কতটা স্পষ্ট, প্রাসঙ্গিক ও জীবনঘনিষ্ঠ হয়েছে, তার ওপরও নির্ভরশীল। এই কারণে প্রতিটি বড় মসজিদ ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানে ত্রৈমাসিক গুগল ফর্ম সার্ভে চালু করা যেতে পারে, যেখানে জুমার খুতবার বা দ্বীনি আলোচনার বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী, দৈর্ঘ্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মুসল্লিরা গোপন ফিডব্যাক দিতে পারবেন। এই মতামত ইমাম, খতিব ও আলোচকদের কাছে পৌঁছে দিলে দাওয়াহ একমুখী প্রচার থেকে দ্বিমুখী যোগাযোগে রূপান্তরিত হবে এবং খুতবা ও লেকচার আরও বাস্তবমুখী, প্রভাবশালী ও সমাজসংলগ্ন হয়ে উঠবে।

দায়িত্ব: *মসজিদ কমিটি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন।*

৭.২ ন্যূনতম ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম ও সংলাপ: ২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের পরে দেশে যখন কোন পুলিশ ছিলো না, তখন পাড়ায় মহল্লায় সবাই পাহারা বসিয়েছিলো, সকলের নিরাপত্তার জন্য। সেখানে বিভিন্ন ভাবধারার মুসলিমগণ বৃহত্তর স্বার্থে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলো এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিপদটাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। বর্তমান বাস্তবতায় যখন মুসলিমদের বিভিন্ন গ্রুপ বিভেদ ও কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত হচ্ছে এবং এর সুযোগে ইসলামের শত্রুরা মুসলিম পরিবারের সন্তানদের ঈমান চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই মুসলিম ভূখণ্ডের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়ছে, তখন মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে (নিরাপত্তা, ইসলামোফোবিয়া, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন, এলজিবিটিকিউ ফিতনাহ, অশ্লীলতা প্রভৃতি) অন্ততপক্ষে উপরের

উদাহরণের মত একসাথে কাজ করার প্রয়োজন (প্রায় সর্বসম্মত সমর্থন এসেছে: ৯৫%)। এ লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে এমন একটি ন্যূনতম ঐক্যের মঞ্চ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে ভিন্নমতের পক্ষগুলো মুখ্য অভিন্ন ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। তবে এখানে "ঐক্য" বলতে কোনো আকীদাহগত, মাযহাবগত বা মানহাজগত আপস বোঝানো হয়নি; বরং ইসলামের সাধারণ স্বার্থ, মুসলিমদের নিরাপত্তা ও যৌথ হুমকির ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর্মসমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে বোঝানো হয়েছে।

দায়িত্ব: *দেশের শীর্ষ আলেম সংগঠন ও ইসলামিক থিংকট্যাঙ্ক; ধর্মীয় বিষয়ে সরকারি কমিটিও উদ্যোগ নিতে পারে।*

৭.৩ যৌথ সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ঐক্য: মতপার্থক্য কমাতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন দলের আলেম ও অনুসারীদের একসঙ্গে মানবসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে-বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ, শীতে কম্বল বিতরণ, দরিদ্র এলাকায় চিকিৎসা শিবির। "কর্মের ঐক্য" অনেক সময় কথার চেয়ে বেশি কার্যকর; একসঙ্গে কাজ করলে পরিচিতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং বিভক্তির দেয়াল ভাঙে।

দায়িত্ব: *স্থানীয় ও জাতীয় ইসলামিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ; মসজিদ কমিটি।*

৭.৪ দাওয়াহ ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সহায়তা কেন্দ্র: দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাধীন, অলাভজনক ও পরামর্শভিত্তিক "দাওয়াহ ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সহায়তা কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এটি কোনো নিয়ন্ত্রক বা তদারকি সংস্থা হবে না; বরং প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুরোধের ভিত্তিতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং ধারাবাহিক উন্নয়নে সহযোগিতা করবে।

কেন্দ্রটি স্ব-মূল্যায়নের মানদণ্ড, সুশাসন ও স্বচ্ছতার নির্দেশিকা, আর্থিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, কৌশলগত পরিকল্পনা, নীতিমালার নমুনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব উন্নয়ন, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুত টেমপ্লেট, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে। আমন্ত্রণের ভিত্তিতে অভিজ্ঞ আলেম ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পরামর্শমূলক প্রাতিষ্ঠানিক রিভিউ পরিচালনা করে উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক সুপারিশও দিতে পারে।

এ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়; বরং ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আস্থাভিত্তিক সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষের একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এর মাধ্যমে দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই আরও দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনআস্থাসম্পন্ন ও যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে।

দায়িত্ব: *মাদ্রাসা বোর্ডের সমন্বয়; দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান সমন্বয় কমিটি।*

এই পদক্ষেপগুলো কমিউনিটি ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবে। দাওয়াহর বার্তা জনগণের মতামতে সমৃদ্ধ হবে এবং আলেম-দাঈগণ স্বচ্ছ ও ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালন করলে ইসলামের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

৮. তরুণ ও শিক্ষিত শ্রেণিকে দাওয়াহর কার্যকর অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলা

জরিপ-সংযোগ : জরিপে কিশোর ও স্কুলপড়ুয়া নতুন প্রজন্মকে দাওয়াহর সবচেয়ে উপেক্ষিত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৬৫.৫% উত্তরদাতা এবং আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের ক্ষেত্রে এ হার ৬২.৭%; নতুন প্রজন্ম থেকে গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ হিসেবে ৫৪.২% উত্তরদাতা মোটিভেটর ও মেন্টরের কথা বলেছেন এবং ৫১.৫% ইসলামি থিঙ্কার ও পলিসি-মেকার তৈরির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন; একই সঙ্গে ৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন, আলেমসমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের চিন্তা, ভাষা ও বাস্তবতা বোঝার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দূরত্ব রয়েছে।

এই ফলাফল ইঙ্গিত করে যে তরুণদের শুধু দাওয়াহর শ্রোতা হিসেবে নয়, বরং ভবিষ্যৎ দাঈ, গবেষক, উদ্ভাবক, মেন্টর ও নীতিনির্ধারক হিসেবে গড়ে তোলার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তাদের মেধা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক প্রভাবকে সঠিক দিকনির্দেশনা, দ্বীনি ভিত্তি এবং অভিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে দাওয়াহ আরও প্রাসঙ্গিক, উদ্ভাবনী ও ভবিষ্যৎমুখী হয়ে উঠতে পারে:

৮.১ **তরুণ দাঈ গড়ে তোলার ফেলোশিপ ও মেন্টরশিপ:** মেধাবী ও আগ্রহী মুসলিম যুবকদের দাওয়াহমুখী করতে একটি Youth Dawah Fellowship Program চালু করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, নবীন পেশাজীবী বা সক্রিয় যুবদের বাছাই করে ইসলামি জ্ঞান, বক্তৃতা ও লেখার দক্ষতা, নেতৃত্ব ও আধুনিক মিডিয়া ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রত্যেককে একজন অভিজ্ঞ মেন্টরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এক-দুই বছরের ফেলোশিপ শেষে একদল উদ্যমী তরুণ দাঈ প্রস্তুত হবে।

দায়িত্ব: *আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা ও বেসরকারি ইসলামিক সংগঠন; প্রশিক্ষক হিসেবে খ্যাতনামা আলেম ও বিশেষজ্ঞ।*

৮.২ **স্কুল-কলেজে ইসলামি নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচি:** উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। সাপ্তাহিক/মাসিক সেশনে শিক্ষার্থীরা ইসলামের মূল শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও দাওয়াহর পদ্ধতি শিখবে; বিশেষজ্ঞ বক্তারা নেতৃত্বের কৌশল ও সমস্যা সমাধানে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি শেখাবেন। ডিবেট, কর্মশালা ও ছোট প্রকল্প হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা দেবে।

দায়িত্ব: *বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ক্যাম্পাস দাওয়াহ গ্রুপ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসন।*

৮.৩ **তরুণদের প্রযুক্তিগত ও সৃজনশীল দক্ষতার ব্যবহার:** তরুণদের সৃষ্টিশীলতা ও প্রযুক্তি-দক্ষতাকে দাওয়াহর কাজে লাগাতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, পডকাস্ট ও মোবাইল অ্যাপে মানসম্মত কনটেন্ট তৈরিতে তাদের উৎসাহিত করতে গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং ও স্টোরিটেলিং বিষয়ে কর্মশালা রাখা যেতে পারে। তারা নিজেদের ভাষায় ইসলামের

চিরন্তন বার্তাকে আধুনিক উপস্থাপনায় ছড়িয়ে দিলে সমবয়সী তরুণদের মধ্যে গভীর প্রভাব পড়বে; আলেমরা বিষয়বস্তুর শারঈ যাচাই ও তত্ত্বাবধান করবেন।

দায়িত্ব: *ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার ও যুব সংগঠন; অভিজ্ঞ দাঈ ও টেক-এক্সপার্ট ট্রেইনার।*

৮.৪ বক্তৃতা ও বিতর্কের সংস্কৃতি গড়ে তোলা: শিক্ষিত তরুণদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে দাওয়াহর দিকে ধাবিত করতে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ইসলামিক বিতর্ক ক্লাব ও চিন্তাশীল আড্ডা আয়োজন করা যেতে পারে। থিমভিত্তিক প্রতিযোগিতা তরুণদের কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন ও সমসাময়িক সমস্যার সমাধান উপস্থাপনে অভ্যস্ত করবে; প্রয়োজনে বিপরীত মতের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ আলোচনায় অংশ নিতে প্রশিক্ষিত করতে হবে।

দায়িত্ব: *বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সংঘ, ডিবেট ফেডারেশন ও আলেমদের কাউন্সেলিং টিম।*

৮.৫ তারুণ্যের উদ্যোগে সামাজিক প্রকল্প: তরুণদের নেতৃত্বে সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে, যা দাওয়াহর পরোক্ষ অংশ হিসেবে কাজ করবে, যেমন মসজিদে দরিদ্র শিশুদের জন্য কমিউনিটি টিউশন প্রকল্প, বা প্রকৌশল-বিজ্ঞান পটভূমির তরুণদের দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য সোলার ল্যাম্প বানিয়ে বিতরণ। এসব উদ্যোগে সমাজের উপকারের পাশাপাশি তরুণরা শিখবে কীভাবে ইসলামের অনুপ্রেরণায় বাস্তব সমস্যার সমাধান করা যায়।

দায়িত্ব: *যুব ক্লাব ও ইসলামিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন; স্থানীয় মসজিদ পৃষ্ঠপোষকতা দেবে।*

৮.৬ তরুণ পেশাজীবী ও দাঈদের নেটওয়ার্কিং: নবীন দাঈ, চিন্তাবিদ ও পেশাজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার একটি Young Muslim Professionals Network গঠন করা যেতে পারে, যেখানে তাঁরা দ্বীনি চেতনা বজায় রেখে পেশাগত উৎকর্ষের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন এবং দাওয়াহর যৌথ উদ্যোগ নেবেন। অভিজ্ঞ আলেমদের উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত করলে নতুন উদ্যোগে শরিয়াহর দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক যুব সংস্থা ও শহরভিত্তিক মুসলিম পেশাজীবী গ্রুপ; আলেম ও বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা।*

৮.৭ তরুণ, অভিভাবক ও ক্যারিয়ারভিত্তিক দাওয়াহ ইকোসিস্টেম: তরুণ প্রজন্মের দাওয়াহকে বিচ্ছিন্ন প্রোগ্রাম হিসেবে না দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ ইকোসিস্টেম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে তরুণ, অভিভাবক, শিক্ষক ও ক্যারিয়ার-গাইডেন্স একসঙ্গে যুক্ত থাকবে। এজন্য ইসলামিক প্যারেন্টিং ক্যাম্পেইন, পরিচয়বোধ কর্মশালা, ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক ক্যারিয়ার গাইডেন্স, যুব ক্যাম্প ও মেন্টরশিপ চালু করা প্রয়োজন, যাতে তারা বুঝতে পারে ইসলাম তাদের জীবনের বাধা নয়, বরং পরিচয়, লক্ষ্য ও চরিত্র গঠনের ভিত্তি।

দায়িত্ব: *শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাওয়াহ সংগঠন, অভিভাবক ফোরাম, তরুণ দাঈ নেটওয়ার্ক ও পেশাজীবী মুসলিম মেন্টর।*

এই কর্মসূচিগুলো তরুণ ও শিক্ষিত শ্রেণিকে দাওয়াহর মূল ধারায় আরও কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করবে। তথ্যপ্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, সৃজনশীল চিন্তা ও নৈতিক নেতৃত্বের সমন্বয়ে তরুণ প্রজন্ম জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে ইসলামের উৎকর্ষ প্রমাণে সফল হবে, ইন-শা-আল্লাহ।

৯. মাঠপর্যায়ে সামাজিক দাওয়াহ ও আউটরিচ কার্যক্রম

জরিপ-সংযোগ: জরিপে ৯০% উত্তরদাতা মনে করেন, দ্বীন ও সালাত থেকে দূরে থাকা এবং মসজিদে অনিয়মিত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বর্তমান দাওয়াহ কার্যক্রম সবচেয়ে দুর্বল। আগামী পাঁচ বছরে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য সর্বাধিক সমর্থন পেয়েছে সুন্নাহভিত্তিক মানবিক সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজ (৮২%)। পাশাপাশি বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগকে ৬৬%, রাষ্ট্রীয় ও নীতিগত পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা বৃদ্ধিকে ৫৭% এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী বা অবৈতনিক দাওয়াহকর্মী গড়ে তোলাকে ৪১% উত্তরদাতা গুরুত্ব দিয়েছেন।

দাওয়াহর আসল সৌন্দর্য তখনই ফুটে ওঠে যখন তা মানুষের নিত্যদিনের জীবনে কার্যকরভাবে উপস্থিত থাকে। তৃণমূলে সরাসরি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তায় দাওয়াত দিলে তার প্রভাব হয় সবচেয়ে গভীর:

৯.১ টার্গেটেড আউটরিচ কৌশল প্রণয়ন: সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি বা এলাকাভেদে আলাদা দাওয়াহ কৌশল প্রয়োজন। প্রতিটি দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে নিজস্ব লক্ষ্যগোষ্ঠী শনাক্ত করতে হবে (যেমন মসজিদমুখী নয় এমন তরুণ, শিক্ষা-সচেতনতা কম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বা ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন অভিজাত শ্রেণি) এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক বার্তা ও পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। কারও জন্য খেলাধুলা, কারও জন্য সংস্কৃতি-আলোচনা, আবার কারও জন্য মৌলিক আকীদাহ ও সৌন্দর্য তুলে ধরে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

দায়িত্ব: *দাওয়াহ সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগ; স্থানীয় মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার সহযোগী।*

৯.২ মাঠভিত্তিক আউটরিচ ও স্ট্রিট দাওয়াহ: দাওয়াহকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কেবল মসজিদকেন্দ্রিক কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। বাজার, পার্ক, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পর্যটনকেন্দ্র, হাসপাতাল, শপিং মল, সমুদ্রসৈকত, বাস ও রেলস্টেশনসহ মানুষের স্বাভাবিক সমাগমস্থলে পরিকল্পিত ও প্রশিক্ষণভিত্তিক আউটরিচ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষিত দাওয়াহ টিম বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ, ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর, বই ও লিফলেট বিতরণ, কুরআনের অনুবাদ উপহার, বিশেষ ইস্যুভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম এবং আগ্রহীদের সঙ্গে পরবর্তী যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে।

এ ছাড়া বইমেলা, বাণিজ্যমেলা, শিক্ষা মেলা, ক্যারিয়ার ফেয়ার, ক্রীড়া আয়োজন ও অন্যান্য অনুমোদিত জনসমাগমে ইসলামি তথ্য ও পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে “ইসলাম সম্পর্কে জানুন”, “আপনার প্রশ্ন করুন” কিংবা পরিবার, নৈতিকতা, মাদকাসক্তি ও সামাজিক দায়িত্বের মতো বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা রাখা যেতে পারে।

পাশাপাশি স্কুল-কলেজ, জেলা শহর, মেলা ও কমিউনিটি কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ ইসলামি প্রদর্শনী আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে কুরআন, নবুওয়াত, জীবনের উদ্দেশ্য, পরিবার, ইসলামের সামাজিক শিক্ষা এবং মুসলিম সভ্যতার অবদান দৃশ্যভিত্তিক উপকরণ, সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা ও উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে মানুষের

সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, ভুল ধারণা দূর করা এবং প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করা।

দায়িত্ব: *প্রতি মহল্লার ইমাম ও স্থানীয় দাওয়াহ টিম; যুব স্বেচ্ছাসেবকরা সমন্বয়ে সহায়তা করবে।*

৯.৩ স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা: গ্রাম ও পাড়ার স্তরে দাওয়াহ সচল রাখতে সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল দরকার। মসজিদের তত্ত্বাবধানে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে দাওয়াহ স্কোয়াড তৈরি করা যেতে পারে, যাদের কাজ হবে বাড়ি বাড়ি খোঁজ নেওয়া, অসুস্থদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা, যুবকদের জন্য হালাল বিনোদনের ব্যবস্থা এবং বিপদগ্রস্তদের চিহ্নিত করে আলেমদের জানানো। মাদক বা পারিবারিক কোন্দলের মতো ইস্যুতে দ্রুত সচেতনতা ক্যাম্পেইনেও তারা ভূমিকা রাখবে।

দায়িত্ব: *স্থানীয় মসজিদ কমিটি বা দাওয়াহ কেন্দ্র; প্রশিক্ষণে জাতীয় এনজিও ও ইসলামিক যুব সংগঠন।*

৯.৪ দাওয়াহ কার্যক্রমের প্রচার ও বিস্তৃতি: মাঠপর্যায়ে সফল ছোট ছোট প্রকল্পকে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে, যাতে অন্য এলাকাও উৎসাহিত হয়। কোনো পাড়া 'টি-স্টল সংলাপ' বা স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করে সুফল পেলে স্থানীয় পত্রিকা, সামাজিক মাধ্যম ও জুমার খুতবায় সেই সাফল্য তুলে ধরা যেতে পারে। এই "একজন আরেকজনকে উদ্বুদ্ধ করা" পদ্ধতিতে দাওয়াহর আওতা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

দায়িত্ব: *ইসলামিক মিডিয়া সেল, মসজিদ ইমাম ও কমিউনিটি লিডারগণ।*

এসব আউটরিচ ও সেবাধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে দাওয়াহ মিম্বার ও সভায় সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করবে। মানুষ যখন দেখবে ইসলামের অনুসারীরা তাদের সুখ-দুঃখে পাশে আছে, তখন ইসলামের প্রতি তাদের অন্তরে আগ্রহ জন্মাবে এবং সামগ্রিক ইসলামিক পুনর্জাগরণ ত্বরান্বিত হবে।

আদর্শ মডেলসমূহ

আগের নয়টি অধ্যায়ে দাওয়াহ উন্নয়নের সুপারিশগুলো ক্ষেত্রভিত্তিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু একজন মসজিদ পরিচালক, একটি দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা কিংবা একদল কনটেন্ট-নির্মাতা প্রায়ই জানতে চান: "আমার নিজের কাঠামোটি আদর্শভাবে কেমন হওয়া উচিত এবং সেখানে কী কী কার্যক্রম থাকা উচিত?" এই অধ্যায়টি সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। এখানে চারটি মৌলিক কাঠামোর উচ্চপর্যায়ের রূপরেখা ও সম্ভাব্য কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

এই মডেলগুলো কোনো বাধ্যতামূলক নকশা নয়; বরং অনুসরণযোগ্য একটি সাধারণ চিত্র, যা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য, স্থান ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অভিযোজিত করতে পারবেন। ছোট পরিসরে শুরু করে ধাপে ধাপে সম্প্রসারণই বাস্তবসম্মত। নিচে প্রতিটি মডেলের উদ্দেশ্য, কাঠামোগত উপাদান ও সম্ভাব্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

আদর্শ মসজিদ মডেল

উদ্দেশ্য: মসজিদকে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের স্থান নয়, বরং স্থানীয় দাওয়াহ ও সুন্নাহ ভিত্তিক সামাজিক সেবার কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তর করা, যেখানে একজন মানুষ ইবাদত, জ্ঞান, পরামর্শ ও বিপদে সহায়তাসহ সবকিছুর জন্য নির্ভর করতে পারে।

কাঠামোগত উপাদান: একজন দাওয়াহ-সচেতন ইমাম/খতিব; একটি পরিচালনা কমিটি; স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ ও বার্ষিক প্রতিবেদন; একটি ছোট পরামর্শ পর্ষদ (অভিভাবক, পেশাজীবী ও সমাজপতিদের নিয়ে); শিক্ষা ও তারবিয়াহ উইং; সমাজসেবা ও কল্যাণ উইং (যাকাত-সাদাকাহ ও কর্জে হাসানাহ ফান্ডসহ); যুব ও স্বেচ্ছাসেবক দল; নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ পরিসর; এবং একটি ছোট পাঠাগার ও ডিজিটাল উপস্থিতি (পেজ/চ্যানেল)।

সম্ভাব্য কার্যক্রম:

১. নিয়মিত দারস, জুমার জীবনঘনিষ্ঠ খুতবা এবং মাঝে মাঝে সালাত-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত নসিহাহ;

২. সাপ্তাহিক মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা (সালাত, আকীদাহ, আখলাক, পারিবারিক জীবন), প্রয়োজনে হালকা নাশতাসহ (বিশেষ করে গ্রামের মসজিদে);

৩. যাকাত-সাদাকাহ ও কর্জে হাসানাহ ব্যবস্থাপনা, দরিদ্র-অসুস্থ-ঋণগ্রস্তের সহায়তা ও দুর্যোগে ত্রাণ;

৪. নতুন মুসল্লি, অনিয়মিত মুসল্লি ও দ্বীন থেকে দূরে থাকা মানুষের নিয়মিত খোঁজখবর ও ফলো-আপ;

৫. পরিবার ও তরুণদের জন্য প্রাথমিক কাউন্সেলিং, সহজ নিকাহ সহায়তা ও দাম্পত্য পরামর্শ;

৬. নারীদের জন্য পৃথক দ্বীনি সেশন ও প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা;

৭. যুব স্বেচ্ছাসেবক দল দ্বারা মহল্লার সেবা-রক্তদান, পরিচ্ছন্নতা, অসুস্থ পরিবহন ও হালাল বিনোদন;

৮. মাসিক 'শ্রবণচক্র' বা টি-স্টল সংলাপ, যেখানে মানুষ মন খুলে কথা বলতে ও প্রশ্ন করতে পারে;
৯. নারী, পরিবার, যুবক ও সাধারণ মুসল্লিদের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ স্বাস্থ্য-সচেতনতা, মানসিক সুস্থতা, পুষ্টি, পারিবারিক স্থিতি, মাতৃত্ব, শিশু লালন-পালন, বয়স্কদের যত্ন ও সমাজসেবামূলক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে; তবে চিকিৎসা-পরামর্শের ক্ষেত্রে যোগ্য ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, কাউন্সেলর ও বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়া হবে।
১০. মসজিদের খুতবা, দারস, সংক্ষিপ্ত নসিহাহ, প্রশ্নোত্তর, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে মানসম্মতভাবে রেকর্ড, সম্পাদনা ও প্রচারের জন্য একটি ছোট ডিজিটাল টিম; যেখানে মৌলিক অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং, গ্রাফিক ডিজাইন, কনটেন্ট লেখনী, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা এবং অনলাইন প্রশ্নোত্তর ফলো-আপের ব্যবস্থা থাকবে।
১১. কর্পোরেট পেশাজীবী, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য হালাল উপার্জন, আমানাহ, কর্মক্ষেত্রের নৈতিকতা, ব্যবসায়িক সততা, নেতৃত্ব, যাকাত, রিবা থেকে সতর্কতা, কর্মচারীর অধিকার, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দাওয়াহভিত্তিক সমাজসেবায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিশেষ সেশন ও নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।
১২. ত্রৈমাসিক ফিডব্যাক জরিপ ও স্বচ্ছ আয়-ব্যয় প্রকাশ।

▶ শুরুর ধাপ: বিদ্যমান মসজিদে কেবল দুটি-তিনটি কার্যক্রম (যেমন সাপ্তাহিক ক্লাস, কর্জে হাসানাহ ও ফলো-আপ) চালু করেও এই মডেলের যাত্রা শুরু করা যায়।

আদর্শ দাওয়াহ ইনস্টিটিউট / সেন্টার মডেল

উদ্দেশ্য: একটি অঞ্চলের দাওয়াহ কার্যক্রমকে পেশাদারভাবে পরিচালনা করা: দাঈ তৈরি, প্রশিক্ষণ, কনটেন্ট, সেবা ও গবেষণাকে এক ছাদের নিচে এনে একটি টেকসই দাওয়াহ-ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।

কাঠামোগত উপাদান: একটি পরিচালনা পর্ষদ ও শারঈ উপদেষ্টা প্যানেল; প্রশিক্ষণ বিভাগ (দাঈ, ইমাম ও স্বেচ্ছাসেবক উন্নয়ন); কনটেন্ট ও মিডিয়া বিভাগ; সমাজসেবা ও আউটরিচ বিভাগ; নারী দাওয়াহ উইং; গবেষণা ও পরিকল্পনা সেল; স্বচ্ছ অর্থব্যবস্থা ও ওয়াকফ/ফান্ড ব্যবস্থাপনা; পাঠাগার ও সম্ভব হলে একটি ছোট স্টুডিও।

সম্ভাব্য কার্যক্রম:

১. দাঈ, ইমাম ও তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণ-দ্বীনি জ্ঞান, যোগাযোগ, পাবলিক স্পিকিং, কাউন্সেলিং ও ডিজিটাল দক্ষতা;
২. পেশাজীবীদের জন্য বিশেষ দাওয়াহ ও নেতৃত্ব প্রোগ্রাম এবং উলামা-পেশাজীবী সংলাপ ফোরাম;

৩. শ্রেণিভিত্তিক কনটেন্ট উৎপাদন: শিশু, তরুণ, অভিভাবক, সংশয়গ্রস্ত শিক্ষিত শ্রেণি ও সাধারণ মানুষের জন্য;

৪. সেবা-দাওয়াহ-মেডিকেল ক্যাম্প, শিক্ষা সহায়তা, কর্মসংস্থান সহায়তা, দরিদ্র সহায়তা ও দুর্যোগ ত্রাণ;

৫. নারীদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ, প্রশ্নোত্তর ও পরামর্শসেবা;

৬. নতুন মুসলিম ও আগ্রহীদের জন্য মেন্টরশিপ ও ফলো-আপ ব্যবস্থা;

৭. স্থানীয় মসজিদ, মাদ্রাসা ও সংগঠনের সঙ্গে নেটওয়ার্ক ও যৌথ কর্মসূচি;

৮. সংক্ষিপ্ত ভিডিও, খুতবার সারাংশ, প্রশ্নোত্তর ক্লিপ, রিলস/শর্টস, ইনফোগ্রাফিক, পডকাস্ট, অডিও নসিহাহ, অনলাইন কোর্স, লাইভ সেশন এবং সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মসজিদ ও দাওয়াহ সেন্টারের বার্তাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৯. মানসিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, মাতৃত্বকালীন ও প্রসব-পরবর্তী যত্ন, যুবকদের মানসিক চাপ, ডিজিটাল আসক্তি, বয়স্কদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, পরিবারভিত্তিক সমস্যা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন।

১০. তরুণদের দাওয়াহ, মিডিয়া, সমাজসেবা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মসজিদ সেবা, হালাল বিনোদন, ক্যারিয়ার মেন্টরশিপ ও ইসলামি নেতৃত্বে প্রশিক্ষিত করা, যাতে তারা দাওয়াহর সক্রিয় অংশীদার হয়ে ওঠে।

১১. একজন দাঈ তৈরি করে থেমে না থেকে এমন প্রশিক্ষক তৈরি করা, যারা নিজ নিজ এলাকায় আরও ইমাম, দাঈ ও স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে পারবেন।

১২. যেসব মানুষ মসজিদ বা সেন্টারে আসে না, তাদের কাছে পৌঁছাতে মাঠভিত্তিক দাওয়াহ দল গঠন—গ্রাম, শ্রমিক আবাসন, ক্যাম্পাস, বাজার, হাসপাতাল, পর্যটনকেন্দ্র, বইমেলা, বাণিজ্যমেলা, ক্রীড়া আয়োজন ও দুর্যোগকবলিত এলাকায় নিয়মিত সফর।

১৩. বক্তৃতা, খুতবা, ভিডিও, বই, কোর্স ও ক্যাম্পেইনের প্রভাব পরিমাপ করা—মানুষ বুঝছে কি না, আমলে পরিবর্তন আসছে কি না, বিভ্রান্তি কমছে কি না—এসব নিয়মিত মূল্যায়ন করা।

১৪. বইমেলা, বাণিজ্যমেলা, শিক্ষা মেলা, ক্রীড়া আয়োজন ও অন্যান্য অনুমোদিত জনসমাগমে অস্থায়ী ইসলামি তথ্য ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্র (Information & Experience Booth) পরিচালনা করা, যেখানে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর, বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী, বই ও তথ্যপত্র বিতরণ এবং আগ্রহীদের সঙ্গে পরবর্তী যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে।

১৫. স্থানীয় দাওয়াহ চাহিদা নিরূপণে ছোট পরিসরের গবেষণা ও বার্ষিক পরিকল্পনা।

> ▶ শুরুর ধাপ: নিজস্ব ভবন আবশ্যক নয়; ভাড়া বা শেয়ারড স্পেসে প্রশিক্ষণ ও কনটেন্ট দিয়ে শুরু করে গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের পর সম্প্রসারণ করা যায়।

কনটেন্ট কাউন্সিল মডেল

উদ্দেশ্য: বিচ্ছিন্ন ও পুনরাবৃত্ত কনটেন্ট-প্রচেষ্টার পরিবর্তে একটি সমন্বিত, মানসম্পন্ন ও শারঈভাবে যাচাইকৃত কনটেন্ট-ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা সঠিক বার্তা সঠিক শ্রেণির কাছে সঠিক ফরম্যাটে পৌঁছায়।

কাঠামোগত উপাদান: একটি সম্পাদকীয় পরিষদ; শারঈ যাচাই বোর্ড; বিষয়-গবেষণা ও audience-mapping সেল; প্রোডাকশন টিম (স্ক্রিপ্ট, ভিডিও, গ্রাফিক, পডকাস্ট); অনুবাদ ও সাবটাইটেল ইউনিট; বিতরণ ও অ্যানালিটিক্স টিম; এবং একটি যৌথ কনটেন্ট-ক্যালেন্ডার।

সম্ভাব্য কার্যক্রম:

১. কেন্দ্রীয় কনটেন্ট-ক্যালেন্ডার ও বিষয়-অগ্রাধিকার নির্ধারণ, যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ না পড়ে ও একই কাজের পুনরাবৃত্তি কমে;

২. শ্রেণিভিত্তিক ফরম্যাট-নির্দেশিকা-শিশু, কিশোর, তরুণ, অভিভাবক ও শিক্ষিত শ্রেণির জন্য;

৩. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কনটেন্টের প্রকাশপূর্ব শারঈ তথ্য যাচাই;

৪. সংশয়-নিরসন ও বুদ্ধিবৃত্তিক কনটেন্ট তৈরি: নাস্তিকতা, সেক্যুলারিজম ও সমকালীন ফিতনাহর শান্ত, দলিলভিত্তিক জবাব;

৫. বিদ্যমান ভালো লেকচার-বই-খুতবার পুনর্বিন্যাস (clip, summary, subtitle) ও পুনঃপ্রচার;

৬. অ্যানালিটিক্স ও কমেন্ট বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কনটেন্ট-কৌশল হালনাগাদ;

৭. কনটেন্ট-নির্মাতাদের জন্য মান-নির্দেশিকা ও সোশ্যাল মিডিয়া আচরণবিধি।

৮. ইসলামবিরোধী প্রচারণা, ভুল তথ্য, সামাজিক বিভ্রান্তি, ইসলামোফোবিয়া বা সমকালীন ফিতনাহর ক্ষেত্রে আবেগ নয়—দলিল, হিকমাহ ও তথ্যভিত্তিক দ্রুত জবাব প্রস্তুত করা।

৯. Facebook, YouTube, TikTok/Reels, WhatsApp, Telegram, Podcast ও Website-এর জন্য আলাদা ফরম্যাট, দৈর্ঘ্য, ভাষা ও প্রচারপদ্ধতি নির্ধারণ।

১০. পুরনো কনটেন্ট নিয়মিত রিভিউ, আপডেট, সংশোধন, পুনঃপ্রচার বা আর্কাইভ করা; যাতে দুর্বল, পুরনো বা অসম্পূর্ণ কনটেন্ট অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রচারিত না হয়।

১১. বাংলা কনটেন্টের পাশাপাশি ইংরেজি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভাষায় অনুবাদ/সাবটাইটেল তৈরি করে প্রবাসী, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত শ্রেণি ও আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছানো।

১২. দর্শক, মুসল্লি, শিক্ষক, তরুণ, নারী ও নতুন মুসলিমদের প্রশ্ন, মন্তব্য ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ কনটেন্ট পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১৩. স্ক্রিপ্ট রাইটিং, storytelling, video editing, graphic design, public communication, fact-checking ও শারঈ সংবেদনশীলতা বিষয়ে কনটেন্ট নির্মাতাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ।

> ▶ শুরুর ধাপ: কয়েকজন আলেম, গবেষক ও কনটেন্ট-নির্মাতার একটি ছোট সম্পাদকীয় কোর টিম দিয়েই কাউন্সিল শুরু করা যায়।

কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরাম মডেল

উদ্দেশ্য: বিভিন্ন দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তি-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা: প্রতিযোগিতা ও পুনরাবৃত্তি কমিয়ে অভিন্ন অগ্রাধিকারে যৌথ প্রভাব সৃষ্টি করা। এটি কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নয়, বরং স্বেচ্ছাসম্মত সমন্বয়ের একটি মঞ্চ।

কাঠামোগত উপাদান: বিভিন্ন ধারার জ্যেষ্ঠ আলেম ও প্রতিষ্ঠান-প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শ পরিষদ; একটি ছোট সমন্বয় সচিবালয়; বিষয়ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ (শিক্ষা, মিডিয়া, সেবা, গবেষণা); একটি অভিন্ন রিসোর্স ও তথ্যভাণ্ডার; এবং সিদ্ধান্তে ঐকমত্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সুস্পষ্ট নীতিমালা।

সম্ভাব্য কার্যক্রম:

১. জাতীয় ও আঞ্চলিক দাওয়াহ-অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও যৌথ কর্মপরিকল্পনা;

২. ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তিতে অভিন্ন ইস্যুতে (শিক্ষা, সেবা, ফিতনাহ-মোকাবিলা) যৌথ উদ্যোগ;

৩. প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা, রিসোর্স ও সফল মডেলের বিনিময়;

৪. নতুন উদ্ভূত ফিতনাহ ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণে রাউন্ডটেবিল ও ব্রিফিং;

৫. আচরণবিধি ও ট্যাগিং-সংস্কৃতি নিরসনে অভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড প্রচার;

৬. যৌথ সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ‘কর্মের ঐক্য’ গড়ে তোলা;

৭. সম্পদের অপচয় কমাতে কেন্দ্রীয় রিসোর্স-ভাগাভাগি ও রেফারাল ব্যবস্থা।

৮. কোন প্রতিষ্ঠান কোন এলাকা, শ্রেণি ও বিষয়ে কাজ করছে—এর একটি সম্মিলিত ম্যাপ তৈরি করা, যাতে gap, overlap ও priority সহজে বোঝা যায়।

৯. আলেম, দাঈ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে প্রকাশ্য কাদা-ছোড়াছুড়ির বদলে ব্যক্তিগত নসিহাহ, মধ্যস্থতা ও শালীন আলোচনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা।

১০. ইসলামোফোবিয়া, মিডিয়া আক্রমণ, সামাজিক বিভ্রান্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাম্প্রদায়িক উসকানি বা জাতীয় সংকটে দ্রুত সমন্বিত অবস্থান, কনটেন্ট ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

> ▶ শুরুর ধাপ: অল্প কয়েকটি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের একটি নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক দিয়েই ফোরামের যাত্রা শুরু হতে পারে; আস্থা বাড়ার সঙ্গে পরিধি বাড়বে।

এই চারটি মডেল পরস্পর-সম্পূরক: আদর্শ মসজিদ তৃণমূলে দাওয়াহর প্রাণকেন্দ্র; দাওয়াহ ইনস্টিটিউট সেই কাজকে পেশাদার ও টেকসই করে; কনটেন্ট কাউন্সিল বার্তাকে মানসম্মত ও সঠিক শ্রেণিতে পৌঁছে দেয়; আর কোঅর্ডিনেশন ফোরাম সবগুলো প্রচেষ্টাকে এক অভিন্ন লক্ষ্যে সমন্বিত করে। কেউ একটি মডেলের সামান্য অংশ গ্রহণ করলেও তা সামগ্রিক দাওয়াহ-পরিবেশকে সমৃদ্ধ করবে।

পাইলট মডেল ও বাস্তবায়ন টেমপ্লেট

নিচের মডেলগুলো বাস্তবায়নের আগে পাইলট-টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। এগুলো “বাস্তব কেস স্টাডি” নয়; মাঠপর্যায়ে চালুর পর ফলাফল, অভিজ্ঞতা ও শিখন যুক্ত করে এগুলোকে প্রকৃত কেস স্টাডিতে রূপান্তর করা যাবে। প্রতিটি টেমপ্লেট নিজ প্রেক্ষাপটে অভিযোজনযোগ্য।

পাইলট ১: টি-স্টল সংলাপ (মসজিদের বাইরে সম্পর্কভিত্তিক দাওয়াহ)

উদ্দেশ্য: ইমাম/আলেম ও সাধারণ মানুষের দূরত্ব কমানো এবং দাওয়াহকে অনানুষ্ঠানিক, মানবিক ও শ্রবণমূলক করা।

লক্ষ্য শ্রেণি: রিকশাচালক, দিনমজুর, দোকানদার, অনিয়মিত মুসল্লি, তরুণ ও মসজিদে কম-আসা মানুষ।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. মাসে একদিন নির্দিষ্ট টি-স্টল/কমিউনিটি স্পটে ৬০–৯০ মিনিটের ছোট আড্ডা।

২. ইমাম আগে শুনবেন, পরে সংক্ষিপ্ত ইসলামি দিকনির্দেশনা দেবেন।

৩. কোনো বিতর্কসভা নয়; প্রশ্ন, কষ্ট, পরিবার, সালাত ও জীবনের চাপ নিয়ে কোমল আলাপ।

৪. শেষে আগ্রহীদের নাম/নম্বর নিয়ে ফলো-আপ টিম যুক্ত করবে।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: চা-নাশতা, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক, ছোট বুকলেট ও ফলো-আপ রেজিস্টার।

সাফল্যের সূচক: অংশগ্রহণ সংখ্যা, নতুন সংযোগ, ফলো-আপ সংখ্যা, মসজিদে পুনরাগমন ও চাহিদার তালিকা।

পাইলট ২: গ্রামীণ মসজিদে নাশতাসহ সাপ্তাহিক মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা

উদ্দেশ্য: গ্রামীণ দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষকে সহজ, নিয়মিত ও সম্মানজনক পরিবেশে মৌলিক ইসলাম শেখানো।

লক্ষ্য শ্রেণি: দিনমজুর, কৃষিশ্রমিক, ভ্যান/রিকশাচালক, দরিদ্র পরিবার ও নতুন প্র্যাকটিসিং মুসলিম।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. সপ্তাহে একদিন এশা/মাগরিবের পর ৪৫ মিনিটের সহজ ক্লাস।

২. ২০ সপ্তাহের কারিকুলাম: সালাত, আকীদাহ, পবিত্রতা, আখলাক, হালাল-হারাম ও পরিবার।

৩. প্রতি ক্লাসে হালকা নাশতা ও আন্তরিক পরিবেশ।

৪. প্রতি মাসে একবার পরিবার/জীবিকা/স্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজন তালিকাভুক্ত করা।

৫. অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য তাদের বাস্তব প্রয়োজন চিহ্নিত করে শীতবস্ত্র, ইফতার, কুরবানির গোশত, যাকাত-সাদাকাহ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সহায়তার সঙ্গে সংযুক্ত করা।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: ইমাম, মুয়াজ্জিন, দাতা সদস্য, নাশতা ফান্ড, সহজ পাঠ্যপত্র ও উপস্থিতি খাতা।

সাফল্যের সূচক: সাপ্তাহিক উপস্থিতি, পুনরাগমন হার, সালাত নিয়মিত হওয়ার স্ব-প্রতিবেদন ও পরিবার সম্পৃক্ততা।

পাইলট ৩: ইউথ দাওয়াহ ফেলোশিপ (আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের জন্য)

উদ্দেশ্য: বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ তরুণদের ইসলামি পরিচয়, যুক্তি, চরিত্র ও দাওয়াহ-নেতৃত্বে প্রস্তুত করা।

লক্ষ্য শ্রেণি: কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, তরুণ পেশাজীবী ও নেতৃত্বগুণসম্পন্ন যুবক-যুবতী।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. ১২ সপ্তাহের ফেলোশিপ: আকীদাহ ভিত্তি, সংশয় মোকাবিলা, ইসলামি সভ্যতা ও ব্যক্তিগত শুদ্ধি।

২. আলেম, গবেষক ও পেশাজীবীদের যৌথ সেশন।

৩. প্রতি ফেলো একটি ছোট দাওয়াহ/সেবা প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

৪. শেষে মূল্যায়ন, মেন্টরিং ও অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: কোর্স মডিউল, মেন্টর, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, বইপাঠ তালিকা ও প্রকল্প মাইক্রো-গ্রান্ট।

সাফল্যের সূচক: সম্পন্নকারী ও প্রকল্প সংখ্যা, ক্যাম্পাস সার্কেল, কনটেন্ট আউটপুট ও সংশয়-প্রশ্ন রেসপন্স।

পাইলট ৪: কনটেন্ট রিভিউ ওয়ার্কফ্লো (শারঈ ও পেশাদার মান নিয়ন্ত্রণ)

উদ্দেশ্য: দাওয়াহ কনটেন্টকে দলিলভিত্তিক, অডিয়েন্স-উপযোগী, পেশাদার ও ভুলমুক্ত করা।

লক্ষ্য শ্রেণি: ভিডিও, পোস্ট, খুতবা-সিরিজ, বুকলেট, পডকাস্ট, তরুণ ও পরিবার কনটেন্ট।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. বিষয়-ব্রিফ: উদ্দেশ্য, লক্ষ্য শ্রেণি, মূল বার্তা, দলিল ও ভুল-বোঝাবুঝির ঝুঁকি।

২. খসড়া: লেখক/স্ক্রিপ্টরাইটার প্রাথমিক খসড়া তৈরি করবেন।

৩. শারঈ রিভিউ: আলেম/রিভিউ বোর্ড দলিল ও বক্তব্য যাচাই করবেন।

৪. সম্পাদকীয় রিভিউ: ভাষা, টোন, স্পষ্টতা, অডিয়েন্স-ফিট ও ভিজ্যুয়াল।

৫. চূড়ান্ত অনুমোদন ও প্রকাশনা-ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্তি।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: কনটেন্ট-ব্রিফ টেমপ্লেট, শারঈ রিভিউয়ার, এডিটর, ডিজাইনার ও প্রকাশনা ক্যালেন্ডার।

সাফল্যের সূচক: রিভিউ-সম্পন্ন কনটেন্ট, ভুল সংশোধন সংখ্যা, প্রকাশের সময় ও অডিয়েন্স সাড়া।

পাইলট ৫: মসজিদভিত্তিক সহায়তা কেন্দ্র (Community Mercy Desk)

উদ্দেশ্য: মসজিদকে মানুষের কষ্ট, প্রশ্ন ও পারিবারিক সংকটে নিরাপদ প্রথম আশ্রয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষ্য শ্রেণি: অসুস্থ, ঋণগ্রস্ত, পারিবারিক সমস্যাগ্রস্ত, বেকার, নতুন ও অনিয়মিত মুসল্লি।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. সপ্তাহে একদিন ২ ঘণ্টার সহায়তা ডেস্ক।

২. ইমাম/স্বেচ্ছাসেবক প্রাথমিকভাবে শুনবেন ও শ্রেণিবিন্যাস করবেন।

৩. প্রয়োজনে চিকিৎসক, কাউন্সেলর, আইনজীবী, শিক্ষক বা দাতার কাছে রেফার করবেন।

৪. গোপনীয়তা, সম্মান ও শারঈ সীমা বজায় থাকবে।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: রেজিস্টার, রেফারাল নেটওয়ার্ক, দাতা ফান্ড, গোপনীয়তা নীতিমালা ও প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক।

সাফল্যের সূচক: সহায়তা কেস, রেফারাল, সমাধানকৃত সমস্যা, পুনরায় যোগাযোগ ও মসজিদের প্রতি আস্থা।

পাইলট ৬: গ্রামে ঘরভিত্তিক নারীদের মৌলিক কুরআন শিক্ষা ও দ্বীনি তারবিয়াহ প্রোগ্রাম

উদ্দেশ্য: নারীদের জন্য নিরাপদ ও ঘরোয়া পরিবেশে মৌলিক কুরআন পড়া শেখানো এবং এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় মৌলিক ইসলাম: আকীদাহ, সালাত, পবিত্রতা, আখলাক ও পারিবারিক জীবন সহজভাবে শেখানো।

লক্ষ্য শ্রেণি: গৃহিণী, কর্মজীবী নারী, মা, কিশোরীর অভিভাবক, তরুণী ও দরিদ্র নারী।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. নির্ভরযোগ্য কোনো পরিবারের ঘরে সপ্তাহে একদিন ৬০ মিনিটের নারী-নিরাপদ সেশন।

২. মহিলা শিক্ষিকা/যোগ্য দাঈয়ার মাধ্যমে নূরানী/কায়দা, হরফ চেনা, মাখরাজ ও তাজবিদ মৌলিক নিয়ম ও ছোট সূরা শুদ্ধভাবে শেখানো।

৩. প্রতিটি সেশনে ১৫ মিনিট মৌলিক ইসলাম শিক্ষা: সালাত, পবিত্রতা, আকীদাহ, আখলাক, দুআ, পারিবারিক দায়িত্ব ও দৈনন্দিন আমল।

৪. অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য তাদের বাস্তব প্রয়োজন চিহ্নিত করে শীতবস্ত্র, ইফতার, কুরবানির গোশত, যাকাত-সাদাকাহ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সহায়তার সঙ্গে সংযুক্ত করা।

৫. নিয়মিত অংশগ্রহণকারী ও আগ্রহী নারীদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে স্থানীয় নারী দাওয়াহ সহায়ক/কমিউনিটি অ্যাম্বাসাডর তৈরি করা।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: মহিলা শিক্ষিকা/দাঈয়া, নিরাপদ ঘরোয়া ভেন্যু, সহজ পাঠ্যপত্র, উপস্থিতি তালিকা, হালকা নাশতা, নারী সমন্বয়কারী এবং প্রয়োজনে মহিলা ডাক্তার/কাউন্সেলর/বিশেষজ্ঞের রেফারাল নেটওয়ার্ক ।

সাফল্যের সূচক: নিয়মিত উপস্থিতি, পুনরাগমন হার, সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ সম্পন্নকারী নারীর সংখ্যা, মৌলিক ইসলামিক জ্ঞান অর্জনকারী নারীর সংখ্যা, পরিবারে দ্বীন পালনে উন্নতির স্ব-প্রতিবেদন এবং স্থানীয় নারী দাওয়াহ সহায়ক তৈরি হওয়া।

পাইলট ৭: নতুন ও দূরবর্তী মুসলিমের ফলো-আপ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য: প্রাথমিক আগ্রহ বা ইসলাম গ্রহণের পর মানুষকে একা না রেখে ধারাবাহিক সহায়তা দেওয়া।

লক্ষ্য শ্রেণি: নতুন মুসলিম, আগ্রহী অমুসলিম ও দ্বীন থেকে দূরে থাকা কিন্তু ফিরতে আগ্রহী মুসলিম।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. প্রথম যোগাযোগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেন্টর নিয়োগ।

২. ১২ সপ্তাহের ভিত্তি-পথ: ঈমান, সালাত, পবিত্রতা, কুরআন পাঠ ও হালাল জীবন।

৩. সাপ্তাহিক খোঁজখবর ও জরুরি প্রশ্নের জন্য নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ।

৪. মুসলিম পরিবার/বন্ধু নেটওয়ার্কের সঙ্গে সামাজিক সংযোগ।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: মেন্টর তালিকা, বেসিক ইসলাম বুকলেট, অনলাইন সাপোর্ট ও রেফারাল প্রোটোকল।

সাফল্যের সূচক: মেন্টরড ব্যক্তি সংখ্যা, ১২ সপ্তাহ সম্পন্নকারী, সালাত শুরু ও সামাজিক সংযোগ।

পাইলট ৮: জেলা দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন পাইলট

উদ্দেশ্য: জেলা পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত করে সেগমেন্টভিত্তিক দাওয়াহ চালু করা।

লক্ষ্য শ্রেণি: জেলার মসজিদ, মাদ্রাসা, দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন ও পেশাজীবী নেটওয়ার্ক।

বাস্তবায়ন ধাপ:

১. জেলার ১০–১৫টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে সমন্বয় বৈঠক।

২. অডিয়েন্স ম্যাপিং: তরুণ, গ্রামীণ দরিদ্র, নারী, পেশাজীবী ও দূরবর্তী মুসলিম।

৩. প্রতি প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ ক্ষেত্র গ্রহণ করবে; পুনরাবৃত্তি কমবে।

৪. ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও যৌথ মিডিয়া প্রচার।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স: জেলা ফোরাম, সমন্বয়ক, যৌথ ক্যালেন্ডার, অগ্রগতি-শিট ও স্থানীয় দাতা।

সাফল্যের সূচক: যৌথ প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ, সেগমেন্ট কাভারেজ ও সফল মডেল সম্প্রসারণ।

পরিশিষ্ট ক: জরিপ ও সুপারিশ সংযোগ-সারণি

নিচের সারণিটি প্রথম খণ্ডের প্রধান জরিপ-ফলাফলগুলোকে এই খণ্ডের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও মডেলের সঙ্গে এক নজরে মিলিয়ে দেখায়।

জরিপের মূল ফলাফল	প্রস্তাবিত মূল করণীয়	সংশ্লিষ্ট অধ্যায় / মডেল
সেবা ও মানবিক কাজই দাওয়াহর সবচেয়ে কার্যকর পথ - ৮২%	সেবা ও সহমর্মিতাভিত্তিক দাওয়াহ; মাঠপর্যায়ে সামাজিক সেবায় আলেম-দাঈদের সরাসরি অংশগ্রহণ; মসজিদকে ইবাদত, আস্থা ও কমিউনিটি-কল্যাণের প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তর; গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা-দাওয়াহ মডেল; মসজিদভিত্তিক সহায়তা কেন্দ্র (Community Mercy Desk) পাইলট	§১.২, §১.৬, §২.১, §২.১২, §৯, আদর্শ মসজিদ মডেল, পাইলট ৫
মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে ন্যূনতম ঐক্য - ৯৫% (সর্বাধিক সমর্থিত)	উম্মাহ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যচেতনা; ন্যূনতম ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম ও অন্তর্দলীয় ইলমি সংলাপ; যৌথ সেবামূলক কার্যক্রমে ‘কর্মের ঐক্য’; আলেমদের নৈতিক আচরণবিধি (Code of Ethics); কেন্দ্রীয় দাওয়াহ কোঅর্ডিনেশন ফোরাম	§১.৫, §৭.২, §৭.৩, §৭.৪, §২.১৩, কোঅর্ডিনেশন ফোরাম মডেল
আলেম-দাঈদের আধুনিক যোগাযোগ-প্রশিক্ষণ প্রয়োজন - ৯৭%	মিডিয়া ও যোগাযোগ দক্ষতায় প্রশিক্ষণ; পাবলিক স্পিকিং, উপস্থাপন কৌশল ও সফট-স্কিল ইনস্টিটিউট; কনটেন্ট ক্রিয়েশন বুটক্যাম্প ও পেশাদার জনবল তৈরি; আদর্শ দাওয়াহ ইনস্টিটিউট মডেল	§১.১৩, §১.১৪, §৩.৯, দাওয়াহ ইনস্টিটিউট মডেল
অবকাঠামোর তুলনায় কনটেন্ট-গবেষণায় বিনিয়োগ অপ্রতুল - ৯৪%	দাওয়াহ অর্থায়নে দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলগত বিনিয়োগ; কনটেন্ট, মিডিয়া আউটরিচ ও ডিজিটাল অবকাঠামোকে সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা; ইসলামিক থিংকট্যাঙ্ক, রিসার্চ ও মিডিয়া ইনস্টিটিউট এবং দাওয়াহ রিসার্চ সেন্টার; ‘প্রতি টাকায় প্রভাব’ মূল্যায়ন ও উচ্চতর গবেষণা-অ্যাজেন্ডা	§২.১৪, §৩.১২, §৬.১–৬.৩, পরিশিষ্ট গ
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব দেখে মানুষ আকৃষ্ট হয় না / রোল-মডেল সংকট - ৭৩%	আলেম-দাঈদের আদর্শ চরিত্র ও জীবন্ত রোল-মডেল হওয়া; সীরাতভিত্তিক নেতৃত্ব ও আখলাক চর্চা; বিনয়ী নেতৃত্ব ও গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ; শিক্ষককে জীবন্ত আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলা; আদর্শ পেশাজীবী মুসলিমের উদাহরণ প্রচার	§১.৪, §১.১১, §১.১৫, §৪.৭, §৫.৪

জরিপের মূল ফলাফল	প্রস্তাবিত মূল করণীয়	সংশ্লিষ্ট অধ্যায় / মডেল
খুতবা-ওয়াজের বাইরে দাওয়াতি কার্যক্রম নেই - ৫০%	মসজিদকে বহুমাত্রিক সমাজকেন্দ্রে রূপান্তর; গ্রামীণ মসজিদে হালকা নাশতাসহ সাপ্তাহিক মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা; হাসপাতাল, বাজার ও স্ট্রিট-লেভেল দাওয়াহ; 'টি-স্টল সংলাপ', কমিউনিটি ফোরাম ও স্বেচ্ছাসেবক স্কোয়াড	§২.১, §২.৫, §২.১০, §৯.১–৯.৪, আদর্শ মসজিদ মডেল
ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দক্ষ দাঈ হিসেবে গড়ে তোলা - ৭৩%	ইমাম-মুয়াজ্জিনদের স্থানীয় দাঈ ও কমিউনিটি-লিডার হিসেবে গড়ে তোলা; দাওয়াহ, কাউন্সেলিং ও যাকাত-সাদাকাহ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ; নেতৃত্ব-উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা কাঠামো; খুতবা প্রস্তুতিতে রিসার্চ সেন্টারের ব্রিফিং সহায়তা	§২.৩, §২.৪, §১.১৪, §৬.৩
তরুণদের সঙ্গে কনটেন্টের সংযোগহীনতা ও সেগমেন্টেশনের অভাব - ৫২%/৪৮%	শ্রেণিভিত্তিক (সেগমেন্টেড) ডিজিটাল কনটেন্ট কৌশল; Gen-Z ও কিশোরদের জন্য তরুণবান্ধব দাওয়াতি মিডিয়া; তরুণদের নিজস্ব প্রযুক্তি ও সৃজনশীল দক্ষতার ব্যবহার; কনটেন্ট কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি	§৩.১, §৩.৫, §৩.১০, §৮.৩, কনটেন্ট কাউন্সিল মডেল
মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তায় নেতৃত্ব তৈরিতে অনেকাংশে অসফল - ৯০% (৬৪% সম্পূর্ণ)	দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা মডেল; নেতৃত্ব, প্রশাসন ও সমকালীন চ্যালেঞ্জ যুক্ত করে কারিকুলাম সংস্কার; মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় সেতুবন্ধন (হাইব্রিড প্রোগ্রাম); আদর্শ ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক উন্নয়ন	§৪.১, §৪.২, §৪.৩, §৪.৬, §৪.৭
প্র্যাকটিসিং ও প্রফেশনাল মুসলিমের দাওয়াহ ভূমিকা প্রয়োজন - ৮৬%/৬১%	দাওয়াহকে প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা; পেশাজীবীদের জন্য Professional Muslim Leadership Program; উলামা-পেশাজীবী সংযোগ ফোরাম ও মেন্টরশিপ; তরুণ মুসলিম পেশাজীবী নেটওয়ার্ক	§৫.১, §৫.২, §৫.৩, §৮.৬
দাওয়াহ নিয়ে গবেষণা/জাতীয় কৌশল নেই - ৬৩.৫%; উলামা বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জে অপ্রস্তুত - ৯০%	ইসলামিক থিংকট্যাঙ্ক ও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক counter-narrative; দাওয়াহ রিসার্চ সেন্টার, ডেটাবেস ও চাহিদা-মূল্যায়ন গবেষণা; উলামা-এক্সপার্ট আন্তঃশৃঙ্খলা সংলাপ; বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংশয়-নিরসনমূলক কনটেন্ট; উচ্চতর গবেষণা-অ্যাজেন্ডা	§১.৭, §১.৮, §৩.৭, §৬.১, §৬.৩, §৬.৪, পরিশিষ্ট গ

জরিপের মূল ফলাফল	প্রস্তাবিত মূল করণীয়	সংশ্লিষ্ট অধ্যায় / মডেল
ট্যাগিং-সংস্কৃতি (বিদআতি/খারেজী /মুশরিক ট্যাগ) - ৬১%	ট্যাগিং পরিহার করে দলিলভিত্তিক বিনয়ী আলোচনা; আলেমদের নৈতিক আচরণবিধি (Code of Ethics); সোশ্যাল মিডিয়া দাওয়াহ-এথিকস ও গোপন নসিহাহর সংস্কৃতি; ন্যূনতম ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম	§১.৫, §৩.১১, §৭.২, §৭.৩
শীর্ষ ফিতনাহ: অশ্লীলতা ৭৪%, সেক্যুলারিজম ৬৭%, অনৈক্য ৬৫%, নারীবাদ ৬১%, এলজিবিটিকিউ ৫২%	নারীদের জন্য বিশেষায়িত দাওয়াহ কাঠামো (নারীবাদ-ফিতনাহর বিপরীতে); সেগমেন্টেড ও সংশয়-নিরসনমূলক ডিজিটাল কনটেন্ট (অশ্লীলতা, সেক্যুলারিজম, এলজিবিটিকিউ); থিঙ্ক ট্যাংকের counter-narrative; ন্যূনতম ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম (অনৈক্য মোকাবিলায়)	§২.৯, §৩.১, §৩.৭, §৬.১, §৭.৩
দাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপেক্ষিত: কিশোর/নতুন প্রজন্ম ৬৫.৫%, শিক্ষিত তরুণ ৬২.৭%, গ্রামীণ দরিদ্র ৪৩.৪%	তরুণ দাঈ ফেলোশিপ, স্কুল-কলেজ নেতৃত্ব কর্মসূচি ও Gen-Z তরুণবান্ধব মিডিয়া; অভিভাবক-ক্যারিয়ারভিত্তিক দাওয়াহ ইকোসিস্টেম; গ্রামীণ মসজিদে সাপ্তাহিক শিক্ষা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা-দাওয়াহ মডেল	§২.৫, §২.১২, §৩.৫, §৮.১, §৮.২, §৮.৭
দ্বীন/সালাতবিমুখ মানুষকে ফেরাতে দাওয়াহ সবচেয়ে দুর্বল - ৯০%	সহায়তা-কেন্দ্রিক দাওয়াহ ও মেন্টরভিত্তিক ফলো-আপ; টার্গেটেড আউটরিচ, 'টি-স্টল সংলাপ' ও স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক; নতুন ও দূরবর্তী মুসলিমের ১২-সপ্তাহ ফলো-আপ পাইলট; সালাতে প্রত্যাবর্তন-কেন্দ্রিক সহমর্মী যোগাযোগ	§২.৮, §২.১১, §৯.১–৯.৪, পাইলট ৫, পাইলট ৭

পরিশিষ্ট খ: বাস্তবায়নের ন্যূনতম প্রস্তুতি-তালিকা

এটি বাধ্যতামূলক নয়; যারা উপরের কোনো মডেল বা সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে চান, তাঁদের জন্য একটি ঐচ্ছিক প্রস্তুতি-তালিকা। যেকোনো পাইলট শুরুর আগে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখিতভাবে প্রস্তুত করলে কাজটি আরও সুসংগঠিত ও ফলপ্রসূ হয়।

প্রশ্ন	নির্দেশনা / উত্তর
এই উদ্যোগ কোন জরিপ-চিহ্নিত সমস্যার সমাধান করছে?	"সমস্যা → সমাধান সেতুবন্ধন" থেকে সংশ্লিষ্ট সমস্যাটি উল্লেখ করুন।
লক্ষ্য শ্রেণি কারা?	অডিয়েন্স সেগমেন্টেশন থেকে নির্দিষ্ট শ্রেণি নির্বাচন করুন।
এই শ্রেণির প্রধান সংকট/চাহিদা কী?	শুধু ধর্মীয় ঘাটতি নয়; সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বাস্তবতাও লিখুন।
বার্তাবাহক কে?	ইমাম, আলেম, তরুণ মেন্টর, মহিলা দাঈ, পেশাজীবী বা স্বেচ্ছাসেবক, যাকে লক্ষ্য শ্রেণি বিশ্বাস করে।
শারঈ যাচাই দরকার কি?	আকীদাহ, ফিকহ, ফতোয়া, সংশয় বা বিতর্কিত বিষয় হলে বাধ্যতামূলক।
সময়সীমা কী?	পাইলটের মেয়াদ, পর্যালোচনার তারিখ ও সম্প্রসারণ-সিদ্ধান্তের সময় লিখুন।
সাফল্য কীভাবে বোঝা যাবে?	উপস্থিতি, পুনরাগমন, ফলো-আপ, মতামত ও আচরণ-পরিবর্তনের সূচক।
ফলো-আপ কে করবে?	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ভূমিকা ও যোগাযোগ পদ্ধতি নির্ধারণ করুন।
সম্পদ ও তহবিলের উৎস কী?	খাদ্য, ভেন্যু, কনটেন্ট, যাতায়াত, মিডিয়া, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা আলাদাভাবে লিখুন।
সম্ভাব্য ঝুঁকি কী?	ভুল বার্তা, ব্যক্তিনির্ভরতা, ভুল ব্যাখ্যা, নারী-নিরাপত্তা, তথ্য-গোপনীয়তা ও ক্লান্তি।

পরিশিষ্ট গ: উন্মুক্ত গবেষণা-রূপরেখা (উম্মাহর জন্য সম্ভাব্য উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্র)

এই গ্রন্থের জন্য পরিচালিত দেশব্যাপী জরিপ, কর্মশালা ও পর্যালোচনার পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে একটি বিষয় বারবার স্পষ্ট হয়েছে—দাওয়াহ নিয়ে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত পদ্ধতিগত গবেষণা নেই, অথচ এ ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ অত্যন্ত বিস্তৃত। নিচের প্রস্তাবনাগুলো বাইরে থেকে আরোপিত নয়; বরং এই খণ্ডে উপস্থাপিত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা থেকেই উঠে এসেছে। কাজ করতে গিয়ে আমরা বারবার অনুভব করেছি, প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের পেছনেই এমন অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে, যেগুলোর গভীর ও পদ্ধতিগত উত্তর কেবল নিবিড় গবেষণার মাধ্যমেই মেলে। সেই অনুভব থেকেই এই গবেষণা-প্রস্তাবনাগুলো সংকলিত হয়েছে।

এখানে উপস্থাপিত বিষয়গুলো চূড়ান্ত গবেষণা-নকশা নয়; বরং চিন্তার খোরাক ও সূচনাবিন্দু। প্রতিটি প্রস্তাবনা একটি বীজমাত্র—যেকোনো দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, মসজিদ কর্তৃপক্ষ কিংবা আগ্রহী গবেষক নিজ সামর্থ্য, অগ্রাধিকার ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ, সম্প্রসারণ, সংকোচন কিংবা একাধিক বিষয়কে একত্র করে নতুন প্রশ্নে রূপ দিতে পারেন।

আমাদের প্রত্যাশা সীমিত কিন্তু স্পষ্ট: এই তালিকা দেখে অন্তত একটি প্রতিষ্ঠান বা একজন গবেষক যদি উম্মাহর জন্য অর্থবহ একটি গবেষণা হাতে নেন, তবে এর উদ্দেশ্য সার্থক।

নিচে এমন কুড়িটি সম্ভাব্য উচ্চতর গবেষণা-ক্ষেত্র তুলে ধরা হলো:

১. দাওয়াহর অদৃশ্য জনগোষ্ঠী: মসজিদবিমুখ ও অনিয়মিত মুসলিমদের মনস্তাত্ত্বিক মাঠ-গবেষণা

যারা সালাত ছেড়ে দিয়েছেন বা ইসলামকে দৈনন্দিন জীবনে অপ্রাসঙ্গিক ভাবছেন, তাদের কাছে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাঠ-গবেষণা পরিচালনা করা। দ্বীনচর্চাকারীদের অনুমানের ওপর ভিত্তি না করে লক্ষ্য-জনগোষ্ঠীর মুখ থেকে তাদের দূরে থাকার মূল মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং তাদের জন্য কার্যকরী 'সালাতে প্রত্যাবর্তন' কর্মসূচি ডিজাইন করা।

২. নারীদের দাওয়াহ-চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক বাধা এবং অংশগ্রহণমূলক কাঠামো মূল্যায়ন

মুসলিম নারীদের দ্বীনি জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রসমূহ, পুরুষ আলেমদের কাছে যাওয়ার নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত বাধা এবং তাদের জন্য উপযোগী নারী দাঈ ও ফরম্যাট প্রস্তুতকরণের ওপর গভীর অনুসন্ধান। 'মা-ই-প্রথম-শিক্ষক' চ্যানেলকে সক্রিয় করার মাধ্যমে অর্ধেকেরও বেশি উম্মাহর জন্য একটি বাস্তবসম্মত, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ দাওয়াহ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।

৩. গ্রামীণ দরিদ্র ও শ্রমজীবী শ্রেণির ধর্মীয় জীবন এবং দাওয়াহ-প্রাপ্তির নৃতাত্ত্বিক মূল্যায়ন

কৃষক, দিনমজুর ও পোশাকশ্রমিকদের অর্থনৈতিক চাপ ও সময়সূচির বিপরীতে প্রচলিত দাওয়াহ মডেলের উপযোগিতা যাচাই। নিবিড় নৃতাত্ত্বিক (ethnographic) মাঠকর্মের মাধ্যমে তাদের সময়-

ব্যবহার, মৌলিক দ্বীনি জ্ঞান এবং শেখার সুনির্দিষ্ট পছন্দ নির্ণয় করা; যেন প্রাতিষ্ঠানিক সেবা-দাওয়াহ মডেলটি তাদের বাস্তব সীমাবদ্ধতার সঙ্গে খাপ খায়।

৪. ইংরেজি-মাধ্যম ও অভিজাত-সেক্যুলার তরুণদের সংশয়-নিরসন এবং ভাষা-ভিত্তিক দাওয়াহ কৌশল

সাংস্কৃতিক ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রণকারী ইংরেজি-মাধ্যম ও সম্পন্ন সেক্যুলার তরুণ সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন, সংশয়ের উৎস ও বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদাগুলোর একটি experience-ভিত্তিক তালিকা তৈরি করা। প্রচলিত বাংলা মাধ্যমের বাইরে তাদের নিজস্ব ভাষায় ও মনস্তত্ত্বে সাড়া দিতে সক্ষম একটি আধুনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রতিক্রিয়াশীল কারিকুলাম এবং ক্যাম্পাসভিত্তিক দাওয়াহ মডেল গড়ে তোলা।

৫. নতুন মুসলিম ও প্রত্যাবর্তনকারীদের (Reverts) অভিজ্ঞতা এবং রিটেনশন (Retention) গবেষণা

ইসলামে নতুন দীক্ষিত এবং দীর্ঘ বিরতির পর দ্বীনে ফিরে আসা ব্যক্তিদের প্রকৃত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা নিরূপণ। তাদের ঝরে পড়ার প্রধান বিন্দুসমূহ (drop-out points) এবং কোন ধরনের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুঘটক তাদের ধরে রাখতে ভূমিকা রাখে—তা মূল্যায়নের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রিটেনশন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা।

৬. জেন-জি (Gen-Z) মুসলিমদের ধর্মীয় সংশয়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক মানচিত্রায়ন

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থায় বড় হওয়া তরুণদের সাময়িক কৌতূহল-ভিত্তিক 'নরম সংশয়' থেকে দীর্ঘমেয়াদি ও বিশ্বাস-হ্রাসকারী 'কঠিন সংশয়ে' রূপান্তরের গতিপথ বিশ্লেষণ। নৈতিক দ্বন্দ্ব, বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা সংক্রান্ত আধুনিক প্রশ্নাবলি এবং পারিবারিক ট্রমার প্রভাব চিহ্নিত করে তরুণদের বিশ্বাস ধরে রাখার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি।

৭. ডিজিটাল স্পেসে বস্তুবাদী সংশয়বাদের বিরুদ্ধে আল-ফিতরাহর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা

অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলিতে ইসলামের আধিভৌতিক দাবির প্রতি কট্টর অভিজ্ঞতাবাদের দাবি এবং ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ন্যারেটিভের দ্বিমুখী স্ট্যান্ডার্ডের বিশ্লেষণ। সংশয়বাদ-বিরোধী ধ্রুপদী জ্ঞানতত্ত্ব প্রয়োগ করে আধুনিক সংশয়বাদী দাবির অসারতা প্রমাণ এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য 'ফিতরাহ' পুনরুজ্জীবনের যৌক্তিক টুলকিট প্রস্তুতকরণ।

৮. নাস্তিকতা, সেক্যুলারিজম ও নারীবাদী বয়ানের মোকাবিলায় ইসলামি পাল্টা-ন্যারেটিভ: বার্তা, ভাষা ও দাওয়াহ কৌশল

বাংলাদেশের তরুণ, শিক্ষিত ও অনলাইন-প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাস্তিকতা, সেক্যুলারিজম ও নারীবাদী চিন্তার কোন কোন বার্তা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে, তা বিশ্লেষণ করে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক কার্যকর পাল্টা-ন্যারেটিভ তৈরি করা। গবেষণাটি দেখবে কীভাবে আবেগ, যুক্তি, পরিচয়, অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের ভাষাকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্গঠন করে সংক্ষিপ্ত, হৃদয়গ্রাহী ও প্রমাণভিত্তিক দাওয়াহ বার্তা তৈরি করা যায়।

৯. শৈশব-কৈশোরে ধর্মীয় সামাজিকীকরণ, পারিবারিক পরিবেশ এবং প্রাপ্তবয়সে ঈমান ধরে রাখার মনস্তত্ত্ব

পারিবারিক কর্তৃত্ববাদী বনাম সহযোগিতামূলক প্যারেন্টিং স্টাইল এবং বন্ধুমহলের প্রভাব কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি ঈমানি স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে তা মূল্যায়ন। ধর্ম শিক্ষাকে কেবল শুষ্ক নিয়মে সংকুচিত করার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের মুখোমুখি হয়ে তরুণদের যে জ্ঞানীয় বিচ্ছিন্নতা (cognitive disconnect) ঘটে, তা রোধে বাস্তবসম্মত প্যারেন্টিং গাইডলাইন তৈরি।

১০. শহুরে মসজিদকে 'ওয়ান-স্টপ সোশ্যাল সার্ভিস হাব'-এ রূপান্তরের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব

কেবল বয়ানভিত্তিক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামাজিক কল্যাণমূলক সুন্নাহ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মসজিদভিত্তিক চিকিৎসা ক্যাম্প, সামাজিক সহায়তা, আইনি ও মানসিক কাউন্সেলিং এবং দরিদ্র সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় পুনঃসংযোগের হার পরিমাপ করা। একই সঙ্গে সেবা-নেতৃত্বাধীন ও বয়ান-নেতৃত্বাধীন আউটরিচ মডেলের একটি নিয়ন্ত্রিত তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে প্রচলিত কেন্দ্রীয় মসজিদ ধারণার উন্নয়ন এবং একটি কার্যকর অপারেশনাল টেমপ্লেট প্রস্তুত করা।

১১. জুমার খুতবার বিষয়বস্তু, ভাষা এবং মুসল্লিদের বাস্তব আচরণ পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জুমার খুতবার বিষয়বস্তু, ভাষা, প্রাসঙ্গিকতা এবং শ্রোতাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। খুতবা শোনার পর মানুষ বাস্তবে কোনো আচরণগত পরিবর্তন গ্রহণ করছে কি না, তা প্রি/পোস্ট ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে যাচাই করে খুতবাকে সমাজ সংস্কারের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা।

১২. উলামাদের আধুনিক যোগাযোগ প্রশিক্ষণ এবং শ্রোতাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির কার্যকারিতা যাচাই

উলামা ও দাঈদের জন্য আধুনিক যোগাযোগ কৌশল, শ্রোতার মনস্তত্ত্ব এবং ডিজিটাল মিডিয়া প্রশিক্ষণের প্রাক-পরবর্তী (pre/post) কার্যকারিতা মূল্যায়ন। এই প্রশিক্ষণগুলো শ্রোতাদের প্রকৃত দ্বীনি সম্পৃক্ততা ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে পারছে নাকি কেবল তাৎক্ষণিক মানসিক তৃপ্তি দিচ্ছে, তা মুসল্লি-প্রতিক্রিয়া পরিমাপের মাধ্যমে যাচাই করা।

১৩. ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দাওয়াহ দক্ষতা, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও মসজিদভিত্তিক নেতৃত্ব উন্নয়ন

বাংলাদেশের ইমাম ও মুয়াজ্জিনরা শুধু সালাত পরিচালনা বা আযান দেওয়ার দায়িত্বে সীমাবদ্ধ থাকবেন না; বরং তাঁরা কীভাবে স্থানীয় সমাজের নৈতিক, পারিবারিক, যুব, শিক্ষা ও দাওয়াহ সংকটে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন, তা নিয়ে মাঠভিত্তিক গবেষণা। গবেষণায় খতিবদের খুতবার মান, মানুষের বাস্তব সমস্যা বোঝার সক্ষমতা, যুবসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ, পরিবার কাউন্সেলিং, নতুন মুসল্লি ধরে রাখা এবং মসজিদকে কমিউনিটি সাপোর্ট সেন্টারে রূপান্তরে তাঁদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে। এর ভিত্তিতে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য একটি বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব উন্নয়ন মডেল তৈরি করা হবে।

১৪. মাদ্রাসা স্নাতকদের গতিপথ (Tracer Study) এবং জাতীয় নীতি-নির্ধারণী নেতৃত্বে ঘাটতি বিশ্লেষণ

মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কর্মজীবনে কোথায় পৌঁছাচ্ছেন এবং আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় সুরক্ষার মতো জটিল নীতি-নির্ধারণী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের দক্ষতার ঘাটতিসমূহ পদ্ধতিগতভাবে চিহ্নিত করা। কারিকুলাম সংস্কারের মাধ্যমে ফিকহ ও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অর্থনীতির সমন্বয়ে উচ্চতর স্নাতকোত্তর পলিসি কারিকুলাম ডিজাইন।

১৫. মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা: কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও ICT শিক্ষার একীভূতকরণ নিয়ে মাঠভিত্তিক গবেষণা

বাংলাদেশের কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও স্নাতকদের বর্তমান কর্মসংস্থান বাস্তবতা, দক্ষতার ঘাটতি এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে মাদ্রাসা শিক্ষার মৌলিক দ্বীনি পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও ICT দক্ষতা যুক্ত করার বাস্তবতা যাচাই করা। গবেষণাটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, আলেম ও নিয়োগদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে কোন ধরনের দক্ষতা, কোন স্তরে, কীভাবে এবং কোন সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক শর্তে যুক্ত করা সম্ভব, তা নির্ণয় করবে। এর মাধ্যমে মাদ্রাসা স্নাতকদের সম্মানজনক জীবিকা, উদ্যোক্তা সম্ভাবনা এবং সমাজে কার্যকর অবদান বৃদ্ধির জন্য একটি বাস্তবসম্মত একীভূত শিক্ষা-মডেল প্রস্তাব করা হবে।

১৬. মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন ও তারবিয়াহ পরিবেশ: সূচকভিত্তিক মূল্যায়ন ও উন্নয়ন মডেল

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে আল্লাহভীরু, আমানতদার, সাহসী ও সমাজ-রূপান্তরকারী মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। এই গবেষণায় যাচাই করা হবে, আজকের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, আদব, ইখলাস, দায়িত্ববোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জনসেবামুখী মানসিকতা কতটা গড়ে তুলছে। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক নাববী তারবিয়াহর আলোকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শাস্তি-পদ্ধতি, দায়িত্ব অর্পণ, মেন্টরশিপ ও আবাসিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে একটি সূচকভিত্তিক "চরিত্র-গঠন স্কোরকার্ড" এবং বাস্তবসম্মত সংস্কার সুপারিশ তৈরি করা হবে।

১৭. বাংলাদেশের ডিজিটাল দাওয়াহ মানচিত্রায়ন: কনটেন্ট-চাহিদা, ইনফ্লুয়েন্সার প্রভাব ও ঘাটতি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের তরুণরা ইউটিউব, ফেসবুক ও টিকটকে কী ধরনের দ্বীনি কনটেন্ট দেখছে, কেন প্রথাগত আলেমদের পাশাপাশি বা পরিবর্তে লাইফ কোচ ও ইনফ্লুয়েন্সারদের দিকে ঝুঁকছে, তা মিডিয়া-ব্যবহার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা। একই সঙ্গে বিদ্যমান ডিজিটাল দাওয়াহ কনটেন্টের মান, ভাষা, বিষয়বৈচিত্র্য, প্রাসঙ্গিকতা ও ঘাটতি অডিট করে তরুণবান্ধব, প্রমাণভিত্তিক ও প্রভাবশালী কনটেন্ট কৌশল প্রস্তাব করা।

১৮. দাওয়াহ অর্থপ্রবাহ এবং অবকাঠামো বনাম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে কৌশলগত পুঁজি বণ্টন গবেষণা

মুসলিম দান-সংস্কৃতি দৃশ্যমান, স্থায়ী অবকাঠামোকে (নামফলকসহ মসজিদ ভবন) সহজাতভাবে অগ্রাধিকার দেয়; অথচ গবেষণা, কনটেন্ট ও দাঈ-তৈরির মতো অদৃশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিয়োগ—যা

নাস্তিক্যবাদ, সেক্যুলারিজম ও ভাবাদর্শিক ফিতনাহর এই যুগে সর্বোচ্চ লিভারেজ বহন করে—তুলনামূলক অবহেলিত থেকে যায়। এই গবেষণা প্রথমে উম্মাহর প্রকৃত অনুদান-প্রবাহ ট্র্যাক করবে, এরপর ‘প্রতি টাকায় প্রভাব’ মাপার একটি তুলনাযোগ্য কাঠামো তৈরি করবে—অবকাঠামো বনাম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে কত মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় ও কতটা টেকসই চিন্তার পরিবর্তন আসে। দাতার ধারণা বনাম বাস্তব প্রভাবের ব্যবধান উন্মোচন করে লক্ষ্য-আবেগ নয়, কঠিন সংখ্যার ভিত্তিতে দাতাদের একটি কৌশলগত পোর্টফোলিও-বণ্টন নির্দেশিকা প্রদান করা।

১৯. দাওয়াহর জাতীয় মানচিত্র: পুনরাবৃত্তি হ্রাস, শূন্যতা চিহ্নিতকরণ ও যৌথ সমন্বয়

দেশের প্রধান দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলো কোন এলাকায়, কোন জনগোষ্ঠীর ওপর এবং কী বিষয়ে কাজ করছে তার একটি জাতীয় ডেটাবেজ বা মানচিত্র তৈরি। এর মাধ্যমে একই কাজের অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি রোধ করা, বড় ধরনের দাওয়াহ শূন্যতাগুলো (gaps) চিহ্নিত করা এবং সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে যৌথ সহযোগিতার কাঠামো তৈরি।

২০. যাকাত, ওয়াকফ ও সাদাকাহর সমন্বিত সামাজিক অর্থায়ন মডেল: দারিদ্র্য বিমোচন, স্বচ্ছতা ও দাতা-আস্থা মূল্যায়ন

বাংলাদেশে যাকাত, ওয়াকফ ও সাদাকাহকে বিচ্ছিন্ন অনুদান হিসেবে নয়; বরং দরিদ্র পরিবারকে উদ্ধার, পুনর্বাসন, স্বাবলম্বিতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতায় পৌঁছানোর সমন্বিত সামাজিক অর্থায়ন মডেল হিসেবে মূল্যায়ন করা। গবেষণাটি দেখবে, খাদ্য সহায়তার বাইরে শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়তা ও ঋণমুক্তকরণে এই তহবিলগুলো কীভাবে বেশি কার্যকর হতে পারে। একই সঙ্গে ডিজিটাল ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্মে শরিয়াহ গভর্ন্যান্স, স্বচ্ছ রিপোর্টিং, দাতা-ট্র্যাকিং এবং প্রয়োজনে ব্লকচেইন/স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের বাস্তবতা যাচাই করে দাতা-আস্থা বৃদ্ধির একটি কার্যকর মডেল প্রস্তাব করা হবে।

উপসংহার

এই কৌশলগত রূপরেখায় উপস্থাপিত নয়টি ক্ষেত্র ও তাদের সঙ্গে যুক্ত আদর্শ মডেলসমূহ একত্রে বাংলাদেশে দাওয়াহ কার্যক্রমকে যুগোপযোগী, প্রাসঙ্গিক ও ফলপ্রসূ করে তোলার একটি সমন্বিত দিকনির্দেশনা দেয়। প্রতিটি ক্ষেত্রের সুপারিশ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপস্থাপিত জরিপের বাস্তব ফলাফল থেকে উৎসারিত; তাই এগুলো বিমূর্ত আদর্শ নয়, বরং মাঠের প্রকৃত চাহিদার জবাব।

এখানে বর্ণিত করণীয়গুলো বাস্তবায়িত হলে আলেম-দাঈদের নেতৃত্ব শক্তিশালী হবে, মসজিদ ও দাওয়াহ কেন্দ্র সমাজের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে, ডিজিটাল ময়দানে ইসলামের বার্তা প্রাসঙ্গিকভাবে পৌঁছাবে, শিক্ষাব্যবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্ব গড়বে, পেশাজীবী ও সাধারণ মুসলিম দাওয়াহয় অংশ নেবেন, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, কমিউনিটিতে ঐক্য ও জবাবদিহিতা বাড়বে, তরুণ ও শিক্ষিত শ্রেণি দাওয়াহ উদ্ভাবনে যুক্ত হবে এবং মাঠপর্যায়ে সেবাধর্মী দাওয়াহ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছাবে, ইন-শা-আল্লাহ।

তবে আবারও স্মরণীয়: এটি একটি উন্মুক্ত সাধারণ রূপরেখা, কোনো একক সংস্থার বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা নয়। কোন প্রতিষ্ঠান কোন অংশ, কোন ক্রমে ও কোন গতিতে গ্রহণ করবে, তা নির্ধারিত হবে তাদের নিজস্ব সামর্থ্য, অগ্রাধিকার ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী। আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হলো ঘাটতিগুলো চিহ্নিত রাখা, সম্ভাব্য সমাধান সবার সামনে উন্মুক্ত রাখা এবং পরস্পরকে কল্যাণের পথে উৎসাহিত করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন, প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এই উম্মাহকে হিকমাহ, ঐক্য ও কল্যাণের সঙ্গে দ্বীনের সাক্ষ্যবহনের তাওফিক দিন। আমিন।